সমবায় গ্রন্থাবলী নং ১

সমবায় ও পল্লী-সংস্কার

শ্রীস্থরেশচন্দ্র সেন, বি-এ,
রাজসাহী বিভাগের সমবায় সমিতি-সমূহের
ডিভিশন্যাল অডিটার

প্রাপ্তিস্থান—
বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি
নর্টন বিল্ডিংস, লালবাজার, কলিকাতা

মুখবন্ধ

"সমবায় ও পল্লী-সংস্কার" পুস্তকটির মত একখানি পুস্তকের অভাব অনেকদিন হইতে অনুভব করিতেছিলাম। এই পুস্তক সে অভাব পূরণ করিয়াছে। ইহা সময়োপযোগী হইয়াছে এবং ইহাতে অনেক মূল্যবান কথা আছে। ইহাতে কেবল সমিতি চালাইবার কথাই বলা হয় নাই; পরন্তু বিশেষ দরকারী কথা যথা—পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা, সঞ্চয়ী হইবার এবং আয়বৃদ্ধি করিবার উপায় প্রভৃতি কথা আছে। সুপারভাইজারদিগকে যে ভাবে কার্য্য করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করাইলে গ্রাম্য সমিতির উন্নতি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেরও উন্নতি হইবে। সুপারভাইজার প্রত্যেক সমিতিতে যাইয়া এই পুস্তকে লিখিত বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে এবং কৃষকদিগকে তদনুসারে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে অনেক সমিতিই আদর্শস্থানীয় হইবে। ইহা ছাড়া সমবায় সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন জ্ঞান নাই তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে অনেক কিছু জানিতে পারিবেন। আমি এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযামিনীমোহন মিত্র
বঙ্গদেশের সমবায় সমিতিসমূহের
রেজিষ্ট্রার

কলিকাতা,
জানুয়ারি, ১৯৩০

নিবেদন

ইহা অতীব আনন্দের কথা যে সমবায় আন্দোলন আজ দেশের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং দেশের লোক জাতীয় জীবনের দুঃখকষ্ট এবং নিজেদের দরিদ্রতা ও অভাব নিরাকরণোদ্দেশ্যে সমবায়ের আশ্রয় লইতে চাহিতেছেন ও সমবায় সম্বন্ধে সবিস্তারে জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গভাষায় 'সমবায়' সম্বন্ধে তেমন কোন পুস্তক না থাকায় সমবায় সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অপূর্ণ থাকিতেছে। অনেকে আবার সমবায় সম্বন্ধে বহু ভুল ধারণা ও অবিশ্বাস পোষণ করিতেছেন এবং যাঁহারা বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সমবায় সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান না থাকায় তাঁহারা সমবায় সম্বন্ধে এমন সব ভুল করিয়া বসিতেছেন যাহার জন্য তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না।

সমবায় সম্বন্ধে যাহাতে সকলের সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে, সকল প্রকার অবিশ্বাস দূরীভূত হইয়া যায় এবং সমবায়ের কথা যাহাতে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচারিত হয় এই সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই বহিখানি প্রণয়ন করা হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, ইহা গ্রাম্য সমিতিগুলির ও সুপারভাইজারদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। পুস্তকখানির দ্বারা কাহারও কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলে, বিশেষতঃ প্রত্যেক সুপারভাইজারের অধীন অন্ততঃ পাঁচটী সমিতিও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি লাভ করিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

রাজসাহী বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, এম-বি-ই, মহোদয়ের উৎসাহ-বাণী ও সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইতাম না। তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তকখানির ভিতর অনেক ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে—অনুগ্রহ করিয়া কেহ দেখাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব এবং পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কেহ কোন প্রস্তাব জানাইলে ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিব।

এই পুস্তকখানি প্রণয়নে মৌলভী মবারক আলি, বি-এ, আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং আরও অনেকের নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। নিম্নলিখিত কয়েকখানি বহি হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি:—

(১) Theory of Co-operative Credit by Hemanta K. Ghosh.

(২) The Law & Principles of Co-operation by H. Calvert.

(৩) Co-operation in Many Lands by L Smith-Gordon and C. O' Brien

নওগাঁ (রাজসাহী)
জানুয়ারি, ১৯৩০

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন

উৎসর্গপত্র

পল্লীপ্রাণ কৃষকের

হস্তে

অর্পিত হইল

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সমবায় প্রচেষ্টার উৎপত্তি

গরীবের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য, দুঃখের বোঝা কমাইয়া কৃষকের বুকে আশার উদ্রেক করিবার জন্য সমবায়ের প্রথম জন্ম হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর কৃষককুলের তখন শোচনীয় অবস্থা। মহাজনের গুরু ঋণভারে তাহারা জর্জ্জরিত; কৃষকের আকুল ক্রন্দন হয়ত ভগবানের সিংহাসনসমীপে করুণছন্দে পঁহুছিয়াছিল। তাই ১৮১৮ সালে জার্ম্মাণ দেশে রাইনল্যাণ্ড (Rhine Land) জেলায় কৃষকের মুক্তিদাতারূপে ফ্রেডারিক উইলহেল্‌ম রাফেজান (Frederick Wilhelm Raiffeisen) জন্মগ্রহণ করেন। কৃষকের দুঃখ ও লাঞ্ছনা তাঁহার হৃদয় ব্যাথায় ভরপূর করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন কি উপায়ে কৃষকদিগকে দরিদ্রতার পাশ হইতে—মহাজনের কবল হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের জীবন সহজ ও সুন্দর করিয়া তোলা যায়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ১৮৪৯ সালে একটি সমিতি স্থাপন করিলেন এবং নিজে প্রায় ৫০০০্ টাকা এই সমিতিতে প্রদান করিলেন। কৃষকের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন এই সমিতির উদ্দেশ্য

হইল। তাঁহার সমিতি নিম্নলিখিত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল :—

(১) যাহারা বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত তাহারাই কেবল সভ্য হইতে পারিবে।

(২) যে স্থানে প্রায় এক হাজার অধিবাসীর বসতি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থানের অধিবাসীদিগকে লইয়া সমিতি গঠিত হইবে।

(৩) সভ্যগণের দায়িত্ব অসীম হইবে।

(৪) সমিতির কোন শেয়ার বা অংশ থাকিবে না এবং কেহ লভ্যাংশ পাইবে না।

(৫) যে কার্য্যের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হইবে সেই কার্য্যের অর্থাগম হইতে কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

(৬) সমিতির সমস্ত লাভ একটি সংরক্ষিত তহবিলে জমা থাকিবে।

(৭) সমিতির কার্য্য পরিচালনের জন্য কেহ কোন প্রকার পারিশ্রমিক পাইবে না।

যে আদর্শের উপর সমিতি স্থাপিত হইল তাহাতে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে এবং এইরূপ সমিতির সংস্পর্শে আসিলে মানুষের দরিদ্রতা ও মনের মলিনতা দূরীভূত হইয়া যাইবে—ইহা রাফেজানের বিশ্বাস ছিল। এইরূপে সমবায়ের সূত্রপাত হইল।

রাফেজান একে একে আরও চারিটী সমিতি স্থাপন

করিলেন এবং এই সমিতির কার্য্যকারিতা ও উপকারিতার কথা দেশময় এত দ্রুত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, ১৮৮৫ সালের মধ্যে ২৫০ দুই শত পঞ্চাশটী সমিতি স্থাপিত হইল।

১৮৯৩ সাল। আকাশের বক্ষ হইতে একবিন্দুও বৃষ্টি ঝরিল না। কৃষক বিপদ গণিল। চারিদিকে অন্ন-কষ্টের হাহাকার উঠিল। কিন্তু এই ঘোরতর বিপদকালে এই সমিতি-গুলিই কৃষকের অশেষ উপকার সাধন করিল। ফলে তিন বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র প্রায় দুই হাজার সমিতি স্থাপিত হইল। ত্যাগী রাফেজান তাঁহার কৃতকার্য্যের সুফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৮৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাফেজানের সমকালে আর এক মহাত্মা গরীবের দুঃখাশ্রু মুছাইবার ভার আপনা হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ফ্রানজ হারমন শুলজ্ ডেলিজ (Frans Hermann Schulz Delitsch)। তিনি জজের কার্য্য করিতেন। কিন্তু এই দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যের মধ্যে দেশের দুর্দশা মোচনের জন্য তিনি চিন্তা করিতেন। ১৮৫০ সালে শুলজ্ প্রথম সমিতি স্থাপন করেন। শুলজ্ মধ্যবিত্ত এবং নাগরিক লোকের জন্য সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহাদের আর্থিক উন্নতি সাধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সমিতি অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট ছিল। কিন্তু শেয়ার কিনিবার ও ডিভিডেণ্ড দেওয়া এবং যাহারা কার্য্য পরিচালন করিত তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়ার নিয়ম ছিল।

ইটালীর মহাজনেরা কেমন উৎপীড়ক ছিল তাহা যাঁহারা ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত কবি শেক্ষপীয়ারের "মার্চ্চেণ্ট অব ভেনিস্" নামক নাটকখানি পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। শাইলকের মত কত হৃদয়হীন মহাজন অর্থের জন্য কত লোকের বুকের রক্ত শোষণ করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। মহাজনের সুদের হার শতকরা বার্ষিক সাত শত পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মহাজনের এই অত্যাচারে সেই দেশে একজনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার নাম লুগী লুৎসাট্টি (Luigi Luzzatti)। তিনি মিলান নগরে শিল্প-বিদ্যালয়ে অর্থনীতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। রাফেজান ও শুল্জের প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি মিলান নগরে ১৮৬৬ সালে প্রথম সমিতি স্থাপন করেন। লুৎসাট্টির সমিতি রাফেজান ও শুল্জ্ উভয়ের প্রণালীর সংমিশ্রণে গঠিত। লুৎসাট্টির সমিতির মূল কথা এই—

(১) কেবল চরিত্রবান ও বিশ্বাসী লোককে সভ্য করা হইবে।

(২) প্রত্যেক সভ্যকে সমিতির অন্ততঃ একটী শেয়ার গ্রহণ করিতে হইবে। এই শেয়ারের টাকা দশটী মাসিক ওয়াদাতে পরিশোধ করিতে হইবে। শেয়ারের মূল্য পঞ্চাশ লীরা বা ৩২ টাকা ছিল।

(৩) যত শেয়ার ক্রয় করা হউক না কেন একজন সভ্যের মাত্র একটী ভোট থাকিবে।

(৪) সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৫) সভ্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিবেন কিন্তু সভাপতি, হিসাবরক্ষক এবং ধনরক্ষক বেতন পাইবেন।

লুৎসাট্টির প্রতিষ্ঠিত সমিতি হইতে ব্যবসায়ী এবং শিল্পীগণ টাকা কর্জ্জ লইতেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে তিন মাসের মধ্যেই টাকা পরিশোধ করিতে হইত। লুৎসাট্টির জীবিতকালে প্রায় পঞ্চাশটী সমিতি ইটালীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদেশের এই সমবায় আন্দোলন ভারতবর্ষের কৃষকের পক্ষে যে অনুকূল হইবে তাহা প্রথমে বুঝিয়াছিলেন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট। তাই ১৮৯২ সালে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আদেশে পাশ্চাত্য দেশে সমবায় সমিতির পদ্ধতি পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত রাজকর্ম্মচারী ফ্রেডারিক নিকলসন সাহেব ইউরোপে গমন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল ইউরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সমবায়-সমিতির কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি রিপোর্ট দাখিল করেন। রিপোর্টে তিনি রাফেজান প্রণালী মতে গঠিত সমবায়-সমিতি এই দেশের পক্ষে উপযোগী হইবে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। ১৯০১ সালে সংযুক্ত প্রদেশের (United Provinces) ছোটলাট সার এ, পি, ম্যাকডোনেল সাহেবের চেষ্টায় তৎপ্রদেশে প্রায় দুই শত সমিতি স্থাপিত হয়। সার এডওয়ার্ড ম্যাকলেগানের চেষ্টায় পাঞ্জাবেও সমবায় সমিতি স্থাপিত হয় এবং ১৯০২ সালে সার পি, সি, লায়ন সাহেবের উদ্যোগে বঙ্গদেশে কয়েকটি সমিতি স্থাপিত হয়।

এই সব-চেষ্টার ফলে সমবায় সমিতি পরিচালনের জন্য লর্ড কার্জনের শাসন কালে ভারতগবর্ণমেণ্ট ১৯০৪ সালের দশ আইন প্রণয়ন করেন। (Co-operative Credit Societies' Act X of 1904)। এই আইন অনুসারে সাত বৎসর কার্য্য চালাইবার পর দেখা গেল যে ঋণদান ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি গরীব লোকেরা নিজেদের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সমিতি স্থাপন করিলে বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। কিন্তু ইহার কোন বিধি উক্ত আইনে ছিল না। গ্রাম্য সমিতির তত্ত্বাবধান ও মূলধন সংগ্রহের নিমিত্ত কোন প্রকার ইউনিয়ন বা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের বিধান ছিল না। এইসব অসুবিধা দূরীকরণোদ্দেশ্যে ১৯১২ সালে নূতন আইন সঙ্কলন হয়। ইহাকে ১৯১২ সালের সমবায় সমিতির দুই আইন বলে (Co-operative Societies' Act II of 1912)। ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশের কৃষকের আর্থিক অবস্থা ও স্থানীয় রীতিনীতির পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে এই সব সমিতির কার্য্য পরিচালনের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

সমবায় আন্দোলন ধীরে ধীরে সারা বাংলা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১৯২৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৫,৪৩৯ ; সভ্য সংখ্যা ৫,৪৭,৩২৫

এবং কার্য্যকরী মূলধন ৭,৫১,৭৭,০১৮৲ টাকা ছিল। মোট সমিতির মধ্যে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির (অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট) সংখ্যা ১৩,৩৩৬, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১০৩, যৌথ সরবরাহ ও বিক্রয় সমিতি ৭৮, জল সরবরাহ সমিতি ৩৫০, এগ্রিকালচারাল এসোসিয়েশন (Agricultural Association) ৩০, সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট ঋণদান সমিতি ৩৬৩, ষ্টোর ৫৫, ধীবর সমিতি ১০৮, তন্তুবায় সমিতি ২৩৩, রেশম শিল্প সমিতি ৪১, এণ্টিম্যালেরিয়া সমিতি ৪৫০, মহিলা সমিতি ৬। ইহা ছাড়া দুগ্ধ সমিতি, পল্লী-সংস্কার সমিতি, শিক্ষা এবং অন্যান্য বহু জনহিতকর সমবায় সমিতি রহিয়াছে।

সতের বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মহামান্য সম্রাট বাহাদুর সমবায় সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন—"If the system of co-operation can be introduced and utilized to the full I foresee a great and glorious future for the agricultural interests of this country."

"সমবায় প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া উহাকে যদি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করা যায় তবে আমি এই দেশের কৃষককূলের এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি।"

সম্রাটের এই বাণী যে সার্থক হইতে চলিয়াছে তাহা এই দেশের কৃষকদের ভিতর সমবায়ের দ্রুত প্রসার লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায়।

সমবায়ের দ্বারা দেশ কেবল অর্থনৈতিক মুক্তিসাধনের দিকেই অগ্রসর হইতেছে না। বিশ্ববাসী যদিও সভ্যতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে তবুও মানুষে মানুষে একটা ব্যবধান ও দূরত্বের সৃষ্টি হইতেছে এবং মহাজন ও শ্রমিকের ভিতর বিদ্রোহের ভাব জাগিতেছে। এই দূরত্ব ও হিংসাবিদ্বেষের ভাব দূরীভূত হইয়া যাহাতে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির ভাব আসে তদুদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ইংরাজী জুলাই মাসে জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিশ্ব-সমবায় উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আমরা আশা করি সে দিন বেশী দূরে নয় যেদিন সমবায়ের ভিতর আসিয়া মানুষের কেবল হিংসা, বিদ্বেষ ও দূরত্বের ভাবই লোপ পাইবে না, পরন্তু ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বিগ্রহাদির জন্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইবার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জগতের প্রত্যেক জাতির মধ্যে জাগিয়াছে তাহাও তিরোহিত হইবে।

"দেশটা জুড়ে ছেলে বুড়ো চিনে নেরে সমবায়,
এই জোগাবে পেটের খোরাক এই কুলাবে দেনার দায়।
তোরি ক্ষেতে ফলে সোনা,
তুই পেলিনে পেটের দানা,
হাড় কখানা যাচ্ছে গোণা নিত্যি নূতন রোগের ঘায়।
তোরি গুণে দেশটা শীতল,
তুই পেলিনে পিপাসায় জল,
পাট-পচা জল, গিলে কেবল, ঢলে পড়িস্ যমের পায়।

জুড়ে দে না চর্‌কা কাটা,
বারেক কাপড় পর না মোটা,
নিজের হাতে বোনা তাঁতে, মোটা কাপড় দেনা গায়।
আবার তোরা সম্‌জে থাটী,
মাটিরে ফের ভাব্‌রে মা-টী,
বারেক তোরা উঠে দাঁড়া ভর করে আজ নিজের পায়।
দশ জনে ভাব্‌ দশের কথা,
থাকবে না আর একের ব্যথা,
আপনি খোদা রইবে বাঁধা—ফলটুকু দে তাঁরি পায়।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন পদের ব্যাখ্যা

সমবায়

সমবায় শব্দে আমরা কি বুঝি? সমবায় শব্দে সাধারণতঃ আমরা মিলিত হইয়া কাজ করা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু সমবায় সমিতি বলিলে কয়েকব্যক্তির মিলিত যে কোন প্রতিষ্ঠানকেই বুঝাইবে না। তাহা হইলে সমবায়-সমিতির সহিত অন্য সমিতির কি পার্থক্য? একটী উদাহরণ দিলেই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। কয়েকজন কারিকর একত্র হইয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা একটী কারবার চালাইতে স্থির করিল। কারবার পরিচালনায় প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকিবে এবং লাভের অংশ মূলধনের পরিমাণ অনুসারে ভাগ না হইয়া প্রত্যেকের প্রস্তুত মালের পরিমাণ বা ঐ প্রকার কোন আদর্শ

অনুসারে ভাগ হইবে। এইরূপ সমিতিকেই সাধারণতঃ সমবায় সমিতি বলা যাইতে পারে।

তাহা হইলে সমবায় ও সাধারণ যৌথ-কারবারের মধ্যে কি প্রভেদ ? সমবায় সমিতি কয়েকজন সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সমাবেশ ও সাধারণ যৌথ কারবার (Joint Stock Company) কয়েক-জন অর্থশালী ব্যক্তির অর্থের সমাবেশ। সমবায় সমিতিতে মেম্বরগণ নিজেরাই অংশীদার এবং কর্ম্মী ; তাহারা টাকা খাটায় ও নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দেয়। সাধারণ যৌথ কারবারে অংশী-দারেরা নিজেরা কর্ম্মী নয় ; তাহারা মূলধন যোগায় ও তাহার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হারে কর্ম্মী নিযুক্ত করে। লাভের টাকা যাহারা মূলধন যোগায় তাহাদের মূলধনের অনুপাতে বিভক্ত হইয়া থাকে— এবং কারবার পরিচালনের ক্ষমতাও অংশের পরিমাণ অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সমবায় সমিতিতে ক্ষমতা ও লাভ অংশগত অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী বিভক্ত হয় না। সমিতির কার্য্য পরিচালনে প্রত্যেক সভ্যেরই সমান ক্ষমতা থাকে। এখানে সমস্ত সভ্যেরই সমান অধিকার এবং সমিতির লাভ বা লোকসান সম্বন্ধে যাহার যতই দায়িত্ব থাকুক না কেন কাহারও একটার অধিক ভোট দিবার অধিকার থাকে না।

দারিদ্র্য হইতেই সমবায়ের উৎপত্তি এবং দরিদ্রের দুঃখ মোচন জন্যই ইহার অস্তিত্ব। সভ্যগণ তাঁহাদের অভাব ও অর্থকষ্ট দূর করিবার জন্যই মিলিত হইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিয়া থাকেন সুতরাং অভাব ও অর্থকষ্টই তাঁহাদের মিলনের

কারণ। প্রথমে এই আন্দোলন ইউরোপের শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রচলিত হয়, তৎপর কৃষকগণও তাহাদের পথ অনুসরণ করিয়া থাকে। উভয়েরই মূলধনের অভাব,—সুতরাং এই সংগঠন মূলধনের উপর কোন ভিত্তি স্থাপন করে নাই। কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বই (সমিতির সভ্যগণের প্রত্যেকের কার্য্য-ক্ষমতা) ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাজেই সমবায়ের প্রথম সূত্র এই যে, সভ্যগণ মহাজন না হইয়া কর্ম্মী হিসাবে যোগদান করিয়া থাকে। দ্বিতীয় সূত্র "সাম্য"। কারণ যখন কতিপয় লোক একই উদ্দেশ্যে সকলের নিমিত্ত মিলিত হয় তখন তাহাদিগের ভিতর কোনরূপ পার্থক্য থাকিলে চলিবে না। তৃতীয় সূত্র সমবায়ের পক্ষে কিছুই নূতন নহে, কিন্তু সমিতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে উহা এতই প্রয়োজনীয় যে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সংগঠন ইচ্ছা-প্রণোদিত হওয়া চাই। চতুর্থ সূত্রে এই বলা যাইতে পারে যে, সংগঠনের প্রত্যেক সভ্যই নিজ নিজ আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে সমবায় সমিতি বলিতে এই বুঝায় যে, ইহা এমন একটী প্রতিষ্ঠান যাহাতে সভ্যগণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এবং সাম্যের ভাব বজায় রাখিয়া সকলের সমবেত চেষ্টায় নিজ নিজ আর্থিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে মিলিত হয়। ইহার মূলমন্ত্র :—

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

কো-অপারেটিভ্ আইন (Co-operative Societies' Act)

১৯১২ সালে যে দুই নং আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাকেই কো-অপারেটিভ আইন বলে এবং ঐ আইন অনুসারে ভারতবর্ষীয় সমবায় সমিতিসমূহের কার্য্য পরিচালিত হয়।

নিয়মাবলী (Rules)

প্রত্যেক প্রদেশের অর্থনৈতিক ও স্থানীয় রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে সমবায় সমিতি পরিচালনের যে যে নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাকে গবর্ণমেণ্ট রুলস্ (Government Rules) বলে।

উপবিধি (Bye-laws)

কো-অপারেটিভ আইন ও গবর্ণমেণ্ট প্রণীত নিয়মাবলী লঙ্ঘন না করিয়া, প্রত্যেক সমিতি নিজ নিজ কার্য্য পরিচালন করিবার জন্য যে সকল বিধান মানিয়া চলিতে স্বীকার করে তাহাকে ঐ সমিতির উপবিধি বা বাই-ল বলা হয়।

সমবায় সমিতি (Co-operative Society)

যে সমস্ত সমিতি কো-অপারেটিভ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী হইয়াছে তাহাকে সমবায় সমিতি বলে।

রেজিষ্ট্রার (Registrar)

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট (Provincial Government) কো-অপারেটিভ আইন অনুসারে যে ব্যক্তিকে সমবায় সমিতি-সমূহের রেজিষ্ট্রারের কার্য্য সম্পাদনার্থ নিযুক্ত করেন তাঁহাকে রেজিষ্ট্রার বলা হয়। বাংলা গবর্ণমেণ্টের অধীনে সমবায় বিভাগ বলিয়া একটি পৃথক বিভাগ আছে। এই বিভাগের কর্ত্তা রেজিষ্ট্রার সাহেব। তাঁহার অধীনে পাঁচ বিভাগের জন্য পাঁচজন এসিস্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার আছেন। কাজের সুবিধার জন্য তাহাদিগকেও রেজিষ্ট্রার সাহেবের কতক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

সার্কুলার (Circular)

আইন, গবর্ণমেণ্ট-প্রণীত নিয়মাবলী এবং উপবিধি ছাড়া রেজিষ্ট্রার সাহেব সমবায় সমিতির কার্য্য পরিচালনের জন্য সময় সময় যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন সেইগুলিকে সার্কুলার বলা হয়।

ফেডারেশন (Federation)

গ্রাম্য সমিতির সভ্য প্রায় সকলেই সাধারণতঃ সরল, অনভিজ্ঞ এবং অভাবগ্রস্ত কৃষিজীবী। সমিতি গঠিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইলেও ইহাদের অর্থাদি আদান প্রদান, সর্ব্ববিষয়ে সুপরামর্শ এবং ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য এই সমিতিগুলিকে

দলবদ্ধ করিয়া প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় বা কোন স্থান বিশেষে এক একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা ইউনিয়ান। (যেমন কৃষকের সমষ্টি লইয়া গ্রাম্য সমিতি তেমনই সমিতির সমষ্টি লইয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক।) কার্য্য পরিচালনের সুবিধার জন্য কোন কোন স্থলে ব্যক্তি বিশেষকে সভ্যপদে গ্রহণ করিলেও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমিতিগুলিরই সম্মিলিত প্রতিরূপ।

সমবায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আবার এই সমস্ত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকে মিলিত করিয়া একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ইহাই প্রথমে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ফেডারেশন (Bengal Co-operative Federation) নামে কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং এক্ষণে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়্যাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (Bengal Provincial Co-operative Bank) নামে পরিচিত। এই প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মূলধন যোগাইয়া থাকেন এবং অন্য ভাবেও সাহায্য করিয়া থাকেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য সমিতিও ইহার শেয়ার খরিদ করিতে পারে এবং দরকার হইলে ডাইরেক্টারগণের অনুমতি লইয়া কর্জ্জও লইতে পারে। এই সব সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং সমিতি সেখান হইতে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পাইয়া থাকে।

ঋণদান সমিতি ছাড়া অন্য সকল প্রকার সমিতিগুলিও এই ভাবে মিলিত হইয়া কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত করিতে পারে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দুগ্ধ-সমিতিগুলিকে লইয়া

কলিকাতায় Calcutta Co-operative Milk Societies' Union নামে একটী কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বাংলা দেশের পাট বিক্রয় সমিতিগুলি মিলিত হইয়া কলিকাতায় Bengal Co-operative Wholesale Society নামে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হইয়াছে, শিল্প-সমিতিগুলিকে মিলিত করিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য এবং সমিতিগুলিকে কাঁচা মাল যোগাইবার জন্য কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সকল প্রকার সমিতিই এইভাবে মিলিত হইলে নানা ভাবে কাজের সুবিধা হইতে পারে।

স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার অধিকার রক্ষা করিয়াও পূর্ণভাবে এই মিলনের নাম ফেডারেশন (Federation)।

মেম্বর (Member)

যে সমস্ত লোক বা সমিতি কো-অপারেটিভ আইন এবং কোন সমিতির উপবিধি অনুসারে সমিতিতে ভর্ত্তি হন, তাহাদিগকে সমিতির মেম্বর বা সভ্য বলে।

বিশিষ্ট এবং সাধারণ অংশীদার (Preference and Ordinary Shareholder)

কোন কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দুই প্রকার অংশীদার থাকে—ব্যক্তিবিশেষ (individual) এবং সমিতি। যে সমস্ত ব্যক্তি শেয়ার খরিদ করেন তাঁহাদিগকে বিশিষ্ট অংশীদার এবং

অংশগ্রহণকারী সমিতিকে সাধারণ অংশীদার বলে। বিশিষ্ট অংশীদারগণ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে কোন টাকা কর্জ্জ পান না, কিন্তু সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে লভ্যাংশ (ডিভিডেণ্ড) পাইবার দাবী তাঁহাদের অগ্রগণ্য। কেবল কার্য্য পরিচালনের সুবিধার জন্যই বিশিষ্ট অংশীদারের প্রয়োজন হয়।

কোন কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কেবল সমিতি লইয়া গঠিত হয় অর্থাৎ কেবল সাধারণ অংশীদার থাকে। এই প্রকার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ককে বিশুদ্ধ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা Pure Type Central Bank বলে। যে সমস্ত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে উভয় প্রকার অংশীদার থাকে তাহাদিগকে মিশ্র সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা Mixed Type Central Bank বলে।

দায়িত্ব (Liability)

সমবায় সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব দুই প্রকার। যথা, (১) সীমাবদ্ধ (সসীম) ও (২) অসীম।

(১) সীমাবদ্ধ-দায়িত্ব-বিশিষ্ট-সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার বা অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ সমিতি উঠিয়া গেলে এবং সমিতির দেনা পরিশোধ না হইলে দেনা পরিশোধের জন্য প্রত্যেক সভ্যের নিকট হইতে তাহার অংশের বাবদ পুরাপুরি টাকা আদায় যোগ্য। যেমন, কোন সভ্য ২০৲ টাকা মূল্যের একটী শেয়ার খরিদ করিয়া ১০৲ টাকা দিয়াছে এবং অবশিষ্ট ০৲ টাকা আদায় করা হয় নাই। সমিতি উঠিয়া গেলে সমিতির যদি

কোন দেনা থাকে তবে তাহা পরিশোধকল্পে অবশিষ্ট ১০৲ টাকা মাত্র তাহার নিকট হইতে আদায় করা যাইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত আদায় করা যায় না। যে-সব সমিতির দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ তাহাদের নামের শেষে একটী লিমিটেড (limited) শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।

অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতির সভ্যগণের দায়িত্বের কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে না। সমিতির সমস্ত দেনার জন্য প্রত্যেক সভ্য দায়ী এবং সভ্যেরা মিলিত ভাবে দায়ী, যেমন ইসলামপুর সমিতির সভ্যসংখ্যা পনর জন। যে কোন কারণেই হউক সমিতি উঠিয়া গেল। প্রত্যেক সভ্য ২৫৲ টাকা করিয়া ৩৭৫৲ টাকা সমিতিতে ধারে। এই পনর জন সভ্যের মধ্যে তিনজনের দেনা অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ তাহাদের এমন কোন সম্পত্তি নাই যাহাতে ঐ দেনা আদায় হইতে পারে এবং অবশিষ্ট সভ্যের সম্পূর্ণ টাকা আদায় করিলেও সমিতির দেনা শোধ হইবে না। কাজেই ঐ তিনজন সভ্যের দেনার টাকা অবশিষ্ট বারজন অথবা যে কোন সভ্যের নিকট হইতে আদায় হইতে পারে।

নিট্ লাভ

কোন সমিতি পরিচালনের বিধিসঙ্গত খরচ বাদে যে লাভ হইয়া থাকে তাহাকেই সেই সমিতির নিট্ লাভ বলে।

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রাম্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে

আসল নয়টি কথা

(বোর্ড অব্ ডিরেক্টার ও কার্য্যকরী কমিটি)

গ্রাম্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সমিতির প্রত্যেক

মেম্বরের যাহা জানা উচিত

১। সমিতি অথবা ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য

সকল রকম দরকারী কাজের জন্য মেম্বরদিগকে কম সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া, মেম্বরদের টাকা আমানত রাখিয়া তাহাদিগকে টাকা জমাইবার জন্য উৎসাহিত করা, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থা ভাল করা এবং চরিত্রের উন্নতি করাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অথবা সমিতির উদ্দেশ্য। উপযুক্ত সর্ত্তে আবশ্যকমত মেম্বরদিগকে টাকা ধার দেওয়া যেমন দরকার, টাকা জমাইবার জন্য মেম্বরদের উৎসাহ দেওয়াও সমিতির তেমনি কর্ত্তব্য। কেন না, কেবল সস্তায় (কম সুদে) টাকা পাইলেই ত মানুষের অবস্থা ভাল হইবে না। অবস্থা ভাল করিতে হইলে, সমস্ত বাজে খরচ কাটিয়া ফেলিতে হইবে এবং যাহার যে-টুকু আয় তাহা হইতেই কিছু কিছু করিয়া কোন

নিরাপদ জায়গায় (যেখানে টাকা মারা যাইবার ভয় নাই) টাকা জমাইয়া রাখিতে হইবে। সমিতির নিকট এইরূপ টাকা জমা রাখিলে, টাকা খুব নিরাপদে থাকিবে এবং তাহা ছাড়া ঐ টাকার উপর সুদও পাওয়া যাইবে।

২। মেম্বরদের দায়িত্ব

সমিতির ঋণের জন্য, মেম্বরদের মধ্যে সকলেই একত্রে দায়ী হইবে এবং সেই দায় অসীম; তাহার অর্থ, সমিতির মোট দেনার জন্য,—তা সে যে-রকম দেনাই হউক না কেন,—প্রত্যেক মেম্বর তাহার নিজের সমস্ত সম্পত্তিসহ দায়ী থাকিবে। এইরূপ সকলে একত্রে প্রত্যেক দায় স্বীকার করিয়া কর্জ্জ চাওয়াতে, সমিতি খুব কম সুদে টাকা কর্জ্জ পায়। কোন একজন মেম্বর নিজে কিন্তু ঐরূপ কম সুদে টাকা আনিতে পারে না। সব মেম্বরেরাই ত আর এক সঙ্গে একত্রে পলাইয়া যাইতে, কিম্বা সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিতে পারে না। একটী কাঠি ভাঙ্গা সহজ, এক আঁটি কাঠি কি সহজে কেউ ভাঙ্গিতে পারে?

৩। মেম্বরদের মধ্যে সকলে সকলের বিষয় জানা, ও দুষ্টচরিত্র লোকদের দলের বাহির করিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা

সমিতির কাজ ভালরূপে চালাইতে হইলে. সমিতির কাজ অল্প গণ্ডীর ভিতর ও বাছাই লোক লইয়া করাই ভাল। তাহা

হইলে মেম্বরেরা সকলেই সকলের বিষয় ভালরূপ জানাশুনা করিতে পারে, সকলেই সকলের উপর নজর ও শাসন করিতে পারে এবং কোন মেম্বরের চরিত্রের উপর একটু সন্দেহ হইলেই তাহাকে দলছাড়া করিতে পারে। এ কথা সব-সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র বিশ্বাসী,পরিশ্রমী ও ভাল চরিত্রের লোকই সমিতিতে ভর্ত্তি করা উচিত। কোন দুষ্ট লোককে,— তাহার পয়সাকড়ি যতই থাকুক না কেন, কিছুতেই ভর্ত্তি করা উচিত নহে, কেন না কর্জ্জের টাকা কিস্তিমত পরিশোধ করিবার সময় সে যে খুবই বেগ দিবে তাহাতে কোন ভুল নাই। কিন্তু মেম্বর যদি ভাল লোক হয়, তাহা হইলে সে গরীব হইলেও সমিতিকে কখনই ঠকাইবে না। সেই প্রকার যে মেম্বর স্বভাবতই কুঁড়ে ও খাটিতে চাহে না, সে লোকও কর্জ্জের টাকা শোধ করিবার সময় গোলমাল করিবে। যে-সব মেম্বরেরা বড় সুবিধার লোক নহে, তাহাদিগকে দলছাড়া করিতে সমিতির সব সময়েই ক্ষমতা আছে।

৪। সমিতির উপবিধি—তাহার অর্থ কি ?

যেই সমিতি গড়া হইল, সেই সময়েই সমিতির কাজ চালাইবার জন্য কতকগুলি নিয়ম বাঁধা হয়। এই সব নিয়মগুলি কো-অপারেটিভ সমিতির আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রি করা হয়। এই নিয়মগুলিকেই সমিতির উপবিধি বলে। যদি এই উপবিধি-মত সমিতি সব সময়ে ঠিক ঠিক কাজ করিয়া যায়, তাহা

হইলে সমিতি নিশ্চয়ই ভাল হইবে এবং কোন মেম্বরকেও কখনও লোকসানে পড়িতে হইবে না।

৫। সাধারণ সভার ক্ষমতা এবং কর্ত্তব্য

সমিতির সকল মেম্বরগণ মিলিয়া যে সভা বসিবে, সেই সভার উপর সমিতির সমস্ত প্রধান ক্ষমতা দেওয়া থাকিবে। সমিতির তরফে কাজকর্ম্ম করিবার জন্য সাধারণ সভা, মেম্বরদের মধ্য হইতে বাছিয়া' কয়েকজনকে পঞ্চায়েৎ বাহাল করিবে। এই পঞ্চায়েৎ যদি ভালরূপ কাজকর্ম্ম না করে, তাহা হইলে সাধারণ সভা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে পারিবে। কোন একজন মেম্বর সমিতির নিকট হইতে কত টাকা পর্য্যন্ত মোট কর্জ্জ গ্রহণ করিতে পারে এবং সমিতিই বা বৎসরের মধ্যে কত টাকা পর্য্যন্ত মোট কর্জ্জ করিতে পারিবে, এ সমস্তই উক্ত সাধারণ সভাই ঠিক করিয়া দিবে।

৬। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা

পঞ্চায়েৎ একত্রে মিলিয়া সমিতির মেম্বরগণের মুখপাত (প্রতিনিধি) হইয়া সব কাজকর্ম্ম করিবে। এই সমস্ত কাজকর্ম্ম পঞ্চায়েৎ নিজেদের মধ্যে সভা করিয়া ঠিক করিবে। এইরূপ সভা নিয়মমত মাসে একবার করিয়া কোন একটী ঠিক দিনে (যেমন প্রতি পূর্ণিমা তিথি, কিম্বা মাসের প্রথম কি দ্বিতীয় শুক্রবারে) বসিবে এবং সভায় যা কাজ হইবে তাহা সমিতির কার্য্যবিবরণীর খাতায় লেখা থাকিবে। পঞ্চায়েতের মধ্যে

কেহ নিজে নিজে সমিতির কোন কাজ করিতে পারিবে না। এমন কি, যিনি চেয়ারম্যান হইবেন, তাঁহারও এরূপ কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

গ্রাম্য সমিতি ব্যতীত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য সীমাবদ্ধ দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতির এই সভার নাম "বোর্ড অব্ ডিরেক্টার্স্"। ইহার সভ্যের সংখ্যা সমিতির আয়তন অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কার্য্য পরিচালনের সুবিধার জন্য এই ডিরেক্টার সভার কতক সভ্য লইয়া একটী কার্য্যকরী কমিটি (Working Committee) গঠিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন, এইরূপ সভ্য লইয়াই কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয় এবং ডিরেক্টার সভা ইহার সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষমতা উপবিধি অনুসারে এই কার্য্যকরী কমিটিকে দিয়া থাকেন।

৭। কি প্রকারে কর্জ্জ দেওয়া হয় ও কিস্তি কি রকমে বাঁধা হয়

পঞ্চায়েৎ তাহাদের সভায় কর্জ্জ দেওয়া মঞ্জুর করিবে। যখন কোন মেম্বর কর্জ্জ চাহিবে, তখন সে টাকা লইয়া কি করিবে তাহা বলিতে হইবে। পঞ্চায়েৎ তখন ভালরূপে খোঁজ করিয়া দেখিবে যে সত্য সত্যই দরখাস্তকারী মেম্বর যে-পরিমাণ টাকা কর্জ্জ চাহিতেছে সেই পরিমাণ টাকা ও

যে-উদ্দেশ্যে খরচ করিবে বলিতেছে সেই উদ্দেশ্যে টাকা কর্জ্জ করিবার তাহার আবশ্যক হইয়াছে কি না; এবং এইরূপ খোঁজ করিয়া দেখার পর তাহাদের বিচারমত কর্জ্জ মঞ্জুর কি না-মঞ্জুর করিবে। সকল কর্জ্জের জন্য উপযুক্ত জামিন দিতে হইবে। যে কাজে খরচ করিবে বলিয়া টাকা কর্জ্জ লওয়া হইয়াছে, সেই কাজে উপযুক্ত রকমে যদি ঐ টাকা না লাগান হয়, তাহা হইলে ঐ টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিবার জন্য তলব হইবে। কর্জ্জ মঞ্জুর করার সময়, কি জন্য কর্জ্জ লওয়া হইতেছে, কত টাকা কর্জ্জ এবং যে মেম্বর কর্জ্জ লইতেছে তাহার আয়ের প্রতি নজর রাখিয়া কিস্তি ঠিক করিতে হইবে। এইরূপ একবার কিস্তির তারিখ ঠিক করিয়া দেওয়া হইলে, উক্ত কিস্তির টাকা মায় স্থদ ঠিক ঠিক সময়ে আদায় দিতে হইবেই, ইহাতে কোনরূপ খেলাপ চলিবে না। যদি কিস্তিমত টাকা আদায় দেওয়া না হয় এবং উক্ত ঋণ চলিতেই থাকে, তাহা হইলে মেম্বরেরা কখনই খরচ কমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া টাকা জমাইতে শিখিবে না এবং ইহাতে সমিতির উদ্দেশ্যও নষ্ট হইবে।

৮। রিজার্ভ ফণ্ড (জমান তহবিল) কি প্রকারে গড়িয়া তুলিতে হয় এবং তাহার উদ্দেশ্যই বা কি?

সমিতি যে হারে কর্জ্জ করে এবং যে হারে কর্জ্জ দেয় এই দুই হারের মাঝের লাভটা সমিতির কাজ চালাইবার খরচা বাদ দিয়া সরাইয়া রাখা হয় এবং ইহাই জমিয়া "রিজার্ভ ফণ্ড" হয়।

সমিতিই এই ফণ্ডের মালিক। এই ফণ্ডের টাকা সমিতির মেম্বরদের মধ্যে ভাগ করিয়া কিম্বা বাঁটিয়া দেওয়া যায় না। এই ফণ্ডে টাকা জমাইয়া যখন ফণ্ড খুব বড় হইবে, তখন সমিতি ইচ্ছামত কর্জ্জ-টাকার সুদের হার কমাইয়া দিতে পারিবে এবং এই ফণ্ড যতই বড় হইবে সাধারণের নিকট সমিতির পসার ততই বাড়িবে।

৯। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং সমিতির সহিত তাহার সম্বন্ধ

সুবিধামত স্থান বিশেষে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক খোলা থাকে। তাহাদের উদ্দেশ্য সমিতিগুলিকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া ও তাহাদের দেখাশুনা করা। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সাধারণের নিকট হইতে টাকা আমানত লইয়া কিম্বা কর্জ্জ করিয়া টাকা উঠায়। এই টাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমিতিগুলিকে কর্জ্জ দেয়। সময়মত সমিতিগুলি যদি কিস্তির টাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে আদায় না দেয়, তাহা হইলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাহিরের পসার হারাইবে এবং সমিতিকে কর্জ্জ দিবার জন্য বাহিরের লোকের নিকট হইতে কোন টাকাও উঠাইতে পাইবে না। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কাজ চালাইবার জন্য যে ডিরেক্টর-কমিটি (বা পঞ্চায়েৎ-সভা) গঠন করা হয়, তাহাতে সমিতিদের তরফে সমিতিদের লোকও থাকে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সাধারণ সভায় সমিতিগুলি তাহাদের প্রত্যেকের তরফ হইতে ঐ সভায় প্রতিনিধি পাঠায়, তাহারা সভার কাজে যোগ দেয় এবং সমিতিদের সুবিধা অসুবিধার কথা, তাহারা কি চায় না চায়, সব কথা বলে।

চতুর্থ অধ্যায়

কো-অপারেটিভ্ আইন ও তৎসংক্রান্ত

নিয়মাবলী

আইন এবং নিয়মাবলী সকলেরই ভালরূপ পড়া দরকার। তাহা হইলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। এইখানে বিশেষ ধারাগুলি কিংবা তাহার অংশবিশেষ ভালরূপ বুঝিবার জন্য যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব এবং সহজ ভাষায় লেখা হইল।

আইন

১৯০৪ সালে যে আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহাতে কেবল ঋণদান সমিতি সমূহই রেজেষ্টারী হইত। কিন্তু ১৯১২ সালে ঐ আইন সংশোধিত হওয়ায় (যাহাকে ১৯১২ সালের দুই আইন বলে) এখন সর্ব্বপ্রকার সমিতি গঠনের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কো-অপারেটিভ সমিতি বিষয়ক আইনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কৃষক, শিল্পী, এবং অল্প আয়বিশিষ্ট অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা এবং স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া। জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর আইনের সঙ্গে এইখানেই বিশেষ পার্থক্য। ঐ আইন অনুসারে যে-সব সমিতি গঠিত ও রেজেষ্টারী হয় অংশীদারগণের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

কো-অপারেটিভ আইন (১৯১২ সালের দুই আইন) সমগ্র

ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত। কিন্তু রিফর্মস বা শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের ফলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমবায় সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, বোম্বাই ও ব্রহ্মপ্রদেশ এই অধিকারের সুযোগ লইয়াছে বলিয়া এই দুইটি স্থলে এখন পৃথক আইন প্রচলিত।

যে সমিতির কোন সভ্য রেজিষ্টারী করা সমিতি, সেই সমিতির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (যথা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা ইউনিয়ন)।

সভ্যগণকে ধার দেওয়ার জন্য তহবিল সৃষ্টি করা যে সমিতির উদ্দেশ্য ও যাহার অধিকাংশ সভ্যই কৃষক এবং যাহার কোন সভ্যই রেজিষ্টারী করা সমিতি নহে সেই সমিতি অসীম দায়িত্ব-বিশিষ্ট হইবে (৪ ধারা)।

যে সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব, অংশ বা শেয়ার-দ্বারা সীমাবদ্ধ, সেস্থলে রেজিষ্টারী করা সমিতি ভিন্ন অপর কোন সভ্য মূলধনের এক পঞ্চমাংশের অধিক শেয়ার লইতে পারিবে না। কিংবা ঐ সমিতির শেয়ারে এক হাজার টাকার অধিক স্বার্থের দাবী করিবে না (৫ম ধারা)। [অর্থাৎ কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে যদি দুই প্রকার সভ্য থাকে (বিশিষ্ট ও সাধারণ) সেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে কোন বিশিষ্ট সভ্যের শেয়ার এক হাজার টাকার অধিক হইবে না। কিন্তু যে কোন সাধারণ সভ্যের সমিতির শেয়ার একহাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে। বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, বিশিষ্ট সভ্যের শেয়ার সমিতির মোট শেয়ারের এক পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে]।

আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক অন্ততঃ দশজন সভ্য ভিন্ন কোন সমিতি রেজিষ্টারী করা যায় না। তবে যে সমিতির সভ্য অন্য কোন রেজেষ্টারী সমিতি—সেস্থলে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে (৬ ধারা)। [অর্থাৎ কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা ইউনিয়ন রেজেষ্টারী করিতে হইলে দশজনের কম সভ্য হইলেও চলিবে]

যে সমিতির সমস্ত সভ্য রেজেষ্টারী করা সমিতি, সেস্থলে ঐ সকল রেজিষ্টারী করা সমিতির প্রত্যেকের স্বপক্ষে যথাবিধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা এবং যেস্থলে ঐ সমিতির সমস্ত সভ্য রেজেষ্টারী করা সমিতি নহে, সেস্থলে অপর দশজন সভ্য কিংবা যেস্থলে দশ জনের কম অপর সভ্য থাকেন সেস্থলে তাহাদের সকলের দ্বারা সমিতি রেজিষ্টারী করণের দরখাস্ত স্বাক্ষরিত হইবে (৮ ধারা)।

(যাঁহারা দরখাস্তে সহি করিবেন তাঁহাদিগকে উপবিধিতেও সহি করিতে হইবে। দরখাস্ত একখণ্ড এবং উপবিধি তিনখণ্ড যথারীতি সহি করিয়া রেজেষ্টারী করিবার জন্য পাঠাইতে হয়)।

কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির উপবিধি সমূহের কোন সংশোধন এই আইনমতে রেজিষ্টারী না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রাহ্য হইবে না (১১ ধারা)

কোন রেজেষ্টারী করা সমিতির কোন সভ্য গবর্ণমেণ্ট প্রণীত নিয়মাবলী কিংবা সমিতির উপবিধি-নির্দ্দিষ্ট মত টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত সভ্যপদের দাবী করিতে পারিবেন না (১২ ধারা)।

অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতির প্রত্যেক মেম্বরের একটীমাত্র ভোট থাকিবে এবং শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ-দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতির প্রত্যেক মেম্বরের উপবিধি অনুযায়ী ভোট থাকিবে (১৩ ধারা)। [এই ধারা অনুসারে সীমাবদ্ধ সমিতির সভ্যগণের একাধিক ভোট দিবার অধিকারে কোন আইনসঙ্গত বাধা না থাকিলেও সমবায় নীতি-অনুসারে কোন সভ্যের একাধিক ভোট দিবার অধিকাব থাকা বাঞ্ছনীয় নহে কারণ কো-অপারেটিভ সমিতির মুলনীতি এই যে, প্রত্যেক সভ্যের সমান অবিকার থাকিবে। ইহা সভ্যগণের ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ; যৌথ-কোম্পানির মত কেবল অর্থের সমাবেশ দ্বারা ব্যবসা করা নহে]।

অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট কোন সমিতিতে কোন সভ্যের যে শেয়ার থাকে কিংবা ঐ সমিতির মূলধনে কোন সভ্যের যে স্বার্থ থাকে তাহা কিংবা তাহার কোন অংশ তিনি হস্তান্তর করিতে পারিবেন না যদি—(ক) তিনি ঐ শেয়ার কিংবা স্বার্থ একবৎসরের অন্যান কাল না রাখিয়া থাকেন।

এবং (খ) ঐ হস্তান্তর কিংবা চার্জ্জ ঐ সমিতিকে কিংবা ঐ সমিতির কোন সভ্যকে করা না হয়।

অর্থাৎ :—

অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট কোন সমিতির কোন সভ্য তাঁহার অংশ (শেয়ার) নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে হস্তান্তর করিতে পারেন :—

(ক) ঐ অংশ বা শেয়ার ১ বৎসরের অধিক কাল থাকিলে ও (খ) ঐ হস্তান্তর সমিতির নিকট বা সমিতির শেয়ার কোন সভ্যের নিকট করিলে (১৪ ধারা)।

রেজেষ্টারী করা সমিতিসমূহের বিশেষ অধিকার

১। কোন সমিতি রেজেষ্টারী করা হইলে উহা যে নামে রেজেষ্টারী করা হইবে সেই নামে প্রচলিত থাকিবে এবং আবশ্যকমত সমস্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা ঐ নামে প্রয়োগ করিতে হইবে (১৮ ধারা)

২। কোন সমিতি হইতে কোন সভ্য বীজ, সার, গবাদি পশু ও তাহার খাদ্য কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত কলকব্জা এবং কাঁচা মাল ইত্যাদি লইলে কিংবা সমিতি হইতে ঋণ লইয়া ঐ সমস্ত জিনিষ খরিদ করিলে আঠার মাসের মধ্যে ঐ সমস্তের উপর অথবা কৃষিজাত ফসলের উপর সমিতির দাবী অন্য পাওনাদারদিগের অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে—অবশ্য গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব কিংবা জমিদারের খাজানা ছাড়া (১৯ ধারা)। [কলিকাতা হাইকোর্টের মতে সমিতিও ঐ ঋণের জন্য ডিক্রি না করিলে দাবী অগ্রগণ্য হইবে না]।

৩। কোন সভ্যের বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের ঋণের টাকা কোন সমিতি তাহার প্রাপ্য শেয়ার, ডিভিডেণ্ড ও আমানতী টাকা হইতে বাদ দিতে পারে (২০ ধারা)

৪। কোন সভ্যের কোন রেজেষ্টারী করা সমিতির শেয়ার আদালতের ডিক্রি বা আজ্ঞা ক্রমে ক্রোক বা বিক্রয় করা যাইবে না (২১ ধারা)।

৫। কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে কোন সমিতি তাহার শেয়ারের টাকা সমিতির উপবিধি বা গবর্ণমেণ্ট-প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীকে হস্তান্তরিত করিতে বা দিতে পারিবে। শেয়ার ছাড়া অপরাপর টাকাও মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে দিতে পারা যাইবে (২২ ধারা)।

৬। কোন ভূতপূর্ব্ব সভ্যের সমিতির ঋণের জন্য দায়িত্ব তাহার সভ্যপদ ত্যাগের তারিখ হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে (২৩ ধারা)। সুতরাং অসীমদায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতির কোন ভূতপূর্ব্ব মেম্বর সমিতি ত্যাগের দুই বৎসরের মধ্যে অপর কোন অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতির মেম্বর হইতে পারে না।

৭। কোন সভ্যের মৃত্যুর সময় সমিতির যে ঋণ থাকিবে তাহার জন্য সেই সভ্যের স্থাবর সম্পত্তি মৃত্যুর তারিখ হইতে একবৎসর কাল দায়ী থাকিবে (২৪ ধারা)।

৮। কোন সমিতি সভ্যগণের বা শেয়ারের যে তালিকা (রেজিষ্টার) রাখে তাহাতে লিখিত সভ্য হইবার তারিখ ও সভ্যপদত্যাগের তারিখ প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে (২৫ ধারা)।

৯। কোন সমিতির কোন বহির লিখিত কোন দফার নকল গবর্ণমেণ্ট প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে সার্টিফিকেট যুক্ত

হইয়া কোন মোকর্দ্দমায় দাখিল করিলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে (২৬ ধারা)। [গবর্ণমেণ্ট প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে ঐ সার্টিফিকেট সমিতির সেক্রেটারী বা রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীকে দিতে হইবে]।

১০। রেজেষ্টারী করা সমিতির শেয়ার এবং ডিরেক্টার সম্পর্কীয় নিদর্শন পত্রসমূহকে রেজেষ্টারী করার বাধ্যতা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকল সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় রেজেষ্টারীকরণবিষয়ক ১৯০৮ সালের আইনের ১৭ ধারার (১) প্রকরণের (খ), ও (গ) দফার কোন কথা প্রযুক্ত হইবে না (২৭ ধারা)।

১১। রেজেষ্টারী করা সমিতিকে নিম্নলিখিত মাশুল হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে—(১) সমিতির লাভের উপর এবং সভ্যগণের শেয়ারের দরুণ ডিভিডেণ্ড কিংবা অপর টাকার উপর ইন্‌কাম ট্যাক্স বা আয়কর, (২) সমিতির বিষয়সংক্রান্ত কোন দলিলের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল, (৩) রেজেষ্টারীকরণের জন্য ফিস্ (২৮ ধারা)। [এই সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ রেজিষ্ট্রার সাহেবের ১৯১৩ সালের ৯নং সার্কুলারে পাওয়া যাইবে]।

রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি লইয়া যে কোন সমিতি তাহার নিট লাভের টাকা হইতে একের চার অংশ রিজার্ভ ফণ্ডে রাখার পর বাকী টাকার দশ ভাগের এক ভাগ দাতব্য কার্য্যে দান করিতে পারে (৩৪ ধারা)। [এস্থলে বলা আবশ্যক

যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সাধারণের হিতকর কার্য্যে দান করা আইনসঙ্গত। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কাজে লাভের টাকা হইতে দান করা যায় না]।

রেজিষ্ট্রার সাহেব স্বইচ্ছায়, কালেক্টার সাহেবের অনুরোধে, কমিটির অধিকাংশ মেম্বরের অথবা অন্ততঃ একের তিন অংশ সভ্যের আবেদনে কোন সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে তদন্ত করিতে পারেন কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা তদন্ত করাইতে পারেন। (৩৫ ধারা)।

রেজিষ্ট্রার সাহেব কোন সমিতির মহাজনের (creditor) প্রার্থনা মত নিজে ঐ সমিতির বহি-পত্র পরিদর্শন করিতে পারেন কিংবা অন্য কাহাকেও পরিদর্শনের জন্য আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু এরূপ স্থলে পরিদর্শনের খরচা রেজিষ্ট্রার সাহেবের নির্দ্দেশানুযায়ী পূর্ব্বেই দাখিল করিতে হইবে (৩৬ ধারা)।

যেস্থলে ৩৫ ধারা অনুসারে তদন্ত কিংবা ৩৬ ধারা অনুসারে পরিদর্শন হয়, রেজিষ্ট্রার সাহেব সেস্থলে সমিতি, তদন্ত বা পরিদর্শন-প্রার্থী সভ্যগণ বা মহাজন (creditor) এবং সমিতির কমিটীর বর্ত্তমান বা ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীগণের মধ্যে উক্ত তদন্তের বা পরিদর্শনের মোট খরচা বা উহার কতকাংশ ভাগ করিয়া আদায় করিতে পারেন [৩৭ ধারা]।

৩৭ ধারার খরচা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিয়া ঐ ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আদায় করা যাইতে পারিবে [৩৮ ধারা]।

৩৫ ধারা অনুসারে তদন্ত করার পরে, ৩৬ ধারা অনুসারে পরিদর্শন করার পরে অথবা তিনের চার ভাগ ¾ মেম্বরের আবেদন-পত্র প্রাপ্ত হইয়া যদি রেজিষ্ট্রার সাহেব মনে করেন যে ঐ সমিতি উঠাইয়া দিতে হইবে তবে তিনি ঐ সমিতি উঠাইয়া দিতে পারেন। যে কোন মেম্বর রেজিষ্ট্রার সাহেবের ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আদেশের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে আপিল করিতে পারেন [৩৯ ধারা]। [বাঙ্গালা-দেশে এই আপিল বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের নিকট করিতে হয়]।

যে সমিতির রেজেষ্টারী করণের সর্ত্ত এই যে, উহার সভ্যগণের সংখ্যা অন্ততঃ দশ জন হইবে সেস্থলে কোন সময় দশ জনের কম মেম্বর থাকিলে রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ সমিতির রেজেষ্ট্রি বাতিল করিয়া দিতে পারেন [৪০ ধারা]।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট আইনের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করণার্থে সমস্ত প্রদেশ বা উহার কোন অংশের নিমিত্ত এবং কোন রেজেষ্টারী করা সমিতি কি ঐরূপ সমিতির কোন শ্রেণীর নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন [৪৩ ধারা]।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট তাহার সাধারণ কিংবা বিশেষ আদেশে কোন রেজেষ্টারী করা সমিতিকে এই আইনের যে কোন বিধান হইতে মুক্তি দিতে পারেন [৪৬ ধারা]।

কো-অপারেটিভ আইনে রেজেষ্টারীকৃত কোন সমিতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান "কো-অপারেটিভ"

শব্দ ব্যবহার করিয়া কোন ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে পারিবেন না। কিন্তু এই আইন আমলে আসিবার পূর্ব্ব হইতে যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে তাহা দুষণীয় হইবে না [৪৭ ধারা]।

আইন-সংক্রান্ত নিয়মাবলী

কোন লোক যদি কোন অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতির মেম্বর হন তবে তিনি অন্য আর একটী অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট-সমিতির মেম্বর হইতে পারিবেন না। ঐরূপ সমিতির সভ্য-পদ ত্যাগ করার দুই বৎসরের মধ্যেও কোন লোক কোন অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট-সমিতির মেম্বর হইতে পারিবেন না। অবশ্য রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি লইয়া মেম্বর হওয়া চলিবে। [৮ দফা]।

কোন সমিতি উর্দ্ধ সংখ্যা কত টাকা কর্জ্জ করিতে পারে তাহা সাধারণ সভায় ঠিক করিবে—সীমাবদ্ধ-দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতিতে ঐ কর্জ্জের পরিমাণ সংগৃহীত শেয়ারের টাকার এবং রিজার্ভ ফণ্ডের যে অংশ পৃথক ভাবে রাখা হইয়াছে তাহার সমষ্টির দশগুণের অধিক হইবে না।

কোন সমিতির কর্জ্জ করিবার ক্ষমতা রেজিষ্ট্রার সাহেব নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন। [১০ দফা]। [অর্থাৎ তিনি

ইচ্ছা করিলে সাধারণ সভায় যাহা স্থির হইয়াছে তাহা অপেক্ষাও টাকার পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারেন]।

রেজিষ্ট্রার সাহেব অথবা তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি যে কোন সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারেন। [১১ দফা]।

কোন সমিতিতে ২১ বৎসরের কম বয়স্ক মেম্বর এবং ঐ সমিতির কোন বেতনভোগী কর্ম্মচারী ঐ সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির মেম্বর হইতে পারিবেন না। কিন্তু শিল্প-সমিতির বেতনভোগী কর্ম্মচারী রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি লইয়া কমিটির মেম্বর হইতে পারেন। পূর্ব্ব হইতে রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি না লইয়া ক্রমাগত তিন বৎসরের অধিক কোন মেম্বরই কমিটীতে থাকিতে পারিবেন না। অথবা ক্রমাগত দুই বৎসর কার্য্য করিয়া পদত্যাগের পর কোন মেম্বর এরূপ অনুমতি ব্যতীত দুই বৎসরের ভিতর পুনরায় কমিটীর মেম্বর নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না (১৩ দফা)।

কোন সমিতিতে বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইলে রেজিষ্ট্রার সাহেব তাহার যোগ্যতা এবং জামিনের পরিমাণ সম্বন্ধে স্থির করিয়া দিবেন। (১৪ দফা)। (রেজিষ্ট্রার সাহেব ১৯২৮ সালের ৪ এবং ৫নং সার্কুলারে স্থির করিয়া দিয়াছেন যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের বেতনভোগী সেক্রেটারী এবং এসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীকে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি প্রদত্ত

এবং প্রভিন্‌সিয়াল ব্যাঙ্ক দ্বারা সমর্থিত সার্টিফিকেট লইতে হইবে। কিন্তু সুপারভাইজারদিগের সংগঠন সমিতির সার্টিফিকেট লইলেই চলিবে)।

রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া কোন সমিতির কোন বেতনভোগী কর্ম্মচারী কোন রেজিষ্ট্রারী সমিতি পরিদর্শন করিতে পারেন না। (১৫ দফা)। [সুপার-ভাইজারকে ইংরাজী সালের প্রথমে রেজিষ্ট্রার সাহেবের নির্দ্দিষ্ট ফরমে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে। লাইসেন্স এক বৎসরের জন্য দেওয়া হয়। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের বেতনভোগী সেক্রেটারী এবং এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীকেও লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হয়।

সমিতি হইতে কোন মেম্বরের নাম কাটিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করিলে তাঁহার শেয়ারের টাকা বিনা সুদে দুই বৎসর পর ফেরত পাইবেন (২৩ দফা)।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কিংবা অন্য কোন সীমাবদ্ধ দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতিতে কোন মেম্বরকে তাঁহার প্রদত্ত শেয়ারের দশগুণের বেশী কর্জ্জ দেওয়া হইবে না।

কোন সমিতির কোন মেম্বরের খেলাপী কিস্তির টাকা আদায়ের সময় বাড়াইয়া দিলে সেই মেম্বরের জামিনদারের লিখিত সম্মতি লইতে হইবে [২৫ দফা]।

অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট যে সব সমিতিতে শেয়ারের ব্যবস্থা

নাই, তাহার নিট লাভের সমস্ত টাকাই রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিতে হইবে [২৬ দফা]।

রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি ছাড়া অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট কোন সমিতি ৫০ জনের অধিক মেম্বর রাখিতে পারিবে না (২৭ দফা)।

অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট যে সমস্ত সমিতিতে শেয়ারের ব্যবস্থা আছে সেই সব সমিতির নিট লাভের টাকা হইতে ২৬ [৩] দফার বিধানানুসারে কিছু রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিয়া বাকী টাকা হইতে রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি লইয়া প্রদত্ত শেয়ারের টাকার ৯।৵০ নয় টাকা ছয় আনা হার পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কিংবা অন্য কোন সীমাবদ্ধ দায়িত্ব-বিশিষ্ট-সমিতি অডিট করিয়া যদি অডিটার সমিতির কোন পাওনা টাকা অনাদায়ী হইবে বলিয়া রিপোর্ট করেন তবে রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি না লইয়া ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইবে না। [২৮ দফা]।

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের সমিতি

পুস্তকের প্রারম্ভে সমবায় সমিতির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, যখন কয়েকজন ব্যক্তি কোন বিশেষ অভাব বা অসুবিধা ভোগ করে তখন তাহারা সমবায় প্রণালীতে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে, সকলের সমবেত চেষ্টায় সেই অসুবিধা সহজেই দূর করিতে পারে। এই মূল নীতির অনুসরণ করিয়া, সমবায় আন্দোলনের সৃষ্টি, এবং সেদিন হইতে পৃথিবীর নানা দেশে, সমবায় নানা আকার ধারণ করিয়া মানবের দুঃখ নিবারণ করিতেছে। উদ্দেশ্যভেদে সমবায় সমিতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। সমিতিগুলিকে কয়েকটী বিশেষ শ্রেণীতে বিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

(১) ঋণদান

(২) উৎপাদন

(৩) ক্রয়

(৪) বিক্রয়

(৫) উৎপাদন এবং বিক্রয়

"Co-operation in Many Lands" বহিতে সমস্ত সমিতিগুলিকে নিম্নলিখিত দুই ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে :—

[ক] উৎপাদনের উদ্দেশ্য সমবায় (co-operation for production).

সমবায় প্রণালীতে দ্রব্যের উৎপাদন (for production of goods) যথা :—সমবায় কৃষি সমিতি।

(২) শ্রমিক ইত্যাদির সমবায়ে সমাজের প্রয়োজনীয় কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করা (for production of services) যথাঃ—সমবায় ছাপাখানা সমিতি।

(খ) সভ্যগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসংগ্রহ বা অন্য প্রকার ব্যবস্থার জন্য সমবায় (co-operation for consumption).

(১) সভ্যগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করা (for consumption of goods).

যথা :—সমবায় প্রণালীর দোকান (Stores).

(২) সভ্যগণের প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের সুব্যবস্থা করা (for consumption of services).

যথা :—সমবায় ঋণদান সমিতি, সমবায় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, ইত্যাদি।

এই প্রকার সকল সমিতিই আবার অবস্থাভেদে (১) অসীম ও সীমাবদ্ধ-দায়িত্ব-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সমিতির এই দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সমবায় সমিতির আইনে নিম্নলিখিত দুইটী বিষয়ের বিধান করা হইয়াছে :—

(১) যে সমিতির অধিকাংশ সভ্য কৃষক এবং যাহার উদ্দেশ্য

অর্থ সংগ্রহ করিয়া মেম্বরদের মধ্যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া সেই সমিতি অসীমদায়িত্ব-বিশিষ্ট হইবে। যথা—গ্রাম্য-ঋণদান সমিতি—।

(২) যে সমিতির সভ্য অন্য একটী রেজেষ্টারী করা সমিতি, সেই সমিতি সীমাবদ্ধ-দায়িত্ব-বিশিষ্ট হইবে। যথা—সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক।

ইহা ছাড়া অন্য সর্ব্বপ্রকার সমিতিই অবস্থাভেদে সীমাবদ্ধ বা অসীম দায়িত্ব-বিশিষ্ট হইতে পারে।

বাঙ্গালা দেশে অন্যান্য প্রকার সমিতি অপেক্ষা কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী এবং দিন দিন এই প্রকার সমিতির সংখ্যা আরও বেশী হইতেছে। দেশের প্রায় শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিজীবী। এই সব সমিতির দ্বারা কৃষকেরা যে উপকৃত হইতেছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু কৃষকদের তুইটি হালের গরু, বীজ বা বীচালী কিনিবার বা খোরাকির জন্য বা অন্য অভাব অনটনের জন্য টাকার যোগাড় করিয়া দিলেই ত কৃষকদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। এই যে রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহারা ফসল উৎপাদন করে তাহার উপযুক্ত মূল্য তাহারা ত পায় না। জগতের মধ্যে একমাত্র কৃষক কিনিবার সময় জিজ্ঞাসা করে, "কত দাম?" এবং বেচিবার সময়ও জিজ্ঞাসা করে, "কত দাম?" কৃষক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ যখন কেনে তখনও ব্যবসায়ীর উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়।

ব্যবসায়ীরা যে দাম হাঁকে সেই দামেই কৃষককে দ্রব্যাদি কিনিতে হয়। আবার কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিবার সময়ও সেই ব্যাপারই চলে। এই সব কারণে কৃষকের অবস্থার সম্যক্ উন্নত হইতেছে না। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে কৃষকদিগকে সমবায়ের ভিতর আসিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং একসঙ্গে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। "কানাডার গম উৎপাদনকারীরা ইউরোপীয় ক্রেতাদের নিকট গম বিক্রয় করিত, এখানকার মতই দর ঠিক করিয়া দিত ক্রেতা, বিক্রেতা নহে। অবশেষে গম উৎপাদনকারীরা দল বাঁধিল, তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমস্ত গম একত্র করিয়া গট হইয়া বসিল এবং ক্রেতার নিকট দর হাঁকিতে লাগিল।" ক্রেতা গম উৎপাদনকারীর ইচ্ছানুযায়ী দাম দিতে বাধ্য হইল। এইটুকু করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইল না। নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও এই সব সমিতি সরবরাহ করিতে লাগিল। তাহারা ত নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য পাইলই। তাহা ছাড়া এই সব সমিতি হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিবার দরুণ ঠকিল না। ইহার পর সমিতির যাহা লাভ হইবে তাহার উপরও একটা দাবী থাকিল। কানাডা, ডেনমার্ক, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের কৃষকেরা এই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

সুখের বিষয় আমাদের দেশের কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবায় প্রণালীতে কার্য্য করিয়া যাহাতে উন্নত হয় তাহার দ্রুত

চেষ্টা চলিতেছে, এবং এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য কয়েকটী পাটের ও ধান্যের সমিতি (Co-operative Sale and Supply Society) স্থাপিত হইয়াছে। পাট বাঙ্গালার কৃষকেরা উৎপাদন করে। কিন্তু পরিশ্রম হিসাবে মূল্য কিছুই পায় না, মাঝখান হইতে দালাল ও ফড়িয়ারা লাভবান হয়। কৃষক যাহাতে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ী ও দালালের বিলোপ সাধন করিয়া খরিদ্দারদের নিকট নিজের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারে তাহাই হইতেছে এই সব সমিতির লক্ষ্য। এই প্রকার সমিতি স্থাপন করিতে প্রত্যেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের চেষ্টা করা উচিৎ। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এলাকাস্থিত প্রত্যেক সমিতির প্রত্যেক মেম্বর যাহাতে এই সমিতির একটী করিয়া শেয়ার খরিদ করে এবং পাট বা ধান্য সমিতিতে জমা দেয় তৎপ্রতি লক্ষ্য থাকা দরকার। মেম্বরদিগকে এই সমস্ত সমিতির উদ্দেশ্যও ভালরূপ বুঝান দরকার। পাট কিংবা ধান্য সমিতিতে মজুত করিলে তৎক্ষণাৎ বাজার দরে তাহার মূল্য অথবা মূল্য বাবদ অগ্রিম কতক টাকা লইতে পারে, দালাল ফড়িয়ার নিকট আর যা তা দরে বিক্রয় করিতে হয় না। অনেকেই জানেন দালাল ফড়িয়ারা কত কৃষককে কত ভাবে ঠকায়। এই প্রকার সমিতি স্থাপিত হইলে আর ঠকিতে হয় না। এই সব সমিতিকে লইয়া একটী কেন্দ্রীয় সমিতি (Bengal Co-operative Wholesale Society) কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি (Bengal Co-operative Organisation Society) এবং মাননীয়

রেজিষ্ট্রার সাহেব চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে এই সব সমিতি দেশের ভিতর আরও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক কৃষকের এবং প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির এই সব বিষয়ে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। উৎপাদকেরা সমবায় প্রথায় মিলিত হইলে কতদূর সফলতা লাভ করিতে পারে কলিকাতায় দুগ্ধ সমিতির ইউনিয়ন তাহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কৃষকদের পক্ষে দুগ্ধ বিক্রয়ের আয় তাহাদের উপরি পাওনার মত। এইজন্য ফড়িয়া বা গোয়ালা ইহাদের নিকট হইতে খুব সস্তায় দুগ্ধ ক্রয় করিয়া নিকটবর্ত্তী যে কোন জলাশয় হইতে জলমিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত দুগ্ধ কলিকাতায় আনিয়া প্রচুর লাভ করিত। উৎপাদক ও খরিদ্দার উভয়েরই লোকসান হইত। কৃষকেরা এখন সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছে এবং ইহাদের কেন্দ্রীয় সমিতি কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। এবং গ্রাম্য সমিতিতে যত দুগ্ধ সংগৃহীত হয় কেন্দ্রীয় সমিতি (Milk Union) তাহার সমস্তই বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এখন এই সমিতির দ্বারা কলিকাতায় বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ হইতেছে এবং সমিতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

এই সম্পর্কে নওগাঁয়ের গাঁজা সোসাইটীরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে গাঁজার চাষীরা দালালদের হাতে নানা প্রকারে ঠকিত। এখন সমিতি স্থাপিত হওয়ায় প্রত্যেক

মেম্বর নির্দ্দিষ্ট হারে গাঁজার মূল্য পায় এবং সমিতির লাভ হইতেও কতক অংশ বোনাস্ (bonus) স্বরূপ পায়।

সমবায়ের সাহায্যে যে কেবল কৃষকই উন্নত হইতে পারে তাহা নহে। দেশের সব শ্রেণীর লোকই সমবায় প্রণালীতে নিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিলে বিশেষ ভাবে উপকৃত হইতে পারে। তন্তুবায় তন্তুবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার ব্যবসায়ের সুবিধা করিতে পারে, মৎস্য-ব্যবসায়ী ধীবর সমিতি, শিল্পী শিল্প-সমিতি স্থাপন দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে। ইহা ছাড়া যাঁহারা সহর বা বন্দরে বসবাস করিতেছেন তাঁহারাও নিজেদের প্রয়োজন ও উন্নতির জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন করিতে পারেন। এইসব সমিতি স্থাপন করিলে তাঁহারা যে কেবল কম সুদে টাকা কর্জ্জ পাইবেন তাহা নহে। নিজেদের সামান্য আয় হইতে কতক কতক বাঁচাইয়া জমা করিতে পারিবেন। তার পর 'ষ্টোর' বা সরবরাহ সমিতি স্থাপন দ্বারা আপনাদের জীবনধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার সুব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহারা দুইপ্রকারে লাভবান হইতে পারিবেন। টাট্‌কা ভেজালশূন্য খাঁটী মাল কিনিতে পারিবেন এবং সমিতি নিজেদের বলিয়া ঠকিবারও কোন ভয় থাকিবে না। ইহা ছাড়া যাহা লাভ হইবে তাহারও অংশ পাইবেন। তবে এইসব সমিতি চালাইতে হইলে ব্যবসা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই ব্যবসা-বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার অভাবে বাঙ্গালা দেশে এই

প্রকারের কতকগুলি সমিতি সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। এই সব সমিতি পরিচালন করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) ভাল মাল বিক্রয় করিতে হইবে।

(২) কেবল নগদ বিক্রয় হইবে।

(৩) বাজার দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে হইবে।

(৪) প্রথমে কোন লভ্যাংশ বিতরিত হইবে না। পরে লাভ এবং রিজার্ভ ফণ্ড বেশী হইলে শত করা ৬।০ ছয় টাকা চারি আনার অনধিক ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৫) মেম্বরদিগকে সমিতির প্রতি আস্থাবান থাকিতে হইবে এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ তাহাদের প্রয়োজনীয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি সমিতি ভিন্ন অন্য কোথাও ক্রয় বা বিক্রয় করিবেন না।

এই দুই প্রকার সমিতির বিশেষত্ব এই যে একটির (Producers' অর্থাৎ উৎপাদক-সমিতির) লক্ষ্য মেম্বরদের উৎপন্ন দ্রব্য দালাল বা ফড়িয়ার হাত দিয়া বিক্রয় না করিয়া যত দূর সুবিধা মত দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং অন্য সমিতির (Consumers' অর্থাৎ খরিদ্দার সমিতির) লক্ষ্য এই যে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীকে লাভবান হইবার সুবিধা না দিয়া মেম্বরদের প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করা।

আজ ম্যালেরিয়ায় দেশ উজাড় হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কাহারও এমন শক্তি নাই যে সে একা দেশকে ইহার কবল

হইতে মুক্ত করিতে পারে। ইহার জন্য নিজেদের ভিতর সহযোগিতা বা সমবায় চাই। যে গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা গিয়াছে সেই গ্রামের লোক মিলিয়া একটা ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি স্থাপন করিয়া ম্যালেরিয়ার বীজাণু গ্রাম হইতে দুরীভূত করিতে পারে। এইরূপ সমিতি স্থাপন করিলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সাহায্য করিয়া থাকে। কলিকাতার সেণ্ট্রাল এ্যাণ্টিম্যালেরিয়া সমিতি ও এই সমস্ত সমিতিকে সাহায্য করিয়া থাকে।

দেশে অনেক জল সরবরাহ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে মহিলা সমিতিও স্থাপিত হইতেছে। আজ-কাল মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে যে প্রকার বেকার সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে সমবায় সমিতির আশ্রয় লইলে এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। বর্ত্তমানে চাষ আবাদের দিকে দেশের অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। সমবায় সমিতিস্থাপন করিয়া অধিক পরিমাণে জমি বন্দোবস্ত করিয়া চাষ-আবাদ করিলে ইহার দ্বারা অনেকেই জীবিকা নির্ব্বাহের পথ করিয়া লইতে পারেন।

উপরে যে সব বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে লেখা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমবায় দ্বারা আমরা উপকৃত হইতে পারি। [এই সব সমিতি স্থাপন করিতে হইলে একখণ্ড দরখাস্ত, তিন খণ্ড বাই-ল বা উপবিধি যথারীতি দস্তখত করিয়া রেজেষ্টারী করিবার জন্য রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট

পাঠাইতে হয়। কিন্তু অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতি স্থাপনের জন্য দরখাস্ত, উপবিধি ছাড়াও মেম্বরদের সম্পত্তি ও দেনারও একখণ্ড তালিকা এবং সমিতি স্থাপনের যে প্রাথমিক রিপোর্ট রহিয়াছে তাহাও পূরণ করিয়া দাখিল করিতে হয়]।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রাম্য সমিতি পরিচালনের নিয়ম

গ্রাম্য সমিতি পরিচালনের কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় নিয়ম একত্র বিধিবদ্ধ না থাকার দরুণ সেক্রেটারীদিগের এবং পঞ্চাইত কমিটীর অন্যান্য মেম্বরদের সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং সেগুলি সম্যক্ প্রতিপালিতও হয় না। তাঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য এখানে নিয়মগুলি কতক সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরামর্শও দেওয়া হইল।

১। নূতন মেম্বর সমিতিতে ভর্ত্তি করিতে হইলে পঞ্চাইত সভায় তাহা মঞ্জুর করাইতে হয়। পঞ্চাইতগণ তাহাকে ভর্ত্তি হওয়ার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, মেম্বরের রেজিষ্টারী বহিতে ঘরগুলি পূরণ করিয়া তাহার দস্তখত বা টীপসহি লইতে হয়। সমিতিতে ভর্ত্তি করার সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ারের টাকা এবং ভর্ত্তি ফিস্ আদায় করিতে হয়। কিন্তু ভর্ত্তি করার পূর্ব্বে তাহাকে নিয়মগুলি ও যুক্ত-দায়িত্ব ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

সাধারণতঃ ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক লোক মেম্বর হইতে পারে না। কিন্তু মৃত মেম্বরের নাবালক উত্তরাধিকারীকে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে। নাবালক ও স্ত্রীলোক মেম্বর সমিতিতে যত ভর্ত্তি না করা যায়, ততই ভাল। মৃত মেম্বরের উত্তরাধিকারী উক্ত মেম্বরের মৃত্যুর তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ভর্ত্তি

হইলে ভর্ত্তি-ফিঃ দিতে হয় না। পঞ্চাইতগণ মৃত মেম্বরের উত্তরাধিকারীকে মেম্বরের মৃত্যু হওয়ার পরই ইহা জানাইয়া দিবেন। কোন মেম্বরের মৃত্যু হইলে, কিম্বা অন্য কোন কারণে সমিতি ত্যাগ করিলে, মেম্বরের রেজিষ্টারী বহিতে "সভ্যপদ ত্যাগের তারিখ ও কারণ" লিখিয়া রাখিতে হয়।

সমিতির প্রাপ্য কর্জ্জের টাকা শোধ করিয়া দিলেই মেম্বর পদের অবসান হয় না। টাকা কর্জ্জ না নিয়াও ইচ্ছা করিলে সমিতির মেম্বর থাকিতে পারা যায়। সমিতির প্রাপ্য কর্জ্জের টাকা শোধ করিয়া কোন মেম্বর পদত্যাগ অর্থাৎ আর মেম্বর থাকিতে ইচ্ছা না করিলে, তাহাকে পঞ্চাইতগণের নিকট জানাইতে হইবে। পঞ্চাইত কমিটীর সভায় তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করা আবশ্যক। ভর্ত্তি হওয়ার তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক মেম্বর পদ ত্যাগ করিতে পারিবে না। তৎপর তাহার নিকট সমিতির কোন প্রাপ্য না থাকিলে, কিম্বা সে অপর কোন মেম্বরের জামিন হইয়া না থাকিলে মেম্বর পদ ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু শেয়ারের টাকা দুই বৎসরের মধ্যে ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

২। সমিতির মেম্বর সংখ্যা প্রথমতঃ যত কম হয়, ততই ভাল। কার্য্য ভালরূপ শিক্ষা হইলে পর ক্রমশঃ মেম্বর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি ব্যতীত কোন সমিতির মেম্বর সংখ্যা কখনই ৫০ জনের অধিক হইতে পারিবে না।

৩। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার পঞ্চাইত সভা ডাকিতে হইবে। তাহার নির্দ্দিষ্ট তারিখ ও সময় থাকা আবশ্যক। যত বাজে খরচ হয়, তাহা হিসাব করিয়া পঞ্চাইত সভায় মঞ্জুর করিবে এবং তহবিলের টাকা ধনরক্ষকের নিকট হইতে গণিয়া দেখিবে। কোন বিশেষ কার্য্য না থাকিলেও সমিতির কিরূপে উন্নতি হইতে পারে, হিসাবাদি ঠিক ভাবে লেখা হইতেছে কিনা, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিবে। কোন সভ্যের জামিনদারের মৃত্যু হইলে তাহার স্থলে অন্য জামিনদার লওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। প্রতি পঞ্চাইত সভায় উপবিধিগুলি পঠিত হইবে। আবশ্যক হইলে মাসে যতবার ইচ্ছা পঞ্চাইত সভা করা যাইতে পারে। পঞ্চাইত সভায় অন্যান্য মেম্বর উপস্থিত হইলে তাহাদের নাম সভার বহিতে লিখিবার আবশ্যক নাই। দিবসে কাহারও কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য সভা সন্ধ্যার পরই করা উচিত। অনেকস্থলে দেখা যায় যে, উপস্থিত অনুপস্থিত সমস্ত পঞ্চাইতেরই নাম সভার বহিতে লেখা হয়। যে যে পঞ্চাইত উপস্থিত হইবে, কেবল তাহাদেরই নাম লিখিবে, এবং সভার কার্য্য বিবরণী লিখিয়া উপস্থিত পঞ্চাইতগণের দস্তখত লইবে।

৪। প্রতি বৎসর একবার সাধারণ সভা করিতেই হইবে। সাধারণ সভায় যে সকল বিষয় আলোচনা করিতে হয়, উপবিধি দৃষ্টে তাহার আলোচনা করিবে। জুন মাসে বৎসর শেষ হইলে, জুলাই মাসেই এই সভা করা দরকার, অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসরের প্রথম মাসেই এই সভা করা উচিত। সাধারণ সভা বৎসরে যত

অধিকবার করা যায় এবং সমিতির কার্য্যাদি ও উন্নতি সম্বন্ধে সকল মেম্বর মিলিয়া যত আলোচনা করা যায়, সমিতির পক্ষে ততই ভাল। এই সভায় নূতন বৎসরের জন্য পঞ্চাইত নিযুক্ত করিতে হয়। বৎসরের মধ্যে আরও সাধারণ সভা হইলে বিশেষ কারণ ব্যতীত পঞ্চাইত নিযুক্ত করিতে হয় না। বৎসরের প্রথম সাধারণ সভায় কোন্ মেম্বর মোট কত টাকা পাওয়ার উপযুক্ত, এবং তাহার চাষ আবাদের জন্য কত টাকা দরকার হইবে তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে, এবং তাহার তালিকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণীর নকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হয়। যে তারিখে নকল পাঠান হয়, সেই তারিখটী কার্য্য বিবরণীর নিম্নে লিখিয়া রাখা উচিত। কিন্তু কোন পঞ্চাইত-সভায় যদি বিশেষ কারণে কাহাকেও পঞ্চাইত নিযুক্ত করা হয়, তবে তাহারও নকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠান দরকার।

সাধারণ সভা মঞ্জুর করিলেও রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি ব্যতীত কেহ ক্রমাগত তিন বৎসরের বেশী চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী বা পঞ্চায়েৎ কমিটীর মেম্বর থাকিতে পারে না।

৫। প্রত্যেক মেম্বরকে পাশ বহি দিতে হইবে। পাশ বহিতে না উঠাইয়া কোন টাকা আদান-প্রদান করা উচিত নয়। টাকা আদান প্রদান প্রত্যেক বারই অঙ্ক ও অক্ষর দ্বারা লিখিতে হয়।

৬। পঞ্চাইত-সভায় মঞ্জুর না করিয়া কোন মেম্বরকে টাকা

কর্জ্জ দেওয়া যায় না। টাকা মঞ্জুর হইলে দলিল যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে কিনা দেখিয়া লইয়া, তৎপরে মেম্বরকে টাকা দিতে হইবে। জমা খরচ বহিতে কর্জ্জ দেওয়া টাকার খরচ লিখিবার সময় মেম্বরের নামের পার্শ্বে কোন্ তারিখে ঐ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে। জমা খরচ বহি লিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্জ্জের খতিয়ানের প্রত্যেক ঘর পূরণ করিবে। কর্জ্জ গ্রহণের উদ্দেশ্য, জামিনদারের নাম, পরিশোধের ওয়াদা ইত্যাদি ভালরূপে লিখিয়া রাখিবে।

৭। ৫০৲ টাকা কর্জ্জের জন্য একজন এবং তাহার অধিক লইলে দুই জন জামিন লইতে হইবে। সম্পত্তি রেহাণে আবদ্ধ থাকিলেও জামিন লওয়া আবশ্যক।

৮। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত কাহারও সমিতির দেনা ২৫০৲ টাকার অতিরিক্ত থাকিতে পারিবে না।

৯। প্রতি বৎসরের প্রথম ভাগে প্রত্যেক মেম্বরের সমিতির নিকট দেনার এক স্বীকারোক্তি লিখাইয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হয়।

১০। টাকা পরিশোধের সময় প্রত্যেক মেম্বরের নিকট হইতে সুদ পরিষ্কার করিয়া লইয়া, তাহার পর আসল বাবদ টাকা লইবে। দলিলে এই সর্ত্তটী লিখাইয়া লইতে হইবে।

১১। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে টাকা আদান প্রদান করিতে উক্ত

ব্যাঙ্ক প্রদত্ত পাশ বহি লইয়া যাইতে হইবে এবং পাশ বহিতে টাকা উঠাইয়া আনিবে। মণি অর্ডার যোগে টাকা পাঠাইলেও, কি বাবদ ঐ টাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের হিসাব-ভুক্ত হইল, তাহা জানিয়া লইয়া হিসাব ঠিক করিতে হইবে। আমানতের খতিয়ানে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্জ্জের টাকার হিসাবের সহিত উক্ত ব্যাঙ্কের হিসাবের সর্ব্বদা মিল রাখিতে হইবে। যে ভাবে টাকা পাঠাইলে সমিতির খরচ কম হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১২। কোন বিশেষ কারণে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কিস্তির টাকা দিতে অসমর্থ হইলে, কিস্তি বাড়াইয়া লইবার জন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে দরখাস্ত দেওয়া আবশ্যক।

সমিতির কোন মেম্বর কোন বিশেষ কারণে কিস্তি মত টাকা দিতে অসমর্থ হইলে, কিস্তির সময় বাড়াইয়া দিবার জন্য পঞ্চাইত কমিটীর নিকট আবেদন করিবে।

১৩। প্রত্যেক আমানতকারীকে পাশ বহি দিতে হইবে। বাহিরের লোকেও সমিতিতে আমানত করিতে পারে। কোন মেম্বরকে বা অপর ব্যক্তিতে তাহার আমানতের টাকা কিংবা সুদ ফেরত দিলে, তাহার রসিদ রাখিতে হইবে, এবং আমানতের পাশ বহিতে উঠাইয়া দিতে হইবে।

কাহাকেও বিনা রসিদে কোন টাকা কখনই সমিতি হইতে দেওয়া যায় না; কুড়ি টাকার বেশী বাহিরের লোককে কোন বাবদে সমিতি হইতে দিলে, তাহার রসিদে এক আনা মূল্যের

টিকিট লাগাইয়া লইতে হয়, কিন্তু মেম্বরগণকে এই টিকিট দিতে হইবে না।

১৪। রেজিষ্ট্রার সাহেবের ১৯১৪ সনের ৬নং সার্কুলার অনুযায়ী কর্জ্জ দাদনের সময়ই কিস্তি এবং জামিন স্থির করিতে হয়।

আবশ্যকীয় খরচ পত্র বাদে যাহার যে পরিমাণ বৎসরে আয় হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কিস্তির পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে প্রায়ই কিস্তির টাকা খেলাপ হয় না।

১৫। কোন বিশেষ কারণে কোন মেম্বরের বাহিরের মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে হইলে, পঞ্চাইত কমিটীর অনুমতি লওয়া আবশ্যক।

বাহিরের মহাজনের কোন দেনা পরিশোধ করিলে, মহাজনের নিকট হইতে ফেরৎ পাওয়া দলিল সমিতিতে দাখিল করিতে হয়।

১৬। প্রত্যেক বাজে খরচের রসিদ রাখা আবশ্যক। যে পঞ্চাইত-সভায় উহা মঞ্জুর করা হয়, সেই সভার তারিখটী জমা খরচ বহিতে খরচ লিখিবার সময় উহার পার্শ্বে লিখিয়া রাখিতে হয়।

সমিতির কার্য্যের জন্য যে খরচের প্রয়োজন, তাহা সমিতির তহবিল হইতেই ব্যয় হইবে। কোন মেম্বরের নিকট হইতে খরচ বাবদ কিছু আদায় করা যাইবে না।

সমিতির কোন কার্য্যের জন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে যাইতে হইলে, তাহার খরচ সমিতি হইতেই দিতে হয়, কিন্তু সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে কি জন্য যাওয়া হইয়াছিল, তাহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী বা অন্য কোন কর্ম্মচারী দ্বারা লিখাইয়া আনা আবশ্যক। ইহার জন্য একখানি নোট-বুক রাখা দরকার।

১৭। সমিতির তহবিল পৃথক থলিয়াতে রাখিতে হয়। কোন পরিদর্শক কর্ম্মচারী উপস্থিত হইলে, তহবিলের টাকা খাতাপত্রের সঙ্গে তাহার নিকট উপস্থিত করিতে হয়।

জমা-খরচ বহিতে প্রতিদিন তহবিল মিল করিয়া মবলগবন্দী করিয়া সেক্রেটারী ও তহবিল রক্ষকের দস্তখত লওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে তহবিলে বহুদিন ধরিয়া অধিক টাকা পড়িয়া না থাকে তৎপ্রতি সকল মেম্বরের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

যে সমিতির হিসাব পত্র লিখিবে, তাহার নিকট তহবিলের টাকা থাকিতে পারিবে না।

সমিতি হইতে দাতব্য বিষয়ে কিছু টাকা দান করিতে হইলে, রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি লওয়া আবশ্যক, কিন্তু এই দানের পরিমাণ প্রতি বৎসরের লাভের শতকরা সাড়ে সাত টাকার অধিক হইবে না।

১৮। যাহার নিকট সমিতির খাতা পত্র থাকিবে, সে গ্রাম হইতে অন্যত্র গেলেও যাহাতে কোন পরিদর্শক কর্ম্মচারী সমিতি পরিদর্শন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

১৯। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কেহ সমিতি

পরিদর্শন করিলে, পরিদর্শন মন্তব্যের নকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হয়।

পরিদর্শক কর্ম্মচারী পরিদর্শন পুস্তকে যে মন্তব্য লিখিয়া যান, তাহা পঞ্চাইত সভায় পড়িতে হয়, এবং ত্রুটীগুলি অবিলম্বে সংশোধন করিতে হয়। ত্রুটীগুলি সংশোধন করিয়া পরিদর্শন মন্তব্যের পার্শ্বে লিখিয়া রাখিলে ভাল হয়।

২০। প্রত্যেক বৎসরের প্রথম ভাগে, মেম্বরদিগের সম্পত্তি ও দেনার তালিকা সংশোধন করিয়া তাহার এক খণ্ড নকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠান উচিত। নূতন মেম্বর ভর্ত্তি হইলেই তাহার সম্পত্তি ও দেনার তালিকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হয়।

২১। মেম্বরদিগের নিকট হইতে কর্জ্জের টাকার সুদ আদায় করিবার এবং আমানতের সুদ দেওয়ার পরিষ্কার নিয়ম থাকা দরকার।

২২। স্থানীয় সার্কেল ইন্‌স্পেক্টরের অনুমতি ব্যতীত কোন মেম্বরের সুদ মাপ দেওয়া যায় না।

২৩। রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে আমানত করিয়া রাখিতে হইবে।

২৪। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ারের এবং রিজার্ভ ফণ্ড আমানতের পৃথক পৃথক খতিয়ান রাখা দরকার।

২৫। পঞ্চাইতগণের স্বাক্ষরের নমুনা এবং সমিতির শীলমোহরের ছাপের নমুনা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হয়।

২৬। সমিতির কাগজপত্রাদি রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী ফাইল থাকা আবশ্যক—

(১) রসিদ লাগাইবার জন্য গার্ড ফাইল।

(২) কো-অপারেটিভ আইন, বিধিসমূহ, নিয়মাবলী ও সার্কুলার ইত্যাদি, সমিতি রেজিষ্টারীকরণের সার্টিফিকেট এবং উপবিধি রাখিবার জন্য একটী ফাইল।

(৩) দলিলাদি রাখিবার জন্য একটী ফাইল।

(৪) বাৎসরিক ষ্টেট্‌মেণ্ট রাখিবার জন্য একটী ফাইল।

(৫) অডিট্‌ ষ্টেটমেণ্ট রাখিবার জন্য একটী ফাইল।

(৬) সুপারভাইজারদিগের ষাণ্মাসিক পরিদর্শন মন্তব্য রাখিবার জন্য একটী ফাইল।

(৭) মহাজনের নিকট হইতে ফেরত দলিলের একটী ফাইল।

২৭। যে সমস্ত দলিল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে রাখা হয়, তাহার একটি তালিকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী দ্বারা দস্তখত করাইয়া সমিতিতে রাখা উচিত। দলিলের একটি রেজিষ্টারী বহি রাখিলে ভাল হয়।

২৮। স্থানীয় সার্কেল ইন্‌স্পেক্টরের অনুমোদন ব্যতীত কোন সেক্রেটারী পুরস্কার পাইবে না।

যে সাধারণ সভায় পুরস্কার মঞ্জুর করা হয় তাহার নকলসহ পুরস্কার পাইবার দরখাস্ত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হয়।

সপ্তম অধ্যায়

সুপারভাইজারদের কর্ত্তব্য

সকলেই জানেন যে, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে যে সমস্ত কর্ম্মচারী গ্রাম্য সমিতির কার্য্য তত্ত্বাবধান করেন তাহাদিগকে সুপারভাইজার বলে। সুপারভাইজারদের কার্য্যের উপর গ্রাম্য সমিতিগুলির উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গ্রাম্য সমিতিগুলির উন্নতি অবনতির উপর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর সমবায়ের প্রসার নির্ভর করিতেছে। কাজেই সুপার-ভাইজারদের কার্য্য কতদূর দায়িত্বপূর্ণ তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। এমতাবস্থায় সুপারভাইজারদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের ভালরূপ ধারণা না থাকিলে সমিতিগুলির উন্নতি মোটেই হইতে পারে না।

অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুপারভাইজার সমিতিতে উপস্থিত হইয়া সেক্রেটারীর নিকট হিসাবের খাতা-পত্রাদি দেখিয়া পরিদর্শন বহিতে কিছু মন্তব্য লিখিয়া তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া আসেন। যে সমস্ত ত্রুটী দেখিতে পান তাহা সংশোধনের জন্য পরিদর্শন বহিতে লিখিয়া রাখেন। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। ত্রুটীগুলি নিজে উপস্থিত থাকিয়া সংশোধন না করাইলে তাহা ঐ ভাবেই থাকিয়া যায়।

সুপারভাইজারদের প্রধান কাজ সমিতির সকল মেম্বরকে একত্র করিয়া সমবায় সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং প্রত্যেকের অভাব অভিযোগ মনোযোগ দিয়া শোনা এবং তাহার প্রতিবিধান করা। একবার পরিদর্শনে সকলের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ না ঘটিয়া উঠিলেও বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক মেম্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। দরকার হইলে মেম্বরদের বাড়ী বাড়ী যাইতে হইবে। ইহাতে যে মেম্বরদের মন আকৃষ্ট করা যায় এবং সমিতির উন্নতির সহায়তা করে তাহা বলাই বাহুল্য। কোন কোন সমিতিতে চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারীর নানা প্রকার দোষ ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায়। সুপারভাইজারের প্রত্যেক মেম্বরের সহিত দেখা না হইলে এ সমস্ত বুঝিতে পারিবেন না।

সুপারভাইজারদের আর একটী গুরুতর কাজ—যাহাতে সকল মেম্বর তাহাদের কর্জ্জের টাকা কিস্তি অনুযায়ী দেয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা, কোন মেম্বর কিস্তি খেলাপ করিলে তাহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা দরকার সে সম্বন্ধে পঞ্চায়েৎ কমিটীকে উপদেশ দেওয়া, দরকার হইলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কেও রিপোর্ট দেওয়া। প্রত্যেক মেম্বরকে তাহার আয়ের ও প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া পঞ্চায়েৎ কমিটী টাকা কর্জ্জ দিতেছেন কি না এবং মেম্বরের ক্ষমতানুযায়ী কিস্তি নির্দ্ধারণ করিতেছেন কি না সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথম হইতে সুপারভাইজারদের এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকিলে কোন মেম্বরের টাকা অনাদায় হওয়ার

সম্ভাবনা থাকে না। যদি ভবিষ্যতে কোন মেম্বরের কর্জ্জ অধিক হইয়া পড়ে এবং কতক অনাদায়ী হইবার সম্ভাবনা হয় তবে সুপারভাইজারের ক্রটীর জন্যই যে হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারের কৈফিয়ৎ চাহিবেন।

অনেক সুপারভাইজার তাঁহার এলাকাস্থিত সমিতিগুলির বাৎসরিক সাধারণ সভা হয় কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখেন না। জুন মাসের পর প্রত্যেক সমিতির সাধারণ সভা করাইতে হইবে এবং ঐ সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণীর এক খণ্ড নকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হইবে।

অডিট করিয়া যে সমস্ত ক্রটী দেখান হয় তাহা সংশোধন করাও সুপারভাইজারদের একটী প্রধান কাজ। অনেকস্থলে দেখা যায় যে, অডিট নোটে বৎসর বৎসর একই প্রকার ক্রটী দেখান হইতেছে। ইহার কারণ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সুপারভাইজার-দের দ্বারা ঐ সমস্ত ক্রটী সংশোধিত হইল কি না সে দিকে লক্ষ্য রাখেন না। অনেক সমিতিতেই দেখা যায় যে, মেম্বরদের সম্পত্তির ও দেনার তালিকা-বহি ঠিক ভাবে লেখা হয় না। এই অত্যাবশ্যক বহিখানি কেন যে ঠিক ভাবে লেখা হয় না ইহার কারণ বুঝা যায় না। যদি সুপারভাইজার প্রত্যেক পরিদর্শনের সময় কতক কতক মেম্বরের সম্পত্তির ও দেনার তালিকা নিজের সম্মুখে লিখাইয়া রাখেন তবে বৎসরের মধ্যে এই রেজেষ্টারী বহি সম্পূর্ণ পূরণ না হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

দলিলাদি যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে কি না এবং কোন দলিল তামাদি হইবার সম্ভাবনা আছে কি না সে জন্য দলিলগুলি ভালরূপ দেখা দরকার। যে মেম্বর যে উদ্দেশ্যে টাকা কর্জ্জ লয় সে সেই উদ্দেশ্যেই টাকা খরচ করে কি না এবং কোন মেম্বর বাহিরের মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিলে পঞ্চায়েৎ-কমিটির মঞ্জুরী লইয়াছে কিনা তাহা ভালরূপ তদন্ত করিয়া দেখা দরকার।

উপরের লিখিত বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নে সুপারভাইজারদের পরিদর্শন মন্তব্য লিখিবার একটী ফর্‌ম্ দেওয়া গেল।

ফর্‌ম্ খুব বড় হইলে সুপারভাইজাদের আসল কাজের উপর লক্ষ্য থাকিবে না। কেবল ফর্‌ম্ পূরণ করিতেই অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইবে। এজন্য ফর্‌ম্ যত দূর সম্ভব ছোট করা হইল। অনেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কেই সুপারভাইজারদের পরিদর্শন মন্তব্য লিখিবার কোন ফর্‌ম্ নাই এবং কোন কোন ব্যাঙ্কের ফর্‌ম্ অতিরিক্ত বড় দেখা যায়। নিম্নলিখিত ফর্‌ম্ সব পরিদর্শনে ব্যবহার করার আবশ্যকতা নাই। প্রতি কোয়ার্টারে যে পরিদর্শন হয় সেই সময় ব্যবহার করিলেই চলিবে।

সুপারভাইজারের পরিদর্শন রিপোর্ট

১। সমিতির নাম।

২। পরিদর্শনের তারিখ ও সময় এবং পরিদর্শনের সময় উপস্থিত মেম্বর-সংখ্যা।

৩। গত পরিদর্শনের তারিখ।

৪। গত পরিদর্শন হইতে এই পরিদর্শন পর্য্যন্ত জমা-খরচের হিসাব এই সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে কি ?

৫। জমা-খরচ বহির সহিত অন্যান্য বহির হিসাব মিল করিয়া দেখিয়া কি জমা-খরচের হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন ?

৬। মজুত তহবিল কত এবং গণিয়া দেখিয়াছেন কি ? তহবিলে অধিক টাকা রাখা হয় কি ? কোন বাজে খরচ অতিরিক্ত হয় নাই ত ?

৭। জমা-খরচের বহি এবং অন্যান্য রেজেষ্টারী ও সম্পত্তির ও দেনার তালিকা-বহি ঠিক ভাবে লেখা আছে কি ? সম্পত্তির ও দেনার তালিকার নকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে দেওয়া হইয়াছে কি ? সমস্ত মেম্বরের তালিকা ঠিকভাবে লেখা আছে কি ? (না থাকিলে আপনার সম্মুখে লিখাইয়া নকল এই সঙ্গে পাঠাইবেন)।

৮। এই বৎসর অন্ত তারিখ পর্য্যন্ত কত জন মেম্বরের হিসাব (আমানত ও কর্জ্জের) তাহার পাশ বহির সহিত মিল করিয়া দেখিয়াছেন ? কত জন মেম্বরের হিসাব মিল করা বাকী রহিল ?

(বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক মেম্বরের হিসাব তাহার পাশ বহির সঙ্গে মিল করিতে হইবে)।

৯। কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত সমস্ত আমানত ও কর্জ্জের হিসাবের সুদ কষিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন ?

১০। সমিতির সমস্ত দলিলগুলি পরীক্ষা করিয়া ঠিক আছে কিনা দেখিয়াছেন ? যে সমস্ত মেম্বর ২৫০৲ টাকার অতিরিক্ত কর্জ্জ লইয়াছেন তাঁহাদের জন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মন্তব্য লইয়াছেন কি ? দলিলের দস্তখত বা টীপসহি প্রকৃত কি না তাহা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

১১। কোন দলিল তামাদি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে আপনার সম্মুখে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন কি ?

১২। যে সমস্ত মেম্বর ইচ্ছা পূর্ব্বক পাওনা টাকা দিতেছে না এবং যাহাদের টাকা আদায়ের সম্ভাবনা কম তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ? ডিস্‌পিউট ফাইল হইয়াছে কি ? হইয়া থাকিলে কতজন মেম্বরের নামে ডিক্রী এবং ডিক্রীজারী হইয়াছে ?

১৩। বর্ত্তমান পঞ্চায়েতদিগের স্বাক্ষরের নমুনা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠান হইয়াছে কি ?
বাৎসরিক সাধারণ সভা হইয়াছে কি ? এবং তাহার নকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠান হইয়াছে কি ?

১৪। গত অডিটে যে সমস্ত ত্রুটী দেখান হইয়াছে তাহার সংশোধন হইয়াছে কি ?

১৫। অন্যান্য মন্তব্য। (এই পরিদর্শনের মধ্যে যে সমস্ত মেম্বর যে উদ্দেশ্যে টাকা কর্জ্জ লইয়াছে তাহারা সেই উদ্দেশ্যে খরচ করিয়াছে কিনা এবং বাহির হইতে যাহারা কর্জ্জ করিয়াছে তাহারা পঞ্চায়েত-কমিটীর মঞ্জুরী লইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে ভালরূপ তদন্ত করিয়া এখানে মন্তব্য লিখিতে হইব)।

জমা	খরচ
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর

প্রত্যেক সুপারভাইজারের একখানি নোট বুক রাখা দরকার। সমিতি পরিদর্শন করিয়া যে সমস্ত ত্রুটী সংশোধন করা না যায় তাহা নোট বুকে লিখিয়া রাখা দরকার এবং

অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ও লিখিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে কাজের সুবিধা হয়। প্রত্যেক সমিতির জন্য নোট বুকের দুইখানি পাতা রাখিলে ভাল হয়।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আফিসে প্রত্যেক সুপারভাইজারের অধীনস্থ সমিতিগুলির নাম এবং শ্রেণী বিভাগ লিখিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিলে সহজেই দেখা যাইতে পারে কোন্ কোন্ সমিতির উন্নতি বা অবনতি হইতেছে। নিম্নে একটী ফর্ম্ দেওয়া গেল—

সুপারভাইজারের অধীনস্থ সমিতিগুলির নাম এবং
তাহাদের অডিটের শ্রেণী-বিভাগ

ক্রমিক নম্বর	সমিতির নাম	শ্রেণী-বিভাগ				
		১৯২৭—২৮	১৯২৮—২৯	১৯২৯—৩০	১৯৩০	১৯৩১—৩২

সমিতিগুলির কাজ কি প্রকার চলিতেছে দেখিলেই সুপারভাইজারদের কার্য্য শেষ হইয়াছে মনে করা উচিত নয়। তাহাদের কাজের উপর যে গ্রামের উন্নতি এমন কি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে তাহা আমরা অন্য অধ্যায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সুপারভাইজারদের সমিতির মেম্বরদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিতে হইবে যেন প্রত্যেক মেম্বর মনে করেন যে, তাঁহার উপদেশ মত চলিলেই তাহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি

হইবে। তাহা হইলে মেম্বরেরা কিস্তির টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া সুপারভাইজারদের দেখিয়া পলাইয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে না। প্রত্যেক সুপারভাইজারের দেখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহার এলাকাস্থিত সমিতিগুলির কি ভাবে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হয়, প্রত্যেক মেম্বরের আয় কিসে বৃদ্ধি হয় এবং মেম্বরদের ও তাঁহাদের ছেলেপিলেদের কি ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। সুপারভাইজারদের কাজ দেখিয়া তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই অনেকে আগ্রহের সহিত কাজ করিতে পারেন এবং গ্রামগুলিরও নানা প্রকার উন্নতি সাধিত হয়। প্রতি বৎসর প্রত্যেক সুপারভাইজার তাঁহার এলাকাস্থিত সমিতি-গুলির এবং গ্রামের কি উন্নতি সাধন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে একখানি রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ বলিতে পারেন এবং সেই অনুসারে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সুপার-ভাইজারেরা অনেকে যে প্রকার বেতন পাইয়া থাকেন তাহাতে আশা করা যায় না যে,তাঁহারা তাঁহাদের সমিতির কাজ দেখিয়াও ঐ সমস্ত কাজ করিতে উৎসাহিত হইবেন। কাজেই পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

অষ্টম অধ্যায়

সঞ্চয় শিক্ষা

প্রায় সকল সমিতিতেই দেখা যায় যে, মেম্বরদের টাকা সঞ্চয় করিয়া আমানত করিবার দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই। এ সম্বন্ধে সুপারভাইজার গ্রাম্য সমিতিতে যাইয়া যে ভাবে আলোচনা করিবেন ও মেম্বরদের মনে আমানত দেওয়ার স্পৃহা জাগাইয়া দিবেন তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথোপকথনে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল।

সুপারভাইজার—"রহিম, আজ তিন চার বৎসর হইল তোমাদের এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আমানত যে মোটেই হইতেছে না ইহার কারণ কি?"

রহিম—"আমরা গরীব মানুষ। যদি আমাদের টাকা জমাইবার ক্ষমতাই থাকিবে তবে আর ধার কর্জ্জ করিয়া মরিব কেন? সকল মেম্বরকেই তো আমানত করিতে বলি, কিন্তু কেহ সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, সংসারের যাবতীয় খরচাই কুলাইতে পারে না।"

সু—"তোমাদিগকে কি আর মাসে মাসে দশ বিশ টাকা জমাইতে বলিতেছি। আচ্ছা, আজ তোমাদের সকল মেম্বরকে আমানত করা সম্বন্ধে ভালরূপ উপদেশ দিই। তোমরা সকলেই মনোযোগ দিয়া শুন।

দেখ, সমিতি হইতে তোমরা যখন টাকা কর্জ্জ লও তখন তোমাদের দলিল কিনিতে কোন পয়সা লাগে না এবং যাহারা দলিল রেজেষ্টারী করিয়া দাও তাহাদেরও কোন খরচ লাগে না। মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইলে কত প্রকারে খরচ লাগে তাহা ত জান? যে খরচ বাহির হইতে কর্জ্জ লইলে লাগিতে পারে সেই পরিমাণ টাকা প্রত্যেকবার কর্জ্জ লইবার সময় তোমাদের সমিতিতে জমা করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট যে, এই সুবিধা করিয়া দিয়াছেন তাহার দ্বারা যদি তোমাদের কোন উপকার হয় বলিয়া না বুঝা যায় তবে এই সুবিধা রাখিয়া লাভ কি?

তারপর দেখ, তোমরা সমিতি হইতে বাৎসরিক শতকরা ১৫॥৵০ আনা হার সুদে টাকা কর্জ্জ লও, কিন্তু মহাজনের নিকট হইতে কোন মেম্বর কি শতকরা ২৪৲ টাকা সুদের কম টাকা কর্জ্জ পাইতে? অনেকে মাসিক টাকায় তিন পয়সা এমন কি চারি পয়সাও সুদ দিয়া থাকে। সমিতির মেম্বর হইয়া তোমাদের যে এই সুবিধা হইল তাহা কি প্রকারে আমরা বুঝিতে পারি? প্রত্যেক মেম্বর যদি কিস্তির টাকা পরিশোধ করিবার সময় অন্ততঃ ২৪৲ টাকা হার সুদে হিসাব করিয়া সমিতির টাকা পরিশোধ করে, তবে ১৫॥৵০ হারে সমিতির প্রাপ্য কাটিয়া রাখিয়া বাকী টাকা তাহার নামে জমা হইতে পারে। আমরাও বুঝিতে পারি যে, অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ায় তোমাদের সুবিধা হইতেছে। যদি অল্প সুদে কর্জ্জ

দিয়া তোমাদের কোন লাভ হইতেছে বুঝিতে না পারি, তবে সমিতি রাখিয়া লাভ কি ? তোমরা বলিতে পার যে আমরা বৎসর বৎসর পাঁচ টাকা করিয়া শেয়ার বাবদ জমা দিই। যাহারা খুব গরীব এবং অল্প টাকা কর্জ্জ লয় তাহাদের পক্ষে ঐ শেয়ারের টাকাই যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত মেম্বর একটু অবস্থাপন্ন এবং অধিক টাকা কর্জ্জ লয় তাহাদের পক্ষে একটী শেয়ারের টাকা জমা দেওয়া যথেষ্ট নহে।

তারপর মুষ্টি চাউল রাখিবার প্রথা তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু কৈ সে ভাবেও তো কোন মেম্বর দুই চারি টাকা জমা কর নাই। ইহা তো মোটেই কঠিন কাজ নয়। শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, বলরামপুর সমিতির মেম্বরেরা এই মুষ্টি চাউল রাখিয়া দশবৎসরে প্রায় পাঁচশত টাকা সমিতিতে আমানত করিয়াছে। ঐ সমিতি এখন তাহাদের আমানতের টাকা, শেয়ার এবং রিজার্ভ ফণ্ডের টাকার দ্বারাই সমিতি চালাইতেছে। এখন আর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে হয় না। তিল তিল করিয়াই তাল হয়। তোমরা গরীব, তোমাদের এই ভাবেই সঞ্চয় করিতে হইবে। যদি আন্তরিক চেষ্টা থাকে এবং সমিতির কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকে তবে প্রত্যেকেই তাহার সামান্য হইতেও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারে। এই দেখ, পূর্ব্বে মেম্বরদের শেয়ার রাখিবার কোন নিয়ম ছিল না। কাজেই মেম্বরেরা ইচ্ছা করিয়া টাকাও জমা দেয় নাই। কিন্তু এখন প্রত্যেক সমিতিতে

শেয়ার রাখিবার নিয়ম করার দরুণ সকলেই বৎসর বৎসর টাকা জমা দিতেছে।

রেজিষ্ট্রার সাহেব একপ্রকার বাক্স (Home-Safe Box) সমস্ত সমিতিতে প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে ঐ বাক্স আনিতে পার। যখনই এক পয়সা কি দুই পয়সা বাঁচাইতে পার তখনই উহা ঐ বাক্সে ফেলিয়া রাখিবে। মনে কর একটাকা লইয়া কোন লোক হাট হইতে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া আনিবে ঠিক করিয়াছে। সে যদি এক পয়সা ফেলিয়া রাখিয়া ৵৵৯পাই লইয়া হাটে যায়, তবে সে উহাতেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনিতে পারিবে। সেদিন আমাদিগের ইনস্‌পেক্টার বাবু বলিতেছিলেন যে, তিনি সিগারেট খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া এখন প্রতিদিন ৵০ আনা করিয়া ঐ বাক্সে জমা করিতেছেন। তোমরাও অনেকে সিগারেট খাও দেখিয়াছি। ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া এবং অনাবশ্যকীয় জিনিষ খরিদ করা বন্ধ করিয়া তোমরাও পয়সা জমাইতে পার। অল্প মূল্যের বাজে সিগারেট খাইয়া যে অনেকের ব্যাধির সৃষ্টি হইতেছে তাহাও আর হয় না। অনেকেই, দেখিতে পাই, অযথা মোকর্দ্দমা করিয়া কতকগুলি টাকা খরচ করিয়া ফেলে। যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে তাহা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে পার। অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। ইহাতেও দুই চারি টাকা জমা হইতে পারে। মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া

সর্ব্বস্বান্ত হওয়া অপেক্ষা দুই পক্ষেরই কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিবাদ মিটাইয়া ফেলা ভাল। এই একটী বাক্স প্রত্যেকের বাড়ীতে থাকিলে নানা ভাবে পয়সা বাঁচাইবার আগ্রহ জন্মিবে। বাক্স পূর্ণ হইলে সমিতির সেক্রেটারীর সম্মুখে খুলিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা সমিতিতে জমা দিয়া আসিতে হয়।

অন্য এক ভাবেও টাকা রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পার। প্রত্যেক মেম্বর তাহার ক্ষেতের ফসল পাইলে তাহার কতকাংশ বিক্রয় করিয়া সমিতিতে জমা দেওয়া সম্বন্ধে বাঁধাবাধি নিয়ম করিতে পার। সকলে মিলিয়া একটী নিয়ম করিলে প্রত্যেক মেম্বরকে তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে।"

র—"বাবু, আপনি আজ যে ভাবে উপদেশ দিলেন, এই ভাবের উপদেশ এ পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। সকলেই কেবল বলেন যে, টাকা আমানত করিতে হইবে। আপনারা আমাদের হাতে ধরিয়া না উঠাইলে আমরা কি আর উঠিতে পারি। আমরা মুখ্যু মানুষ, আমাদের কি ভাবে চলিলে ভাল হইবে তাহা আপনারা যত ভাল বুঝেন, আমরা তত বুঝি না।"

স্থ—"অনেককেই তো উপদেশ দিতেছি কিন্তু কৈ কয়জন তাহা শোনে! দুঃখের বিষয় এই যে, নিজের ভাল কিসে হইবে তাহা কৃষক বুঝে না। যখন উপদেশ দিই তখন ত বেশ বুঝিতে পারে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দু'মাস পরেই আর মনে থাকে না।"

র—"ঠিক বলিয়াছেন। আমাদের যাহা মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করা কিম্বা নিজের উন্নতির জন্য নূতন কোন পন্থা অবলম্বন করা সহজেই হইয়া উঠে না।"

সু—"আমি ৩।৪ মাস পর পর তোমাদের সমিতিতে আসিব, কিন্তু প্রথম প্রথম মাসে মাসে এই সব বিষয়ের আলোচনা না করিলে ভুলিয়া যাইবে ও আগ্রহও তেমন থাকিবে না।"

র—"আমরা আজ হইতে সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম প্রতি মাসে বৈঠক করিয়া আমানত এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আপনি আগামী পরিদর্শনে আসিয়া নিশ্চয়ই দেখিবেন যে আমরা কিছু কাজ করিয়াছি।"

সু—"তোমাদের মনে এই প্রকার ভাব আসিয়াছে দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলাম। তোমরা সকলে আন্তরিক চেষ্টা করিলে অবশ্যই পারিবে। না পারিবার তো কোন কারণ দেখি না।"

নবম অধ্যায়

পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি

অনেক গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রামের স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে গ্রামবাসীদের সেদিকে মোটেই লক্ষ্য নাই। এমন কি তাঁহারা নিজেদের বাড়ীর আঙ্গিনা এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ এরূপ অপরিষ্কার করিয়া রাখেন যে, তাহাতে নানা প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সুপারভাইজারদের এদিকে একটু লক্ষ্য থাকিলে গ্রামের অনেক উন্নতি হইতে পারে। তাঁহারা সমিতি পরিদর্শনে যাইয়া এ সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা করিতে পারেন সে সম্বন্ধে এখানে কিছু লেখা হইল।

সুপারভাইজার—"নবীন, আজ তোমাদের সমিতি দেখিয়া খুব খুসী হইলাম। সমিতির কাজকর্ম্ম বেশ ভালই চলিতেছে, কিন্তু তোমাদিগকে এক বিষয়ে উদাসীন দেখিয়া মনে কষ্ট হইল।"

নবীন—"কোন্ বিষয়ের কথা বলিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের সাধ্য থাকিলে অবশ্যই তার প্রতিকার করিব।"

সু—"তোমাদের উপরই সব নির্ভর করে। তোমরা ইচ্ছা করিলেই তাহা করিতে পার। যে বিষয়ের কথা বলিব তাহা বিশেষ মন দিয়া শোন।

আজ তোমাদের এখানে আসিতে গ্রামের যে রাস্তা দিয়া আসিলাম তাহা এমন কদর্য্য করিয়া রাখা হইয়াছে যে, মানুষের চলাফেরা করা অসম্ভব, আবর্জ্জনা তো যথেষ্টই আছে, তাহার উপর রাস্তার এদিকে সেদিকে মলত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে। গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখিবার কোন বন্দোবস্ত নাই, তাহার উপর যদি এই প্রকার কদর্য্য করিয়া রাখা হয় তবে গ্রামের লোকের স্বাস্থ্য কি করিয়া ভাল থাকিতে পারে ?”

ন—“অতি সত্য কথা বলিয়াছেন। আমাদের এ বিষয়ে লক্ষ্য তো নাই-ই, কোন চিন্তাও করি না। শিক্ষার অভাবই যে ইহার কারণ তাহা বেশ বুঝি। খুব দরকারী কথা। এ সম্বন্ধে আমরা কি ভাবে কাজ করিতে পারি আপনি আমাদের ভালরূপ বুঝাইয়া দিন।”

সু—“দরকারী কথা তো বটে। এ জীবন-মরণের কথা। গ্রামে গ্রামে যে প্রতিদিন এত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-প্রণালী না জানাই যে ইহার কারণ তাহাও আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। গ্রামের লোকের শিক্ষার অভাবই যে এই জন্য দায়ী তাহা স্বীকার করি। তবুও মোটামুটি নিয়ম-প্রণালী জানা থাকিলে এবং এদিকে সকলে একটু লক্ষ্য রাখিলে অনেক কাজ হইতে পারে। তোমাদের সমিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রামের ছেলেপিলেদের এমন কি বয়স্ক লোকেদের এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা দিবার

ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবল সমিতি ভালরূপ চালাইলেই তো আর বাঁচিয়া থাকা যাইবে না। এই সব দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাঁচিতে হইলে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

তোমাদের গ্রামের প্রায় সকল লোকই যখন সমিতির মেম্বর তখন সকলে মিলিয়া গ্রামটী যাহাতে পরিষ্কার থাকে, নালা ডোবা বন্ধ হয় এবং জঙ্গল পরিষ্কার হয় এই সব ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে পার। একটী কথা এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা দরকার—তোমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলমানে তো কোন বিরোধ নাই ?"

ন—"না বাবু, ও সব ভাব আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামেই নাই। আমরা বেশ শান্তিতে আছি। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, ও সব সহরের লোকের রোগ তাহাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এই সেদিন আমরা সকলে মিলিয়া রহিমের ক্ষেতের পাট হঠাৎ জলে ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া আল কাটিয়া দিলাম। আমাদের যখনই যাহার লোকের অভাবে কোন কাজ ক্ষতি হইবে মনে করি, তখনই আমরা সকলে তাহার সাহায্য করি। এ নিয়ম আমাদের গ্রামে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। আশীর্ব্বাদ করুন, ওসব সহরের ঢেউ যেন আমাদের শান্তিপূর্ণ গ্রামে আসিয়া না লাগে। চিরদিন আমরা একসঙ্গে বসবাস করিতেছি, কাহারও মনে কোন খারাপ ভাব নাই। আমরা কাহাকেও চাচা, কাহাকেও মামা, কাহাকেও দাদা বলিয়া ডাকি।"

সু—"নবীন, এ কথা শুনিয়া আজ আমার বড়ই আনন্দ হইল। তোমাদের যখন এই ভাব তখন তো আর একযোগে কাজ করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি করার কোনই কষ্ট নাই। এ কথা তো সকলেই বুঝ যে, গ্রামে ব্যারাম আরম্ভ হইলে আর হিন্দু-মুসলমান বাছিবে না। তোমাদের যেমন সমিতির কাজ চালাইবার জন্য পঞ্চায়েৎ কমিটী আছে, সেই রকম গ্রামের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য মেম্বর এবং বাহিরের লোকের মধ্য হইতে বাছিয়া একটী কমিটী গঠন কর। দরকার হইলে সকলে মিলিয়া মাসিক চাঁদা দিয়া একটী ফণ্ড তৈয়ার কর এবং তাহা সমিতিতে আমানত রাখ। বিশেষ কোন কাজে দরকার হইলে সেই ফণ্ড হইতে টাকা লইয়া সেই কাজ করিবে। যাহাতে গ্রামের প্রত্যেক লোক তাহার বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সেজন্য মাঝে মাঝে বৈঠক করিয়া উপদেশ দিলেই কাজ হইবে। তোমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম-প্রণালী সমস্ত জানা নাই। আমি আমার এলাকার প্রতি গ্রামে সমিতির মেম্বরদের এবং তাহাদের ছেলেপিলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি। দিনে কিংবা রাত্রিতে যখনই সুবিধা হইবে তখনই এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা করিয়া পড়িতে হইবে। ইহার জন্য যে সামান্য টাকা লাগিবে তাহা তোমাদের সমিতির ফণ্ড হইতে এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া খরচ করিব স্থির করিয়াছি। ইহাতে যে তোমরা কেবল স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম-প্রণালীই শিখিবে তাহা নহে, হিসাবপত্র কি ভাবে

রাখিতে হয়, কৃষির উন্নতি কি ভাবে হইতে পারে, গবাদি পশুর ব্যারাম হইলে কি ভাবে তাহার চিকিৎসা করিতে হয় ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই মোটামুটিভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে সমিতির হিসাবপত্র লিখিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় আর লোক খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।”

ন—“বাবু, আজ আমাদের চক্ষু খুলিল। আপনি যে সমিতির হিসাবপত্র দেখা ছাড়া এই সমস্ত বিষয়েও আমাদের সাহায্য করিবেন তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আপনার পূর্ব্বে যে বাবু ক্লাজ করিতেন তিনি তো বাইসিকেল হইতে নামিয়া, খাতাপত্র দেখিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই কাজ সারিয়া চলিয়া যাইতেন। সারা বৎসর অন্য মেম্বরদের সঙ্গে দেখাও হইত না।”

সু—“নবীন, আমি বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছি, তোমরাই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। তোমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে এই জাতির আর বাঁচিবার কোন আশাই নাই, দেশের উন্নতির কোন সম্ভাবনাই নাই। এই সব চিন্তা করিয়াই সমিতির খাতাপত্র দেখা ছাড়া, গ্রামের কি ভাবে উন্নতি হয়, তোমরা কি ভাবে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পার, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কাজ করিতেছি।”

ন—“ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমরা এখন হইতেই আপনার উপদেশ মত কাজ আরম্ভ করিব। সকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে আপনার মত কর্ম্মচারী পাইলে আবার এই বাঙ্গলা দেশ সোনার বাঙ্গলায় পরিণত হইবে।”

সু—"আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত। আর একদিন আসিয়া কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির প্রাতুর্ভাব হইলে কেন জল ফুটাইয়া খাইতে হয়, গ্রামের ভিতর পাট পচাইয়া কি ভাবে তোমরা জল দূষিত কর এবং তাহার দ্বারা ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয় ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে বলিব।

আর একটী বিশেষ দরকারী কথা এই সম্পর্কে বলা আবশ্যক। তোমরা যে প্রকার ঘরে বাস কর তাহা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। জানালা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ঘরে আলো এবং বাতাস ঢুকিবার ব্যবস্থা না করিলে ঘরের বায়ু দূষিত হইয়া নানা প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করে।"

দশম অধ্যায়

আয়-বৃদ্ধির উপায়

যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে কৃষকের কেবল ক্ষেতের শস্যের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, অন্য আয়ের পথও বাহির করিতে হইবে। এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া সুপারভাইজার কিংবা অন্য কোন পরিদর্শক-কর্ম্মচারী সমিতিতে যাইয়া এ সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা করিবেন তাহার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

সুপারভাইজার—"আবদুল, তোমাদের সমিতির অধিকাংশ মেম্বর দুই বৎসর যাবৎ কিস্তি খেলাপ করিতেছে দেখিলাম, ইহার কারণ কি? তোমরা তো বরাবরই কিস্তি অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করিয়াছ। তোমাদের মধ্যে কেহই দুষ্ট প্রকৃতির লোক নয় যে ইচ্ছা করিয়া কিস্তির টাকা দিবে না।"

আবদুল—"আপনি তো সকলই জানেন, আপনার নিকট কোন কথা গোপন করা চলিবে না। সকলকেই কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া সমস্ত মেম্বরই প্রাণপণ করিয়া ক্ষেতের কাজ করে, কিন্তু ফসল যেন পূর্ব্বের মত হয় না। ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। আমরা তো এখন ক্ষেতের আয় হইতে সমস্ত খরচ কুলাইতে পারি না।"

সু—"ঠিক কথাই বলিয়াছ। আমি অন্যান্য গ্রামের অনেক লোকের সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি। সকলেই ঐ কথাই বলে, কিন্তু কেহ প্রতিকারের কোন উপায় বলিতে পারে না। ভূমির উর্ব্বরা শক্তি যে কমিয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রতীকার না করিলে বাঁচিবে কি করিয়া?"

আ—"কি ভাবে যে কি করিব আমরা তো কিছুই বুঝি না। মনে করি, সময় মত রৌদ্রবৃষ্টি হইলেই আবার ফসল বেশী হইবে এবং আয় বাড়িবে।"

সু—"তাহা হইবে সত্য। কিন্তু দেখিতেছ তো বৎসরের পর বৎসর কি ভাবে যাইতেছে। উপরের দিক চাহিয়া থাকিলেই আর চলিবে না। ইহার অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

আ—"কি ব্যবস্থা করিলে ভাল হয় অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

সু—"আজ তাহাই বলিব। তোমরা সকলেই শোন। যে ভাবে বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে তাহা দেখিয়া মনে হয় না যে, কেবল কৃষির আয়ের উপর নির্ভর করিলেই তোমাদের চলিবে। যদিও ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ভাল সার দেওয়া এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে হইবে, তবুও তোমাদের আয় যাহাতে অন্য ভাবে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করা দরকার।"

আ—"বাবু, আমরা কৃষক, আমাদের কাজই চাষবাস করা। আমরা আবার অন্য ভাবে আয় করিব কেমন করিয়া?"

সু—"সেই কথাই বলিব। কৃষকের আয় বৃদ্ধি করিবার উপায় না করিতে পারিলে কৃষক বাঁচিবে না। সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই কেবল উপরের দিকেই চাহিয়া আছে। আচ্ছা, এক কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাদের কি সারা বৎসরই ক্ষেতের কাজ করিতে হয়?"

আ—"না বাবু। বৎসরের মধ্যে অনেক সময় আমাদের বসিয়া থাকিতে হয়, কোন কাজ থাকে না।"

সু—"তবে তো তোমরা সেই সময় কাজ করিয়া আয় বাড়াইতে পার। এই সেদিন নিশ্চিন্তপুর সমিতি দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম—কোন কোন মেম্বর তাঁতে মশারী এবং গামছা বুনিতেছে। শুনিলাম মেম্বরদের বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত অবসর সময়ে তাহাদিগকে নানা ভাবে একাজে সাহায্য করিয়া থাকে। কেন, তোমরা কি অবসর সময়ে এই কাজ করিতে পার না?"

আ—"বাবু, তাহা হইলে আমাদের সমাজে পতিত হইতে হইবে। ও কাজ তো আমাদের নয়, উহা তাঁতির কাজ।"

সু—"ঐ তোমাদের ভুল। আজকাল শিক্ষিত লোকের ছেলেরা পর্য্যন্ত জুতার কাজ করিতেছে। তাহাতে তো সমাজে পতিত হইতে হইতেছে না। ওসব ভাব মন হইতে দূর করিতে হইবে। পূর্ব্বের ভাব রাখিলে আর বাঁচিবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইবে। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে তোমাদের আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে সে সম্বন্ধে মোটামুটি দু' একটী কথা

এখন বলিব। অবশ্য গ্রামবিশেষে কৃষকেরা আরও অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারে। যথা—

(১) বাড়ীর এবং ক্ষেতের চারিদিকে তুলার গাছ জন্মাইয়া চরকায় সূতা কাটিয়া গামছা কাপড় ইত্যাদি বুনিতে পার। অবশ্য এসমস্ত কাজ শিখিতে হইবে। শিক্ষার জন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে ব্যবস্থা করিবে। তোমাদের এক পয়সাও লাগিবে না।

(২) বাড়ীর আসে-পাশে পেঁপে এবং ঐ প্রকার ফলের গাছ লাগাইতে পার। তাহাতে বাড়ীও পরিষ্কার থাকিবে অথচ ফল বিক্রয় করিয়া পয়সা পাওয়া যাইবে। ইহাতে কোন কষ্ট নাই, কেবল একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া বীজ বপন করা মাত্র। আমরা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে এইসব বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করিব।

(৩) মুসলমান মেম্বরেরা প্রায় সকলেই বাড়ীতে মুরগী রাখে। সেদিকে একটু চেষ্টা করিলে কিছু আয় করিতে পারা যায়। কয়েকটী বেশী মুরগী রাখিলেই ডিম এবং মুরগী বিক্রয় হইতে পারে। এ সম্পর্কে তোমাদিগকে বলা দরকার যে তোমরা যে ভাবে মুরগী রাখ তাহাতে মুরগীর বংশবৃদ্ধি হয় না ও মুরগী তেমন বড় হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম জানা দরকার। হিন্দু মেম্বরেরাও এই ভাবে হাঁস রাখিলে কিছু করিতে পারে।

(৪) তোমাদের অনেকেরই দেখি বাজার হইতে শাক-

সব্‌জী কিনিয়া খাইতে হয়। ইহার কারণ কিছুই বুঝা যায় না। সকলেই তো একটু চেষ্টা করিলেই নিজ নিজ পরিবারের আবশ্যকমত তরি-তরকারী জন্মাইতে পার। এমন কি অনেকে কিছু কিছু বিক্রয়ও করিতে পার। ইহা তো খুব কঠিন কথা নয়।

(৫) পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহস্থ গো-পালন করিত। কিন্তু এখন গো-পালন একেবারে উঠিয়াই গিয়াছে। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ পাওয়াই কঠিন হইয়াছে। ফলে, শিশুগণ পুষ্টিকর খাদ্য না পাইয়া রোগা হইতেছে এবং অকালে মারা যাইতেছে। দুগ্ধবতী গাভী রাখিলে শিশুদেরও রক্ষা করা যায় এবং কিছু দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া পয়সাও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া গোবর হইতে ক্ষেতের সারও হয়। গ্রামে গো পালন করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

(৬) দেশের নানা প্রকার কুটীর-শিল্প ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে সমস্ত লোপ পাইয়াছে। চেষ্টা করিলে পুনরায় তাহা প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। অনেক শিল্প আছে যাহা অবসর সময় সকলেই করিতে পারে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে এই সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা শিখিয়া গ্রামে গ্রামে ইহা প্রচলনের চেষ্টা করিব।"

আ—"আপনি অনেক ভাবে আয় বৃদ্ধির কথা আমাদিগকে বলিলেন। ইহার মধ্যে অনেক কাজই একটু চেষ্টা করিলেই আমরা সহজেই করিতে পারি। কিন্তু আমাদিগের এই প্রকার

অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে আমরা নিজেরা গরজ করিয়া নূতন কোন কাজে হাত দিই না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আবার পরিদর্শনে আসিবার সময় তুলা, পেঁপে ও অন্যান্য ফলের ভাল বীজ আমাদের জন্য আনিবেন।"

স্থ—"আচ্ছা, ঐ সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিব। একটী কথা তোমাদিগকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই সেদিন অনেক সমিতির মেম্বর রেল ষ্টেশনে প্রদর্শনীর গাড়ী দেখিতে গিয়াছিল। সমবায়, কৃষি ইত্যাদি সম্বন্ধে কি ভাবে কাজ করিলে দেশের উন্নতি হয় সেই সম্বন্ধে বক্তৃতাদিও হইয়াছিল ও গাড়ীর ভিতর প্রদর্শনী দেখান হইয়াছিল। সেখানে দেখিলাম একপ্রকার চরকায় পাট হইতে সুতলী দড়ি অতি সহজে তৈয়ারী হইতেছে এবং ঐ সুতলী রং করিয়া তাতে সতরঞ্চ ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। তোমরা যেরূপ অল্প-দামে পাট বিক্রয় কর অথবা পাটগাছ ভাল হয় নাই বলিয়া তাহা নষ্ট করিয়া ফেল, তাহা না করিয়া তাহার দ্বারা অনায়াসে বাড়ী বসিয়া এইরূপ জিনিষ তৈয়ার করিয়া পাটের দর অপেক্ষা অধিক দরে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পার।"

একাদশ অধ্যায়

উপবিধি সংশোধন সম্বন্ধে উপদেশ

অনেক সমিতিতে উপবিধি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা আবশ্যক হয়। সকলের এ সম্বন্ধে নিয়ম-প্রণালী ভালরূপ জানা না থাকার দরুণ অনেক সময়ে উপবিধির সংশোধন পত্র ঠিক ভাবে রেজিষ্ট্রার সাহেবের আফিসে দাখিল করা হয় না। সেই উদ্দেশ্যে রেজিষ্ট্রার সাহেবের আফিস হইতে যে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার অবিকল নকল নিম্নে দেওয়া গেল :—

কোন রেজিষ্টারী করা কো-অপারেটিভ সোসাইটী ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর তারিখের ৯৫৬৪ কৃষি নং বিজ্ঞাপনে কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহ বিষয়ক (১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২) আইনমতে গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিসমূহের ৭ বিধি অনুসারে কোন উপবিধি পরিবর্ত্তিত করিয়া বা রদ করিয়া অথবা কোন নূতন উপবিধি প্রণয়ন করিয়া উহার উপবিধিসমূহ সংশোধন করিতে পারিবে। তদ্রূপ প্রত্যেক সংশোধন কেবল ঐ সোসাইটীর কোন সাধারণ অধিবেশনে বিধিবদ্ধ কোন রেজোলিউশান অনুসারে করা যাইতে পারিবে, কিন্তু—

(ক) সংশোধন করিবার কোন প্রস্তাবের যথাযথ নোটিশ উপবিধিসমূহ অনুসারে দিতে হইবে ;

(খ) ঐ রেজোলিউশান ঐ সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের তিন ভাগের দুই ভাগের কম না হয় এবং সভ্যগণের মোট সংখ্যার অর্দ্ধেকের কম না হয় এরূপ সভ্যগণকর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হওয়া চাই ; এবং

(গ) ঐ সংশোধন বঙ্গদেশের কো-অপারেটিভ সোসাইটী-সমূহের রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং রেজিষ্টারী হওয়া চাই।

২। বিশেষ বিশেষ স্থলে রেজিষ্ট্রার মোট সভ্য-সংখ্যার অর্দ্ধেক সংখ্যক সভ্য যাহাতে উপস্থিত থাকেন নাই এমন সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের তিন ভাগের দুই ভাগ সভ্যগণ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ কোন সংশোধন মঞ্জুর ও রেজিষ্টারী করিতে পারিবেন যদি তাঁহার প্রতীতি হয় যে—

(৵০) কোন সাধারণ অধিবেশনে মোট সভ্যসংখ্যার অর্দ্ধেক সভ্যগণকে উপস্থিত করান ঐ সোসাইটীর পক্ষে অসম্ভব,

(৶০) প্রস্তাবিত সংশোধন অবলম্বিত হইলে তাহা ঐ সোসাইটীর পক্ষে হিতকর হইবে, এবং

(৷৶০) ঐ সংশোধন অধিকাংশ সভ্যগণের অনুমোদিত হইবার সম্ভাবনা।

৩। কোন রেজিষ্টারী করা সোসাইটীর উপবিধিগুলি যাহাতে সংশোধিত হয় এমন প্রত্যেক স্থলে ঐ নূতন কিংবা পরিবর্ত্তিত উপবিধির রেজিষ্টারীর জন্য অথবা কোন বর্ত্তমান উপবিধির রদের জন্য এই পুস্তিকার প্রথম তপশীলের লিখিত

পাঠে * সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অপর তিনজন সভ্যের স্বাক্ষরিত দরখাস্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। ঐ দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া থাকিবে :—

(ক) যে সাধারণ সভায় ঐ সংশোধন গৃহীত হইয়াছিল তাহার তারিখ,

(খ) ঐ সভায় উপস্থিত সভ্যগণের সংখ্যা,

(গ) ঐ সংশোধনের সমর্থন পক্ষে যে সকল সভ্য ভোট দেন তাঁহাদের সংখ্যা, এবং

(ঘ) যে তারিখে ঐ সাধারণ সভা হয় সেই তারিখে ঐ সোসাইটীর তালিকাস্থিত সভ্যগণের মোট সংখ্যা।

৪। এই দরখাস্তের সহিত নূতন বা পরিবর্ত্তিত উপবিধির তিনখানি প্রতিলিপি অথবা কোন উপবিধি রদ হইবার স্থলে যে মন্তব্যে ঐ রদ অনুমোদিত হয় সেই মন্তব্যের তিনখানি প্রতিলিপি দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ তপসীলের লিখিত পাঠসমূহের কোন একটী পাঠে লিখিয়া অর্পণ করিতে হইবে।

৫। বর্ত্তমান উপবিধিসমূহের পরিবর্ত্তে এক প্রস্থ নূতন উপবিধি বসাইয়া সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিতে হইলে—

* কোঅপারেটিভ সোসাইটীসমূহের বিভাগীয় সহকারী রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিলে ইংরাজী বা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এই পাঠের প্রতিলিপি পাওয়া যাইবে। যদি রেজিষ্ট্রারের প্রচারিত পরিবর্ত্তিত আদর্শ উপবিধিগুলি সোসাইটীসমূহ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ত্তী উপবিধিসমূহের পরিবর্ত্তে গৃহীত হয় তাহা হইলে এই প্যারাগ্রাফের লিখিত সংশোধন তাহার মধ্যে বসাইতে হইবে।

(/০) নূতন গ্রন্থের গোড়ায় এই শব্দগুলি লেখা থাকা চাই—"এই সকল উপবিধির দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত উপবিধি রদ করা হইল।"

(৵০) সোসাইটীর সভ্যপদসম্বন্ধীয় উপবিধিটী নিম্নলিখিতরূপে গঠিত করিতে হইবে :—

(ক) "এই সকল পরিবর্ত্তিত উপবিধি রেজিষ্টারী হওয়ার তারিখে যে সকল ব্যক্তি ঐ সোসাইটীর সভ্য থাকেন সেই সকল ব্যক্তি, এবং

(খ) এই সকল উপবিধি অনুসারে যে সকল ব্যক্তি নির্ব্বাচন দ্বারা ঐ সোসাইটীর সভ্য হন সেই সকল ব্যক্তি ঐ সোসাইটীর সভ্য হইবেন।

(১/০) ঐ সকল সংশোধিত উপবিধির শেষে নিম্নলিখিতরূপে স্বাক্ষর যুক্ত করিতে হইবে :—

"উপবিধিসমূহের সংশোধন রেজিষ্টারী করণার্থ আমাদিগের ....তারিখের আবেদনপত্রে যে সকল উপবিধির উল্লেখ করা হইয়াছে এই গুলিই সেই সমস্ত উপবিধি।"

সম্পাদকের সাক্ষর—

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের স্বাক্ষর—

১।

২।

৩।

৬। কোন সোসাইটীর রেজিষ্টারী-করা নাম বদলাইতে

গেলে ঐ সোসাইটীর নামসম্বন্ধীয় উপবিধিটী নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে ঃ—

"ইতিপূর্ব্বে ·· ···· ·····নামে রেজিষ্টারী করা ও পরিচিত সোসাইটীটী এখন হইতে ········· ···নামে অভিহিত হইবে।"

এই রকম বদলের সমর্থন পক্ষে স্পষ্ট ও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ প্রত্যেক স্থলেই দিতে হইবে।

৭। (ক) যে সকল ব্যক্তি প্রস্তাবিত সংশোধন রেজিষ্টারী করণার্থ দরখাস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারাই ঐ সংশোধনের ঐ তিনখানি প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন।

(খ) ঐ উপবিধিসমূহের কাটা অংশগুলি আদ্যক্ষরযুক্ত [initial] করিতে হইবে।

(গ) উপবিধিসমূহ যদি হাতে লেখা হয় তবে পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে।

(ঘ) উপবিধিসমূহের ও আবেদনপত্রের পাঠের অংশগুলি অবশ্য পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

৮। রেজিষ্ট্রার যদি বিবেচনা করেন যে নূতন বা পরিবর্ত্তিত উপবিধিটী কিংবা রদ করণ এবং উহা গৃহীত হওনের প্রণালীটি আইন ও নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ হয় নাই তাহা হইলে তিনি—

(৴০) কোন নূতন বা পরিবর্ত্তিত উপবিধির বেলা উহা রেজিষ্টারী করিতে ও একখানি প্রতিলিপি তাঁহার আফিসে রাখিয়া দিতে, অনুমোদনের সার্টিফিকেটসহ ঐ সোসাইটীকে আর একখানি প্রতিলিপি ফেরৎ দিতে এবং তৃতীয় প্রতিলিপিখানি

ঐ সোসাইটী কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সংযুক্ত সোসাইটী হইলে সেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট পাঠাইয়া দিতে নচেৎ ঐ সোসাইটী ঐরূপে এ্যাফিলিয়েট করা না হওয়া পর্য্যন্ত উহা রাখিয়া দিতে পারিবেন।

৯। ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীসমূহ বিষয়ক (১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২ আইন) আইনের ১১ ধারামতে কোন রেজিষ্টারী করা সোসাইটীর উপবিধিসমূহের কোন সংশোধন কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক রেজিষ্টারী না হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ হইবে না।

১০। সংশোধন রেজিষ্টারী করণার্থ আবেদনপত্রগুলি নিম্নলিখিত অফিসারগুলির স্ব স্ব এলাকার ঐ সকল অফিসার-গুলির নিকট করিতে হইবে :—

(১) কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার, প্রেসিডেন্সী বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

(২) কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার, বৰ্দ্ধমান বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা।

(৩) কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার, ঢাকা বিভাগ, রমনা পোষ্ট আফিস, ঢাকা।

(৪) কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

(৫) কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার, রাজসাহী বিভাগ, নওগাঁও পোষ্ট আফিস, রাজসাহী।

প্রথম তপশীল

কোন রেজিষ্টারী-করা সোসাইটীর উপবিধিসমূহ রেজিষ্টারী করণার্থ আবেদন পত্রের পাঠ

বঙ্গদেশের কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের রেজিষ্ট্রার সমীপেষু—

তারিখ

মহাশয়,

নিম্নস্বাক্ষরকারী আমরা এতৎসহ সোসাইটীর উপবিধিসমূহের (১) নং উপবিধির সংশোধন, (২) নং উপবিধির রদ করণ ও (৩) পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত উপবিধিসমূহের পূরা এক প্রস্ত উপবিধির পরিবর্ত্তে সন্নিবিষ্ট করণার্থ এক সম্পূর্ণ সংশোধনের তিনখানি প্রতিলিপি পাঠাইতেছি এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহ বিষয়ক আইনের ১১ ধারাক্রমে ঐ সংশোধন রেজিষ্টারী করণার্থ আবেদন করিতেছি। ঐ সংশোধন যে সাধারণ অধিবেশনে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তাহার আবশ্যকীয় বিবরণগুলি নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) অধিবেশনের তারিখ,

(২) যে সকল সভ্য স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা,

(৩) ঐ সংশোধন সমর্থন পক্ষে যে সকল সভ্য ভোট দেন তাহাদের সংখ্যা,

(৪) ঐ সাধারণ অধিবেশনের তারিখে সোসাইটীর সভ্যদের মোট সংখ্যা।

২। নিম্নলিখিত কারণে* আবশ্যক কোরাম পাওয়া যায় নাই।

আমরা এই সার্টিফিকেট দিতেছি যে ঃ—

(ক) কোন সাধারণ অধিবেশনে মোট সভ্যসংখ্যার অর্দ্ধেক সভ্য উপস্থিত করা সোসাইটীর পক্ষে অসম্ভব ;

(খ) প্রস্তাবিত সংশোধন গৃহীত হইলে তাহা সোসাইটীর হিতকর হইবে এবং ঐ সংশোধন অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদিত হইবার সম্ভাবনা।

সম্পাদক—

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের স্বাক্ষর—

১।

২।

দ্বিতীয় তপশীল

আংশিক সংশোধন

উপবিধিসমূহের সংশোধন রেজেষ্টারী করণার্থ আমাদের ..... তারিখের আবেদনপত্রে যে যে সংশোধনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

---

* কারণগুলি এইস্থানে লিখিতে হইবে।

মন্তব্য।—আবশ্যক কোরম উপস্থিত থাকিলে দ্বিতীয় প্যারাটি কাটিয়া দিবেন

১। নং উপবিধি।

ঐ উপবিধির " " শব্দ বা শব্দগুলির পর " " পরিবর্ত্তে " " শব্দ বা দফা সন্নিবিষ্ট কর।

পরিবর্ত্তিত উপবিধিটী নিম্নমত দাঁড়াইবে :—

২। নং উপবিধি।

ঐ উপবিধির " " শব্দ বা শব্দগুলির পর " " শব্দটী বা দফাটী উঠাইয়া দাও।

পরিবর্ত্তিত উপবিধিটী নিম্নমত দাঁড়াইবে :—

৩। বর্ত্তমান নং উপবিধিটীর পর নিম্নলিখিত উপবিধিটীকে নূতন উপবিধিস্বরূপ সন্নিবিষ্ট কর :—

সম্পাদকের স্বাক্ষর—

কার্য্যানির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের স্বাক্ষর—

১।

২।

৩।

তৃতীয় তপশীল

উপবিধিসমূহের রদ করণ

উপবিধিসমূহের সংশোধন রেজেষ্টারী করণার্থ····· তারিখের আমাদের আবেদনপত্রে উল্লিখিত····· নং উপবিধি রদ করত এক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ·····নং মন্তব্যের যথাযথ প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল :—

নং রেজোলিউশান। স্থির হইল যে নং উপবিধি রহিত করা হউক।

সম্পাদকের স্বাক্ষর—

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের স্বাক্ষর—

১।

২।

৩।

চতুর্থ তপশীল

সম্পূর্ণ সংশোধন

নূতন করিয়া ছাপা কিংবা সংশোধিত উপবিধিগুলির গোড়ায় এই শব্দগুলি থাকিবে—"এই উপবিধিগুলির দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত উপবিধি বাতিল করা হইল।"

রেজিষ্টারী করণের জন্য যে সকল প্রতিলিপি দাখিল করা যায় তাহার শেষে নিম্নলিখিতরূপে স্বাক্ষর করিতে হইবে :—

"উপবিধিসমূহের সংশোধন রেজিষ্টারী করণার্থ আমাদের আবেদনপত্রে এই সকল উপবিধিরই উল্লেখ করা হইয়াছে।"

সম্পাদকের স্বাক্ষর—

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের স্বাক্ষর—

১।

২।

৩।

দ্বাদশ অধ্যায়

সার্কুলার

রেজিষ্ট্রার সাহেব সমিতি পরিচালন সম্বন্ধে নানা বিষয়ের সার্কুলার বাহির করিয়াছেন। ঐ সার্কুলারগুলি সকলেরই ভালরূপ জানা থাকা দরকার। তবে যাহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে যে সমস্ত সার্কুলার বিশেষ দরকারী তাহাই এখানে সন্নিবেশিত হইল। সার্কুলারের কোনটীর অবিকল অনুবাদ কোনটীর বা সারাংশ এবং বুঝিবার সুবিধার জন্য তৎসহ কিছু উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

১। গ্রাম্য সমবায় সমিতির শ্রেণী বিভাগ—

(১৯১৪ সালের ৮নং)

প্রত্যেক সমিতি বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া অডিট করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার হিসাব-পত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। কিস্তিখেলাপী টাকা, দেনা পাওনা, সভ্যগণের উন্নতি অবনতি সকল বিষয়ই ভালরূপে পরীক্ষিত হইয়া থাকে এবং অডিটের তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব অডিট করিয়া গত মাস কিংবা গত কোয়ার্টার পর্য্যন্ত ব্যালান্স-সিট (Balance Sheet) প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। অডিট নোট দৃষ্টে সমিতির অবস্থা বেশ বুঝা যায় এবং সমিতির উন্নতির জন্য কি করা

প্রয়োজন তাহাও নির্দ্ধারণ করা যায়। অডিট নোটে যে সমস্ত ত্রুটী দেখান হয় তাহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিশেষ যত্ন সহকারে সংশোধন করার ব্যবস্থা করাইলে সমিতিগুলির অনেক উন্নতি হইতে পারে। এদিকে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। অনেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ত্রুটী ইত্যাদি সংশোধনের জন্য সুপারভাইজারদিগকে অডিট অর্ডার দেওয়া হয় বটে কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে ত্রুটিগুলি ঠিক ভাবে সংশোধিত হইয়া দাখিল হইল কিনা সেদিকে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিশেষ লক্ষ্য করেন না।

অডিটের সময় সমিতির অবস্থা পরীক্ষা করিয়া সমিতিগুলিকে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা হয় :—

(১) 'এ' (A) শ্রেণী—

সমিতির অবস্থা নিম্নলিখিতরূপ হইলে উহাকে 'এ' শ্রেণী ভুক্ত করা হয়।

(ক) কিস্তি মত ঠিক সময়ে কর্জ্জ টাকা পরিশোধ। কিন্তু কেবল কাগজে কলমে দেখাইলে হইবে না।

(খ) সময়মত পঞ্চায়েত ও সাধারণ-সভার অধিবেশন।

(গ) পরিষ্কার ভাবে হিসাবপত্র রাখা।

(ঘ) পঞ্চায়েতের মিলিত ভাবে কার্য্য করা এবং কাহারও ব্যক্তিগত প্রাধান্য না থাকা।

(ঙ) সভ্যগণের এবং স্থানীয় লোকের নিকট হইতে আমানত জোগাড় করিবার ক্ষমতা থাকা।

(চ) সমবায় সম্বন্ধে সকল সভ্যের সাধারণ জ্ঞান থাকা।

এ শ্রেণীর সমিতিগুলির মত উন্নীত হইবার জন্য সকল সমিতির চেষ্টা করা উচিত।

(২) 'বি' (B) শ্রেণী—

এই শ্রেণীর সমিতিগুলিতে 'এ' শ্রেণীর সমস্ত গুণই থাকিবে যদিও তাহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত না হউক। তবে সমিতির কার্য্য-কলাপ দেখিয়া যেন বুঝিতে পারা যায় যে সমিতি উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে।

(৩) 'সি' (C) শ্রেণী—

এই শ্রেণীর সমিতির সাধারণ অবস্থা দৃষ্টে বুঝা যায় যে ইহার উন্নতির আশা আছে। মেম্বরেরা কিস্তী খেলাপ করিয়াছে এবং সাধারণ কার্য্য-কলাপ সন্তোষজনক নহে। সমিতির উন্নতির জন্য পরিদর্শন ও চেষ্টা আবশ্যক।

(৪) 'ডি' (D) শ্রেণী—

এই শ্রেণীর সমিতির অবস্থা নিতান্ত খারাপ তবে পুনর্গঠন করিতে পারিলে সমিতির উন্নতি হইতে পারে।

(৫) 'ই' (E) শ্রেণী—

এহ শ্রেণীর সমিতির কোন আশা নাই। এই সমিতি চালাইলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী এবং সত্বরই তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

যে সব সমিতি এক বৎসরের বেশী দিন হইল স্থাপিত হয় নাই তাহাদিগকে উপরোক্ত কোন শ্রেণীভুক্ত না করিয়া পরীক্ষা-ধীন (under probation) শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে।

২। সমিতির মজুত তহবিল গুণিয়া দেখা সম্বন্ধে উপদেশ

(১৯১৫ সালের ২৫নং)

প্রত্যেক পরিদর্শক কর্ম্মচারীর প্রধান কর্ত্তব্য জমা খরচ বহির সহিত মজুত তহবিল ঠিক আছে কিনা তাহা গুণিয়া দেখা। যদি ধন-রক্ষক তহবিলের টাকা না দেখাইতে পারেন তবে পরিদর্শক কর্ম্মচারী তাহার কৈফিয়ত চাহিবেন এবং জমা খরচ বহিতে তাহার দ্বারা লিখাইয়া লইবেন। পরিদর্শক কর্ম্মচারী তৎপরে মেম্বরদিগকে এই সম্বন্ধে জানাইবেন এবং ধনরক্ষককে পরিবর্ত্তন করিতে বলিবেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা ইউনিয়নের অধীনস্থ পরিদর্শক কর্ম্মচারী হইলে এই সম্বন্ধে কি করা হইল তাহার একখানি বিস্তারিত রিপোর্ট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে বা ইউনিয়নে দাখিল করিবেন এবং রিপোর্টের একখণ্ড নকল রেজিষ্ট্রার সাহেবের বরাবর পাঠাইবেন। ডিপার্টমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী হইলে তিনি রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে তাহার নকল পাঠাইবেন।

৩। সমিতি বিভক্ত হইলে তাহার ফণ্ড-বিভাগের ব্যবস্থা

(১৯২০ সালের ৫নং)

নিম্নলিখিত কারণে সাধারণতঃ কোন সমিতিকে বিভাগ করিবার প্রয়োজন হয়—

(১) সমিতির সভ্য-সংখ্যা খুব বেশী হইলে.

(২) সমিতির এলাকা খুব বিস্তৃত হইলে,

(৩) সমিতির সভ্যগণের মধ্যে দলাদলির দরুণ সমিতির অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলে।

এইরূপ অবস্থায় সমিতিকে ভাগ করিয়া দুই তিনটী পৃথক সমিতি স্থাপন করিলে সমিতির অবস্থা ভাল হইবার সম্ভাবনা।

সমিতির বিভাগ হইলে তাহার যে সাধারণ তহবিল থাকে তাহাও ভাগ হইয়া যায়। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সাহায্যে নিজেদের ইহা আপোষে নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য। যদি আপোষে মীমাংসা করিতে না পারেন তবে রেজিষ্ট্রার সাহেব উহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। তহবিল বিভাগ করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে।

(১) পুরাতন ও নূতন সমিতিগুলির মেম্বর-সংখ্যা। সমিতি বিভাগ করিবার অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব্বে হইতে যাঁহারা মেম্বর আছেন তাহাদিগকেই কেবল ধরিতে হইবে।

(২) সাধারণ তহবিল ছাড়া নূতন ও পুরাতন সমিতির দেনার পরিমাণ।

(৩) যে সমস্ত পাওনা আর আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা বাদে যাহা আদায় হইতে পারে তাহার পরিমাণ।

৪। রিজার্ভ ফণ্ড, তাহা গঠন করিবার কারণ ও খাটানোর ব্যবস্থা

(১৯২২ সালের ১২নং)

প্রত্যেক লোকই তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের কতকাংশ জমা করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, কারণ ভবিষ্যতে অভাবের সময় এই অর্থ তাহার উপকারে লাগিবে। ইহা ছাড়া অর্থ জমা থাকিলে নিজের মনেও সাহস হয় এবং অন্য লোকও টাকা ধার দিতে ভয় পায় না। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই সমবায় সমিতির লাভের টাকা হইতে একটা পৃথক তহবিল রাখিবার বিধান আছে। ইহাকেই সংরক্ষিত তহবিল বা রিজার্ভ ফণ্ড বলে।

যে সমিতির মেম্বরদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ এইরূপ প্রত্যেক সমিতির নিট লাভের অন্যূন চারি ভাগের এক ভাগ রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিতে হয়। কিন্তু গ্রাম্য সমিতির বর্ত্তমান উপবিধি অনুসারে প্রথম দশ বৎসর লাভের সমস্ত টাকা ঐ ফণ্ডে রাখিতে হয়।

রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি লইয়া রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা নিম্নলিখিত ভাবে খাটানো যাইতে পারে:—

(১) বিশেষ কোন কারণে ক্ষতি লইলে তাহা পূরণ করা।

(২) যদি কাহারও পাওনা টাকা দিবার সময় সমিতির তহবিলে টাকা না থাকে তবে এই ফণ্ড হইতে টাকা লইয়া তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তহবিলে টাকা জমিলেই এই ফণ্ড তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) সমিতির যদি টাকা কর্জ্জ লইবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে এই ফণ্ড জামিন স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রেজিষ্ট্রার সাহেব রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা নিম্নলিখিত ভাবে নিয়োগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

(১) যে গ্রাম্য সমিতি কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত তাহার রিজার্ভ ফণ্ড ৫০৲ টাকা হইলেই তাহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে আমানত রাখিতে হয়। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক নিজে এই টাকা খাটাইতে পারেন না। প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়। কোন সমিতির সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যত টাকার শেয়ার খরিদ করা থাকে তাহা বাদে রিজার্ভ ফণ্ড বাবদ পৃথক ভাবে আমানত করিতে হয় অর্থাৎ কোন সমিতির রিজার্ভ ফণ্ড যদি দুইশত টাকা হয় এবং ঐ সমিতির যদি ১০০৲ টাকার শেয়ার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে খরিদ করা থাকে তবে সেই সমিতিকে মাত্র ১০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ড বাবদ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পৃথক ভাবে আমানত রাখিতে হয়।

(২) যে সমিতি কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত নহে তাহার রিজার্ভ ফণ্ডে ৫০৲ টাকা হইলেই কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে অথবা প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়।

(৩) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডে ২৫০৲ টাকা হইলেই উহা প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কে আমানত রাখিতে হয়।

এখন কথা এই যে এই রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা সমিতিগুলি কখন কাজে লাগাইবে, না কোন দিনই নিজেদের কাজে

লাগাইবে না? ভবিষ্যতে রিজার্ভ ফণ্ডের কতকাংশ প্রত্যেক সমিতি নিজের ব্যবহারে লাগাইতে পারিবে। অবশ্য ইহা রেজিষ্ট্রার সাহেব স্থির করিয়া দিবেন। যদি কোন সমিতি বেশ ভালভাবে কাজ চালাইতেছে এবং তাহার রিজার্ভ ফণ্ড বেশী হইতেছে দেখা যায় তখন রেজিষ্ট্রার সাহেব উহার কতকাংশ খাটাইবার অনুমতি দিতে পারেন। অনেক গ্রাম্য সমিতি ভাল ভাবে কাজ চালাইলে দশ বার বৎসরের মধ্যেই রিজার্ভ ফণ্ডের কতকাংশ খাটাইবার অনুমতি পাইতে পারে। তখন রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা, শেয়ারের টাকা এবং নিজেদের আমানতের টাকা দ্বারাই সমিতির কাজ চলিবে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে আর কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন হইবে না। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ্জ করিয়া সমিতির কাজ চালাইতে না হইলে মেম্বরদিগকে যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইবে তাহার সুদও অনেক কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। এই এক সুবিধা ত সমিতি পাইবেই তাহা ছাড়া আরও এক সুবিধা এই হইবে যে সমিতির লাভ তখন বেশী হওয়ার দরুণ অনেক টাকা গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যেও মেম্বরদের এবং তাহাদের ছেলেপিলেদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে পারা যাইবে। প্রত্যেক সমিতি যদি এই প্রকারে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দায় হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইতে পারে তখন গ্রামের নানা প্রকার উন্নতি সেই সমিতি দ্বারাই হইবে। তখন গ্রামগুলি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা অন্য কাহারও সাহায্যের আশায়

বসিয়া থাকিবে না। যাহাতে প্রত্যেক সমিতি ভাল ভাবে **কাজ** করিয়া এই প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারে সেজন্য সেণ্টাল ব্যাঙ্ক এবং সমিতিগুলির এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা উচিত।

দেখা যায়, অনেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সংযুক্ত সমিতিগুলি হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করেন কিন্তু প্রত্যেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য যে তাঁহার প্রাপ্য টাকা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সমিতিগুলির রিজার্ভ ফণ্ডের টাকাও আদায় করিয়া পৃথক ভাবে জমা করিয়া রাখা। ইহাতে অনেক সমিতির লিকুইডেশনে যাইবার ভয় থাকে না।

যদি কোন কারণে সমিতি উঠিয়াই যায় তবে বেশীর ভাগ মেম্বরের মতানুসারে এবং রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি লইয়া রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা ব্যয় করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ইহা মেম্বরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে না।

৫। ডিস্পিউট

[১৯২৩ সালের ১৪নং সার্কুলার]

রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট সালিশীনিষ্পত্তির জন্য ডিস্পিউট দাখিল করিবার পদ্ধতি

গবর্ণমেণ্ট প্রণীত নিয়মাবলীর ২২ দফা মতে ডিসপিউট নিষ্পত্তি করিবার জন্য রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট সমিতিকর্ত্তৃক

যে দরখাস্ত দাখিল করা হয় তাহা প্রায় ভুল এবং অসমাপ্ত রহিয়া যায় এবং তদ্ধেতু সেগুলি সংশোধনের জন্য ফিরাইয়া পাঠাইতে হয়। ভুল যাহাতে না হয় সেই জন্য এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি প্রচার করা হইল।

ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত

১। পঞ্চায়েৎ কমিটীর একটী মন্তব্য দিতে হইবে। এই মন্তব্যে বলা থাকিবে যে ডিসপিউট্ নিষ্পত্তির জন্য রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট দাখিল করা হউক। খাতক সভ্যের নিকট খেলাপী টাকা আদায়ের কি পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং কেন ডিসপিউট ফাইল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে তাহাও সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত মন্তব্যে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

২। একটী ট্যাবুলার ষ্টেটমেণ্ট (Tabular Statement) দিতে হইবে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত থাকিবে।

ক। ক্রমিক নম্বর।

খ। খাতক সভ্যের সম্পূর্ণ নাম, তাহার পিতার নাম ও ঠিকানা।

গ। প্রত্যেক জামিনদারের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা।

ঘ। জামিনদারগণ সমিতির সভ্য কিনা।

ঙ। কর্জ্জ লইবার তারিখ।

চ। কত টাকা প্রথমে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছিল।

ছ। সুদের হার।

জ। পরিশোধের নির্দ্ধারিত ওয়াদা :—

১। তারিখ

২। আসল

৩। সুদ

৪। মোট

ঝ। পরিশোধ (actual repayment) :—

১। তারিখ

২। আসল

৩। সুদ

৪। মোট

ঞ। বাকী খেলাপী :—

১। তারিখ

২। আসল

৩। সুদ

৪। মোট

ট। খেলাপী টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার উপর যে হারে সুদ চলিবে।

ঠ। মন্তব্য।

৩। খাতক সভ্যের মূল দলিল দরখাস্তের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

৪। খাতক সভ্যের কর্জ্জের খতিয়ানের নকল এক কপি পাঠাইতে হইবে এবং তাহা যে সত্য এই বলিয়া সেক্রেটারী কিংবা সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে ডিস্‌পিউট ফাইল করা হইলে অন্য একজন পঞ্চায়েৎকে সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

ডিস্‌পিউট সম্বন্ধে কতকগুলি দরকারী কথা

১। খাতক সভ্যের মৃত্যু হইলে তাহার ওয়ারিশগণ যদি মেম্বর হয় তবে তাহার বিরুদ্ধে ডিসপিউট ফাইল করা যাইবে, অন্যথায় যাইবে না। ওয়ারিশগণ যদি মেম্বর না হয় তবে যদিও মৃত মেম্বরের জামিনদারের বিরুদ্ধে ডিস্‌পিউট ফাইল করিতে বাধা নাই তবুও যে কোন ডিসপিউটের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণতঃ ওয়ারিশগণের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ রুজু করাই ন্যায়বিচার বলিয়া বোধ হইবে কারণ সম্ভব হইলে তাহাতে মৃত মেম্বরের সম্পত্তি হইতে পাওনা টাকা আদায় হইতে পারে। জামিনদারগণকেও এই দেওয়ানী মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত করা যাইতে পারে।

২। যে সব জামিনদার মেম্বর নহেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সালিশী মোকদ্দমা ডিসপিউট করা যাইবে না। কাজেই জামিনদার যাহাতে কেবল মেম্বরগণই হয় তদ্বিষয়ে সমিতির লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং সব মেম্বর-জামিনদারকেই ডিস্‌পিউটে দলভুক্ত করিতে হইবে, যদিও ইহা নিশ্চিত যে পাওনা টাকা কেবল খাতক মেম্বারের নিকট হইতে অথবা তাহার সম্পত্তি

হইতে আদায় হইতে পারে। যদি জামিনদারগণ মেম্বর না হয় তাহা হইলে সমিতি আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিবে কারণ কোর্টে জামিনদারগণকেও পক্ষভুক্ত করিতে পারিবে।

৩। গবর্ণমেণ্ট প্রণীত নিয়মাবলীর ২২ দফা অনুসারে বিভাগীয় এসিস্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারগণ নিজেরা বা অন্য কাহারও দ্বারা ডিসপিউট নিষ্পত্তি করাইতে পারেন।

এসিস্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার ডিসপিউটের দরখাস্ত ও কাগজ পত্রাদি পাইলে এবং তাঁহার বিবেচনায় ডিসপিউট মীমাংসা করা সঙ্গত বোধ হইলে তিনি সাধারণতঃ একজন আরবিট্রেটার (Arbitrator) বা সালিশ নিযুক্ত করেন। দেওয়ানী আদালতের বেলা যে সমস্ত উপায় ও প্রণালীর বিধান আছে সেই সকল উপায় ও প্রণালী দ্বারা ঐ ডিস্‌পিউটের বিষয় সম্বন্ধে শপথ করাইবার, ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইবার, সকল পক্ষকে ও সাক্ষীকে শমন করিবার ও তাহাদিগকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করাইবার এবং সমস্ত বহি ও দলিলাদি উপস্থিত করিতে বাধ্য করাইবার ক্ষমতা আরবিট্রেটারের থাকিবে। কিন্তু কোন পক্ষই উকিল দ্বারা সমর্থিত হইতে পারিবে না। উপযুক্ত প্রমাণ ও সাক্ষ্যাদি লইয়া সদ্বিচার অনুসারে তিনি বিবাদ মীমাংসা করিবেন এবং মীমাংসার ফল লিপিবদ্ধ করিবেন। সালিশের এই মীমাংসার ফলকে এওয়ার্ড (Award) বা রোয়দাদ বলে। হাজির হইবার জন্য যথাযথ ভাবে শমন দেওয়া সত্ত্বেও হাজির না হইলে তিনি এক তরফা (*Ex Parte* Award) রোয়দাদ দিতে পারিবেন

কিন্তু প্রতিবাদী যে শমন পাইয়াছে তাহার নিদর্শন অন্যান্য কাগজ পত্রের সহিত রাখিতে হইবে। এওয়ার্ডে কোন তারিখ বা সময়ের নির্দ্দেশ না থাকিলে এওয়ার্ড প্রচার করিবার তারিখ হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে। আরবিট্রেটারের নির্দ্দিষ্ট সময় মত বা ছয়মাসের মধ্যে ডিক্রীর টাকা না দিলে উক্ত রোয়দাদ আদালতের সাহায্যে ডিক্রীর ন্যায় জারি করিয়া টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কোন পক্ষ এই সালিশী মীমাংসা দ্বারায় ক্ষুব্ধ হইলে মীমাংসার তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট আপিল করিতে পারিবে। যে স্থলে রেজিষ্ট্রার সাহেব নিজে সালিশ বিচার করিবেন সে স্থলে তাঁহার সালিশ মীমাংসার বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল করা চলিবে।

আরবিট্রেটারের এওয়ার্ডের বিরুদ্ধে কোন আপিল না হইলে অন্য কোন কোর্টে উহার মীমাংসার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারিবে না; এবং উহা সর্ব্বপ্রকারে চূড়ান্ত ও অকাট্য হইবে।

কোন সভ্য যদি সাধারণ তমসুক ও রেহানী তমসুক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকে তবে সাধারণ তমসুক দিয়া যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছে এবং রেহানী তমসুক দিয়া যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছে, উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক ডিসপিউট ফাইল করিতে হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি জামিন থাকিলে মর্টগেজ এওয়ার্ড (Mortgage Award) দিতে হইবে। যে সমিতিতে মর্টগেজ কারবার নামার প্রচলন আছে সে সমিতির মেম্বরদের বিরুদ্ধে সাধারণ খতের উপরও মর্টগেজ এওয়ার্ড দেওয়া চলিবে। মর্টগেজ এওয়ার্ডের বেলায় সালিশ প্রথমে প্রাথমিক এওয়ার্ড (Preliminary Award) দিবেন এবং প্রতিবাদীকে এওয়ার্ডের টাকা এওয়ার্ড দেওয়ার তারিখ হইতে ছয় মাস কিংবা তাহার কম সময়ের মধ্যে সমিতিতে দিতে আদেশ করিবেন। উক্ত তারিখের মধ্যে টাকা দিতে না পারিলে পরে শেষ এওয়ার্ড (Final Award) দিবেন। তাহার যে সম্পত্তি রেহান আছে তাহা বিক্রয় করা হইবে এবং বিক্রয় করা টাকা হইতে তাহার দেনা পরিশোধ হইবে। মর্টগেজ এওয়ার্ড দিলেও বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা অনাদায় হইলে জামিনদারের নিকট হইতে টাকা আদায় হইতে পারে। এ সম্বন্ধে এওয়ার্ডে লেখা থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা দিতে না পারিলে এওয়ার্ড আদালতের সাহায্যে জারি করিতে হইবে। সাধারণ এওয়ার্ডে যে তারিখে ডিস্‌পিউট নিষ্পত্তি হয় সেই তারিখ পর্য্যন্ত সুদ কষিয়া সালিশের এওয়ার্ড দেওয়া উচিত এবং সুদ তাহার পর হইতে যে হারে এবং যত টাকার উপর চলিবে তাহাও পরিষ্কার ভাবে লেখা থাকা দরকার।

মর্টগেজ এওয়ার্ডে প্রাথমিক এওয়ার্ড দেওয়ার সময় যে তারিখ মধ্যে টাকা পরিশোধ করিবার সময় দেওয়া হয় সেই

তারিখ পর্য্যন্ত সুদ কষিয়া দিতে হয়। Preliminary এবং Final Award যে প্রকারে দিতে হয় সে সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রার সাহেবের ১৯২৩ সালের ১১ নং সার্কুলারে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এওয়ার্ড যাহাতে সময়মত জারি হয় তৎপ্রতি সমিতির সেক্রেটারিগণের ও সুপারভাইজারগণের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে একখানি ডিসপিউট রেজিষ্টারী রাখা দরকার। তাহা হইলে বৎসরের মধ্যে কোন সমিতি হইতে কত ডিসপিউট দাখিল হইয়াছে এবং কোন ডিসপিউট কি ভাবে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা সহজেই দেখা যায়।

৬। সমিতির মেম্বরদের পৃথক পৃথক দলিলের টাকার হিসাব রাখা সম্বন্ধে উপদেশ

(১৯২৪ সালের ২নং)

বর্ত্তমানে কোনো সমিতির ভিন্ন ভিন্ন মেম্বরকে বিভিন্ন তারিখে পৃথক পৃথক দলিলে যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় তাহার হিসাব খতিয়ানের একই পৃষ্ঠায় এক সঙ্গে লিখা হইয়া থাকে। ঐরূপ ভাবে হিসাব রাখার দরুণ কোন দলিলের টাকা কোন সময় তামাদি হয় তাহা বুঝিবার সুবিধা হয় না। সেই জন্য প্রত্যেক দলিলের টাকার পৃথক পৃথক হিসাব রাখা দরকার। যদি কোন সমিতি পৃথক হিসাব রাখা অসুবিধা মনে করেন

তবে মেম্বরের পূর্ব্বের পাওনা টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ দেখাইয়া পূর্ব্বের দেনার আসল টাকার ও যে টাকা কর্জ্জ লইতেছে মোট টাকার এক দলিল সম্পাদন করাইয়া লইতে হইবে। এরূপ স্থলে পূর্ব্বের দেনার সুদ বাবদ যে টাকা পাওনা হইবে তাহা মেম্বরের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেই ভাল হয়। যদি সুদের টাকা তখন আদায় না হয় তবে খতিয়ানে ঐ সুদের টাকার কথা উল্লেখ করিয়া মন্তব্য লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং টাকা পরিশোধের বেলায় প্রথমেই ঐ টাকা আদায় করিয়া লইতে হইবে। এই সুদের টাকার জন্য বিনা সুদে পৃথক দলিলও করা যাইতে পারে।

৭। স্বল্প ও দীর্ঘ মিয়াদী কর্জ্জ এবং উহার হিসাব রাখিবার বহি ও ফরম

(১৯২৬ সালের ৫নং)

অভাবগ্রস্ত বাংলার কৃষকের ঋণ গ্রহণের সংখ্যাও যেমন অধিক উহার উদ্দেশ্যও ততোধিক। অগ্রহায়ণ মাসে সুপারভাইজার কর্জ্জের দরখাস্ত তদন্ত করিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণির, তোর কত টাকা দরকার"? মণির উত্তর করিল "বাবু, দুই শত টাকা"। প্রশ্ন হইল, "এ টাকায় কি করবি?" মণির উত্তর দিল, "বাবু এক জোড়া হালের গরুর জন্য ৪০৲ টাকা, ছলিমের হাওলাত শোধ করতে হবে ১০৲ টাকা, ১৫৲ টাকার

কিছু পেয়াজ কিনে রাখ্‌ব, খাজানার কিস্তি ১০৲ টাকা দিব, চাকি মহাশয়ের নিকট রেহেন মূলে কর্জ্জ ৫০৲ টাকা যাহা এখন সুদে আসলে ১০০৲ টাকা দাঁড়িয়েছে তা শোধ কর্‌ব ; আর বাবু, বাকী ২৫৲ টাকা রেখে দিব জ্যৈষ্ঠ মাসে নিড়ানি কৃষাণের খরচ আর কিছু বীজ কেনার জন্য।" সুপারভাইজারের সুপারিশে মণির ২০০৲ টাকা কর্জ্জ পাইল এবং সমিতির প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ঐ টাকা সমান অংশে চারিভাগ করিয়া চারিটি আশ্বিনে পরিশোধের কিস্তি ধার্য্য করা হইল। আশ্বিন মাসে মণির তাহার কর্জ্জের প্রথম কিস্তি ৫০৲ টাকা সুদ সহ পরিশোধ করিল। পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসে অন্যান্য মেম্বরের সঙ্গে মণিরও আবার ১০০৲ টাকা কর্জ্জের জন্য সমিতির নিকট দরখাস্ত করিল। উদ্দেশ্য বলিল, এক জোড়া গরু খরিদের জন্য ৪০৲ টাকা, কারণ চাষের পর সে তাহার গরু বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, হাওলাত শোধ ১৫৲ টাকা, মরিচ কিনিয়া রাখবার জন্য ২০৲ টাকা এবং বাকী ২৫৲ টাকা নিড়ানি কৃষাণের ও বীজ খরিদের জন্য। তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। কারণ একবার কিস্তিমত টাকা দিলে কর্জ্জের দরখাস্ত ভালরূপ তদন্তের আবশ্যক অনেকেই মনে করেন না। সে বাৎসরিক সমান তিন কিস্তিতে পরিশোধ করার ওয়াদায় ১০০৲ টাকা সমিতি হইতে কর্জ্জ লইল। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় বৎসরে মণিরের দেনার পরিমাণ দাঁড়াইল ২৫০৲ টাকা এবং দেয় কিস্তির পরিমাণ প্রয়ে ৮৪৲ টাকা। আয়ের পরিমাণ কিন্তু তাহার কিছুই

বাড়িল না। সুতরাং মণির এবার তাহার কিস্তির সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে পারিল না, কারণ তাহার আয়ে কুলাইল না। এইরূপভাবে আরও ৩।৪ বৎসর কাজ চালাইবার পর দেখা গেল মনিরের দেনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫০০৲ টাকা এবং সে সম্পূর্ণ টাকার কিস্তিখেলাপ করিয়াছে। খেলাপ সে ইচ্ছা করিয়া করে নাই। কারণ আয়ের পরিমাণ না বাড়ায় আসল টাকার সুদ দিতেই তাহার টাকা শেষ হইয়া যায়। মণির এখন মহা বিপদে পড়িয়া গেল। তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় না করিলে আর দেনা শোধ হয় না।

উপরোক্ত ঘটনা হইতেই দেখা যায়, মণির যে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা শ্রেণীবিভাগ করিয়া না লওয়ায় এবং কিস্তি ঠিক ভাবে ধার্য্য না করায় তাহার অধঃপতনের কারণ ঘটিয়াছিল। যে কর্জ্জ তাহাকে বৎসর বৎসর করিতে হইত (যথা—গরু খরিদ, হাওলাত শোধ, বাৎসরিক চাষ আবাদের খরচ ইত্যাদি) তাহাও পরিশোধের জন্য সে তিন চারি বৎসর ব্যাপী কিস্তি ধার্য্য করিয়া লইয়াছিল। এবং চাষ আবাদের খরচের নিমিত্ত কতকগুলি টাকা আবশ্যক হওয়ায় তিন চারি মাস পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়া অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বৎসরের প্রধান ফসল পাটের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই কিস্তি আশ্বিন মাসে ধার্য্য করা হইয়াছিল। বৈশাখ মাসে গুড় বিক্রয় করিয়া যে মণির কিছু টাকা পায়, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। চাষ আবাদির পর গরু বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ না দিয়া টাকা নানা ভাবে খরচ

করিয়া ফেলিয়াছিল। এজন্য তাহার দেনার পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া গিয়া অবশেষে তাহাকে ধ্বংসের পথে নিপতিত করিয়াছিল। গ্রাম্য সমিতিসমূহের মধ্যে যখন এইরূপ মণিরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তদ্দরুণ অনেক সমিতি উঠিয়া যাইতে লাগিল, তখন ইহার প্রতিকারকল্পে রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্জ্জকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন যথা:— স্বল্প মিয়াদী ও দীর্ঘ মিয়াদী কর্জ্জ।

সুখের বিষয় ধীরে ধীরে এই নিয়ম সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং গ্রাম্য সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছে। আশা করা যায় স্বল্প ও দীর্ঘ মিয়াদী কর্জ্জ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মেম্বরদের কিস্তিখেলাপী টাকার পরিমাণ পূর্ব্বের মত আর বৃদ্ধি পাইবে না এবং কিস্তি অনুযায়ী টাকা দেওয়া সম্বন্ধে ও ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে শিক্ষার অনেক সাহায্য করিবে।

স্বল্প মিয়াদী কর্জ্জ নিম্নলিখিত যে কোন উদ্দেশ্যে বা সকল উদ্দেশ্যেই দেওয়া যাইতে পারে।

(১) বীজ এবং কম দামের চাষের যন্ত্রাদি ক্রয় করা।

(২) সার ও গবাদির খাদ্য ক্রয় করা।

(৩) চাষের জন্য মজুর ভাড়া করা।

(৪) চাষের জন্য হেলে-গরু ভাড়া করা।

(৫) চাষের উপযোগী যন্ত্রাদি ভাড়া করা।

(৬) বাজারে বিক্রয়ের জন্য শস্য প্রস্তুত করিবার ও চালান দিবার খরচা দেওয়া।

(৭) বীজ বোনা ও ফসল বিক্রয় করিবার মধ্যবর্ত্তী কোন তারিখে খাজানা দেওয়া।

(৮) জল সেচন ও অপরাপর খরচা দেওয়া।

(৯) যে সকল অঞ্চলে চাষের মরসুম শেষ হইলে হেলে-গরু বেচিয়া ফেলা ও পরবর্ত্তী মরসুমের গোড়ায় হেলে-গরু কেনার প্রথা প্রচলিত আছে তথায় গবাদি ক্রয় করা।

(১০) খোরাকী খরচা।

(১১) সাময়িক কারবার করা।

(১২.) জমির সামান্য রকমের উন্নতি সাধন করা ইত্যাদি।

যে তারিখে স্বল্প মিয়াদী কর্জ্জ দেওয়া হইবে সেই তারিখ হইতে উহা সাধারণতঃ এক বৎসরের বেশী হইবে না। যে উদ্দেশ্যে কর্জ্জ দেওয়া হইবে ঐ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এক বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কিস্তিতে উহা পরিশোধ করিতে হইবে।

দীর্ঘ মিয়াদী কর্জ্জ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে দেওয়া যাইতে পারে—

(১) গরু এবং বেশী দামের যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য।

(২) দেনা পরিশোধ করার জন্য।

(৩) বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের জন্য।

(৪) জমি ক্রয় করা এবং

(৫) জমির বড় রকমের উন্নতি সাধনের জন্য।

সুদের হার

নিম্নলিখিত ভাবে স্বল্প ও দীর্ঘ মিয়াদী কর্জ্জের হার নির্দ্ধারিত হইতে পারে

	প্রচলিত সুদের হার নির্দ্ধারিত হইবে (শত করা)	স্বল্প মিয়াদী কর্জ্জের সুদের হার নির্দ্ধারিত হইবে (শতকরা)	দীর্ঘ মিয়াদী কর্জ্জের সুদের হার নির্দ্ধারিত হইবে (শতকরা)
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে প্রাথমিক সমিতিকে কর্জ্জ	৯।৵০	৯৲	৯।৵০, ১০৲, ১০॥০ বা ১০৸৶০
ঐ ঐ ঐ	১০॥০ বা ১০৸৶০	৯।৵০	১০॥০, ১০৸৶০, ১২৲, ১২॥০
সমিতি হইতে মেম্বরগণকে কর্জ্জ	১২॥০ ১৫৲	১০৸৶০	১২॥০ কিংবা ১৪৴০
ঐ ঐ ঐ	১৫॥৵০, ১৮৸০	১২॥০	১৫৲, ১৫॥৵০ বা ১৮৸০

যে এলাকার সমিতির মেম্বরকে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার সুদের হার শতকরা ১৫৲ অথবা বেশী, সেখানে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রাথমিক সমিতিকে শতকরা ৯।৵০ আনা, এবং সমিতির মেম্বরগণকে

শতকরা ১২॥০ সুদে স্বল্প মিয়াদে টাকা ধার দিতে পারে। দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জের বেলায় শতকরা ১০॥০ টাকা বা ১০৸৵০ আনা বর্ত্তমানে সুদের যে রেট বা হার আছে তাহাই রাখিতে পারে; অথবা স্বল্প-মিয়াদী সুদের হার কমানর জন্য কিছু বেশী রেট যথা শতকরা ১২৲ টাকা বা ১২॥০ টাকা চার্জ্জ করিতে পারে এবং প্রাথমিক সমিতি মেম্বরদিগকে দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জ শতকরা ১৫॥৵০ আনা অথবা তাহার চাইতে বেশী হারে দিতে পারিবে। আবার, যে এলাকায় প্রচলিত সুদের হার শতকরা ১৮৸০ আনা সেখানে ঐ রেটে দীর্ঘ মিয়াদি কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে। যেখানে মেম্বরদিগকে কর্জ্জ দেওয়ার সুদের হার ১২॥০ টাকা সেখানে বিষয়টা একটু জটিল। কারণ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমিতিকে শতকরা ৯।৵০ হারে কর্জ্জ দেয় কাজেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পক্ষে ৯৲ টাকার কমে টাকা ধার দেওয়া চলিতে পারে না। সেজন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে শতকরা ৯৲ টাকা হারে সুদে সমিতিকে এবং সমিতি মেম্বরদিগকে শতকরা ১০॥০ টাকা বা ১০৸৵ আনা সুদে স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ দিতে হইবে। দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক শতকবা ৯।৵০ সুদে সমিতিকে এবং সমিতি মেম্বরদিগকে শতকরা ১২॥০ টাকা সুদে দিবে।

এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক স্বল্প মিয়াদী কর্জ্জ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ককে শতকরা ৭৲ টাকা ও সাধারণ কর্জ্জ ৭॥০ টাকা সুদে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

হিসাবের বহি ও ফরম

উভয় প্রকার কর্জ্জের জন্য ভিন্ন রংএর খাতা পত্রাদি ও ফরম রাখিতে হইবে কারণ ভিন্ন রকমের খাতাপত্রাদি রাখিলে কোন্ কর্জ্জ স্বল্প-মিয়াদী, কোন্ কর্জ্জ দীর্ঘ-মিয়াদী ইহা গ্রাম্য সমিতির মেম্বরগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

১। কর্জ্জের দরখাস্ত ফর্ম্

সমিতির মেম্বরগণ যে কর্জ্জের দরখাস্ত দাখিল করিবে তাহা উভয় প্রকার কর্জ্জের জন্য ভিন্ন রংএর হইবে এবং সমিতি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে যে দরখাস্ত করিবে তাহাও ভিন্ন ভিন্ন রংএর হইবে।

২। গ্রাম্য সমিতির কর্জ্জের খতিয়ান, দলিল ও প্রনোট

দুই প্রকার কর্জ্জের জন্য স্বতন্ত্র ভিন্ন রঙের খতিয়ান থাকিবে। ভিন্ন রঙের কাগজে ছাপান স্বতন্ত্র দলিলও লইতে হইবে। গ্রাম্য সমিতি মেম্বরদিগকে যে স্বল্প মিয়াদী কর্জ্জ দেয়, তাহার জন্য যে খতিয়ান করা হয় ও দলিল লওয়া হয় তাহার পরিবর্ত্তে স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জের বহি (register of shortterm loan) নামে একটী বহি রাখিলেই চলিতে

পারে। ইহাতে মেম্বরের ও জামিনদারের দস্তখতের ভিন্ন ঘর থাকিবে। ইহা নিম্নলিখিত রূপ হইবে :—

Column [ঘর]

(১) জামিনদারের দস্তখত বা আঙ্গুলের টীপ।

(২) কর্জ্জের ক্রমিক নম্বর।

(৩) কর্জ্জ-গ্রহীতার নাম।

(৪) কর্জ্জ দেওয়ার তারিখ।

(৫) ক্যাশ বহির (জমা খরচ) পৃষ্ঠার নম্বর।

(৬) কত টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইল।

(৭) সুদের হার।

(৮) কর্জ্জ লওয়ার উদ্দেশ্য।

স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ কি উদ্দেশ্যে লওয়া হইতেছে তাহা এই ঘরে লিখিতে হইবে। উদ্দেশ্য ব্যবসা হইলে—কিরূপ ব্যবসার জন্য টাকা দরকার তাহা লিখিতে হইবে।

(৯) জামিনদারগণের নাম।

(১০) পরিশোধের ওয়াদা বা কিস্তি।

(ক) তারিখ

(খ) কিস্তির টাকার পরিমাণ।

(১১) যাহা পরিশোধ করা হইল।

(ক) তারিখ

(খ) ক্যাশ বহির পৃষ্ঠার নম্বর

(গ) আসল

(ঘ) সুদ

(১২)—বাকী

(ক) আসল

(খ) সুদ

(১৩)—কর্জ্জ-গ্রহীতার দস্তখত বা টীপসহি।

সাতের ঘরে দেখাইতে হইলে ১২৷৷০ টাকা (স্বল্প-মিয়াদী) সুদের হার কিন্তু কিস্তি খেলাপ করিলে ১৫৷৷৶ আনা দীর্ঘ-মিয়াদা সুদের হার উপরে লিখিত খতিয়ান না খুলিয়া যদি কোন সমিতি স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জের জন্য দলিল লয়েন তবে স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জের জন্য নিম্নলিখিত তমসুক প্রচলন করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জের জন্য বিশেষ রঙীন কাগজে ছাপাইতে হইবে।)

স্বল্প-মিয়াদী তমসুক

কো-অপারেটিভ সমিতি সমূহের আইনানুসারে—রেজিষ্টারী-কৃত অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট—সমিতির মেম্বর আমি শ্রী ——— পিতার নাম———নিবাস———উপরোক্ত সমিতি হইতে উহার উপবিধি অনুসারে নগদ (কথায়) টাকা ঋণ লইলাম।

অদ্য তারিখ হইতে এই ঋণের উপর শতকরা বার্ষিক—টাকা হারে সুদ দিব এবং নিম্নলিখিত কিস্তি অনুসারে কিংবা উক্ত সমিতির উপবিধি অনুসারে যখনই আমাকে টাকা পরিশোধ

করিবার নোটিশ দিবেন তখনই উক্ত ঋণের টাকা সুদসহ পরিশোধ করিব।

তারিখ	টাকা
———	———
———	———
——	———

এই ঋণের টাকা অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে—উদ্দেশ্যে খরচ করিব, যদি না করি তাহা হইলে সমস্ত টাকা সুদসহ তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করিব এবং সমিতির উপবিধি অনুসারে যে দণ্ড বিধান করিবেন তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিব।

উপরোক্ত সর্ত্তে টাকা বুঝিয়া পাইয়া এই খত লিখিয়া দিলাম।

ঋণ গ্রহীতার দস্তখত

আমরা উপরোক্ত কর্জ্জের টাকা লিখিত উদ্দেশ্যে যাহাতে ব্যবহৃত হয় তাহা দেখিবার জন্য ও কিস্তি মোতাবেক সুদসহ পরিশোধের জন্য সমবেত ও পৃথক ভাবে জামিন রহিলাম

১। শ্রী———— পিতার নাম————

নিবাস ——

২। শ্রী——— পিতার নাম ———

নিবাস————

৩। ....

দলিল লেখক——

সাক্ষীর দস্তখত

দীর্ঘমিয়াদী তমস্থক

সর্ব্ব প্রকার কর্জ্জের জন্য গ্রাম্য সমিতিতে যে তমস্থক ব্যবহৃত হইত বা হয় তাহাই কেবল দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে।

স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জে পরিণত হইলে এবং দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জের সুদের হারে স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ যে তারিখে দেওয়া হইয়াছে ঐ তারিখ হইতে সুদ দেয় হইলে দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জের খতের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটী নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে—

"অদ্য তারিখ হইতে এই ঋণের টাকার উপর শতকরা বার্ষিক টাকা হারে সুদ চলিবে। আমা কর্ত্তৃক তারিখে সম্পাদিত খতের বাবদ প্রাপ্য আসল টাকা ও সুদ টাকা পরিশোধের জন্য এই ঋণ গ্রহণ করায় সমবায় সমিতির প্রচলিত প্রথা অনুসারে উপরি উক্ত সুদ পরিশোধনার্থে গৃহীত ঋণের টাকার উপর সমিতি কোন প্রকার সুদ দাবী করিতে পারিবেন না।"

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

প্রনোট এবং খতিয়ান

(Pronotes)

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক দুই প্রকার কর্জ্জের জন্য ভিন্ন রং-এর প্রনোট গ্রহণ করিবে এবং উভয় প্রকার কর্জ্জের জন্য স্বতন্ত্র খতিয়ান রাখিবে।

কর্জ্জের পাশ বহি

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমিতিকে এবং সমিতি মেম্বরগণকে দুই প্রকার কর্জ্জের জন্য স্বতন্ত্র রঙীন কাগজে মুদ্রিত পাশ বহি দিবে।

ক্যাশ (জমা খরচ) বহি

(ক) গ্রাম্য সমিতি—যে সমস্ত গ্রাম্য সমিতি ঘরকরা (column) ক্যাশ বহি রাখে তাহার জমা ও খরচের উভয় দিকে নিম্নরূপ ঘর যোগ করিতে হইবে। ইহাতে স্বল্প ও দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জের বাবদ কত আসল ও সুদ আদায় হইল এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্জ্জ বাবদই বা কত দেওয়া হইল তাহা বুঝা যাইবে।

ক্যাশ বহির জমার দিক

কর্জ্জ আদায়		সুদ আদায়	
স্বল্প মিয়াদী	দীর্ঘ-মিয়াদী	স্বল্প মিয়াদী	দীর্ঘ-মিয়াদী

ক্যাশ বহির খরচের দিক

কর্জ্জ দাদন	
স্বল্প-মিয়াদী	দীর্ঘ-মিয়াদী

(খ) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ঘরকরা (column) ক্যাশ বহি রাখে না বলিয়া ক্যাশ বহির আর পরিবর্ত্তন দরকার নাই।

সাধারণ খতিয়ান

যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে সাধারণ খতিয়ান আছে তাহাতে নিম্ন লিখিত হিসাব খুলিতে হইবে।

(১) স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ দাদন ও আদায়

(২) দীঘ-মিয়াদী কর্জ্জ দাদন ও আদায়

(৩) স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জের সুদ আদায়।

(৪) দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জের সুদ আদায়।

পরিশোধের কিস্তি বা ওয়াদা খেলাপ করিলে তাহার ফল

যদি ইচ্ছা করিয়াই ওয়াদা খেলাপ করে তবে ঋণ-গ্রহীতার নিকট হইতে স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ যে তারিখে দেওয়া হইয়াছে সেই তারিখ হইতে দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জের সুদের হারে কর্জ্জ আদায় হইবে এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা সমিতি খাতক সভ্যকে পুনরায় ঋণ বন্ধ করিবেন। এবং যদি দরকার হয় তবে সমিতি হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিবার উপায় অবলম্বন করিবেন।

সময় দেওয়া বা ওয়াদা বাড়ান

অজন্মা ছাড়া অন্য কোন কারণে ফসল না হওয়া ভিন্ন স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ পরিশোধের ওয়াদা বাড়ানো উচিত নহে।

স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জে পরিণত

যদি কোন মেম্বর স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ নির্দ্দিষ্ট ওয়াদায় সঙ্গত কারণে পরিশোধ করিতে অপারগ হয় এবং তাহাকে উক্ত কর্জ্জ পরিশোধের জন্য সময় দেওয়া হয় তবে যে তারিখে কর্জ্জ দেয় (due) হইয়াছে সেই তারিখ পর্য্যন্ত সুদ দেওয়া থাকিলে সেই

তারিখ হইতে উহা দীর্ঘমিয়াদী কর্জ্জে পরিণত হইবে। ঋণ-গ্রহীতা যদি প্রাপ্য স্থদ দিতে অক্ষম হইয়া থাকে তবে যে তারিখে স্বল্প-মিয়াদী কর্জ দেওয়া হইয়াছে ঐ তারিখ হইতে উহা দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জে পরিণত হইবে। তবে এরূপ ঘটনা প্রায়ই হইবে না এবং স্থদ যাহাতে আদায় হয় তাহার বিহিত ব্যবস্থা করা উচিত।

এই স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জে পরিণত করাকে যেন কেহ শাস্তি বলিয়া মনে না করেন।. ইহা ঋণ-গ্রহীতার পক্ষে স্থবিধাজনক বলিয়া মনে করিতে হইবে, কারণ সে স্থবিধা মত ওয়াদায় টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে।

স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জ দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জে পরিণত হইলে স্বল্প-মিয়াদী হিসাবের খাতার হিসাব বন্ধ করিতে হইবে ও দীর্ঘমিয়াদী-কর্জ্জের খতিয়ানে নূতন হিসাবে খুলিতে হইবে, এবং পূর্ব্বে যে উল্লিখিত হইয়াছে ঐ ভাবে দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জের দলিলে গ্রহীতার নিকট হইতে খত লইতে হইবে।

এই প্রকার প্রথার বিশেষ স্থবিধা

এই প্রথার একটা বিশেষ এবং বড় স্থবিধা এই যে, গ্রাম্য সমিতির মেম্বরগণের গড়ে বাৎসরিক ব্যয় কত তাহা কতকটা সঠিক ভাবে অনুমান করা যাইবে এবং ক্যাশ ক্রেডিট হিসাব বিস্তৃত ভাবে প্রচলন করা যাইবে। যত দিন না বর্ত্তমান প্রথার

কঠোরতাকে পরিবর্দ্ধন ও প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন সাধন করা হয়, ততদিন বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারা যাইবে না। গ্রাম্য সমিতির মেম্বরের যখন টাকার বিশেষ দরকার তখন সমিতির তহবিলে টাকা না থাকিলে প্রায় তাহারা টাকা পায় না। কারণ যে মেম্বরের টাকার জরুরী প্রয়োজন তাহাকে ব্যাঙ্কে দরখাস্ত করিতে হইবে এবং পঞ্চায়েত কমিটীকে টাকার জন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে দরখাস্ত করিতে হইবে। সমিতির কর্জ্জের দরখাস্ত বিবেচনা করিতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কিছু সময় চলিয়া যাইবে। তারপর যে সময়ের মধ্যে কর্জ্জ মঞ্জুর হইবে এবং টাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে আনা হইবে সেই সময়ের মধ্যে দরখাস্তকারীর টাকার প্রয়োজন হয়ত চলিয়া যাইবে। তারপর বর্ত্তমান পদ্ধতির আর একটা অসুবিধা এই যে, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে একসঙ্গে বহু টাকা কর্জ্জ করিয়া সমিতিতে আনা হয় এবং আনিবার পরেই তাহা মেম্বরগণের মধ্যে লাগান হইয়া থাকে। কোন কোন মেম্বারের টাকার দরকার তখন হয়ত থাকে না। কিন্তু পরে টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়া তখনই টাকা ধার করে। তাহাদিগকে অনর্থক অতিরিক্ত সুদ বহন করিতে হয় এবং সময় সময় তাহারা বাজে কাজে টাকা খরচ করিবার প্রলোভনও ত্যাগ করিতে পারে না। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক যদি গ্রাম্য সমিতিকে মেম্বরের গড়ে বাৎসরিক খরচ যাহা লাগে সেই পর্য্যন্ত ক্যাশ ক্রেডিট খুলিবার অনুমতি দেন তবে গ্রাম্য সমিতির পঞ্চায়েৎ কমিটী মেম্বরদিগকে তাহাদের সকল প্রয়োজন অনুযায়ী

টাকার যোগাড় অতি সত্বরই করিয়া দিতে পারেন। কোন মেম্বরের টাকার বিশেষ প্রয়োজন, অথচ সমিতির তহবিলে টাকা নাই। তখন কমিটী তাহার যে টাকার প্রয়োজন অথবা কমিটী যে টাকা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন সেই টাকার একখানি চেক তাহাকে দিতে পারেন এবং সে চেকখানি লইয়া গিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইতে পারে। চেক ভাঙ্গানোর জন্য তাহার সেণ্টাল ব্যাঙ্ক আফিসে যাওয়ার দরকার নাও হইতে পারে। সে গ্রামেই চেক ভাঙ্গাইতে পারে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক যে বন্দরে বা সহরে অবস্থিত তথায় হয়ত গ্রামের কোন লোক টাকা পয়সা লইয়া যাইবে। তাহার কাছে চেক লইয়া গেলে চেকের বদলে সে টাকা দিবে এবং চেক লইয়া বন্দরে যাইবে, টাকা লইয়া তাহাকে যাইতে হইবে না। ইহাতে তাহার যে সুবিধা হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ক্যাশ ক্রেডিট ও চেকের বহুল প্রচলন কো-অপারেটিভ আন্দোলনকে কেবল শক্তিশালী করিয়া তুলিবে না, পরন্তু দেশের লোকদের ভিতর ব্যাঙ্কিং রীতিনীতি প্রচার করিয়া দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতিসাধনে সত্যকার প্রেরণা আনিয়া দিবে।

৮। অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতিতে শেয়ারের কথা

(১৯২৭ সালের ১নং)

গ্রাম্য সমিতির বর্ত্তমান উপবিধি অনুসারে মেম্বরদের শেয়ারের টাকার উপরে দশ বৎসরের মধ্যে কোন ডিভিডেণ্ড দেওয়ার নিয়ম নাই এবং ঐ টাকার কোন সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। যাহাতে প্রত্যেক মেম্বর তাহার এই টাকার উপর কিছু সুদ পায় সে জন্য প্রত্যেক সমিতি তাহার উপবিধিতে এই নিয়ম করিতে পারেন যে, প্রত্যেক মেম্বর দশ বৎসর পর সমিতির অন্ততঃ একটী শেয়ার খরিদ করিবেন। প্রথম দশ বৎসর প্রত্যেক মেম্বর এক বা অধিক কিস্তিতে প্রতি বৎসরে…টাকা করিয়া…মাস মধ্যে সমিতিতে জমা দিবেন। এই টাকা আমানত বলিয়া গণ্য করা হইবে। এবং উহার উপর শতকরা ৬।০ টাকা হারে সুদ চলিবে। এই আমানতের টাকা দশ বৎসরের মধ্যে উঠাইতে পারা যাইবে না।

গ্রাম্য সমিতির অবনতির কারণ এবং ইহার প্রতিকারের উপায়

গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, অধিকাংশ সমিতিই ৪।৫ বৎসর কাজ চালাইবার

. পর ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে। পরে কতক সমিতি উঠিয়া যায় আর কতকগুলি জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে। ইহার কারণ কি এবং ইহার প্রতিকারেরই বা উপায় কি? বিষয়টী এতই গুরুতর যে, সমবায় আন্দোলনের সহিত যাহারা সংশ্লিষ্ট তাহাদিগের প্রত্যেকের এ সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত।

নানা কারণে সমিতি উঠিয়া যাইতে দেখা যায়—তবে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রধান বলিয়া মনে হয়।

(১) সমিতি গঠনে দোষ

অনেক সময় দেখা যায় যাহারা সমিতি গঠন করেন—তাহারা ১৫।২০ জন লোক দ্বারা একখানি দরখাস্ত সহি করাইয়া সমিতি রেজেষ্টারী করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। যাহাদিগকে লইয়া সমিতি গঠন করা হয়—তাহাদিগকে অসীম দায়িত্ব এবং অন্যান্য বিষয় ভালরূপ বুঝান হয় না এবং কি প্রকার লোক লইয়া সমিতি গঠন করা হইল তাহাও ভালরূপ তদন্ত করিয়া দেখা হয় না। সমিতি গঠনের উপরেই যে সমিতির ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কাজেই সমিতি যাহাতে ভালভাবে গঠিত হয় সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা সকলেরই উচিত। ভালরূপ শিক্ষা না দিয়া কাহাকেও সমিতি গঠন করিবার ভার দেওয়া সমীচীন নয়। দশটী খারাপ সমিতি অপেক্ষা একটী ভাল সমিতি গঠন করা শত গুণে শ্রেয়।

(২) সমিতি রীতিমত ভাবে পরিদর্শন না হওয়া

প্রত্যেক সমিতি তিন মাস পর পর একবার পরিদর্শন করা দরকার। কিন্তু কোন কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে একজন সুপারভাইজারের অধীন অধিক সমিতি থাকার দরুণ তিন মাস অন্তর পরিদর্শন হয় না। আবার যেখানে সমিতি-সংখ্যা কম সেখানে হয়ত সুপারভাইজার ঠিক সময়ে পরিদর্শন করেন না। অনেকে ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই সমিতির হিসাবপত্র দেখিয়া কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া আসেন। সমিতির পরিদর্শন ভালরূপ হইলে অডিটে যে সমস্ত ত্রুটী দেখান হয় তাহা সংশোধন হয়, বেনামী কর্জ্জ থাকিতে পারে না, অসৎ সেক্রেটারী অশিক্ষিত মেম্বরদের-নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া নিজে আত্মসাৎ করিতে পারে না, খেলাপী টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না এবং টাকা অনাদায়ী হওয়ার আশা থাকে না। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিয়া মেম্বরদের মধ্যে তাহাদের অবস্থানুযায়ী কর্জ্জ না দিয়া পঞ্চায়েত-গণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া নিতে পারে না। কাজেই প্রত্যেক সমিতির যাহাতে ঠিক সময়ে এবং ভালরূপ পরিদর্শন হয় সেদিকে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দৃষ্টি রাখা উচিত।

(৩) পঞ্চায়েতগণের শিক্ষার অভাব

অনেক সমিতিতেই দেখা যায় যে, মেম্বরদের সমিতির কার্য্যাদি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, পঞ্চায়েতদেরও

তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। সমিতির সকল মেম্বরকেই সমিতির উদ্দেশ্য এবং কার্য্যাদি সম্বন্ধে ভালরূপ উপদেশ দিতে হইবে। ইহা সুপারভাইজারদের একটী প্রধান কাজ।

(৪) চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারীর প্রাধান্য

কোন কোন সমিতিতে দেখা যায় যে, গ্রামের প্রধান ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারী হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে। অভিযোগের কারণ থাকিলেও অন্যান্য মেম্বর তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করে না। এমন কি অন্যান্য পঞ্চায়েত-গণ পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে ডিস্‌পিউট দাখিল করিতে পারে না। উহাকে সমিতি হইতে তাড়াইয়া দিলে সমিতিও নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এসবস্থলে সুপারভাইজার এবং অন্যান্য পরিদর্শক কর্ম্মচারীকে বিশেষ বিবেচনার সহিত কাজ করিতে হইবে। এই প্রকার চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারীর সঙ্গে এরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে এবং সমস্ত মেম্বরদিগকে লইয়া মাঝে মাঝে সভা করিয়া এরূপ ভাবে উপদেশ দিতে হইবে যে, সে যেন নিজের দোষ সংশোধন করিয়া সমিতি রক্ষা করিতে যত্নবান হয়। অনেকস্থলেই দেখা যায় যে, কড়া শাসনে যে কাজ না হয়, মিষ্ট কথায় সে কাজ হইয়া থাকে।

(৫) ভাল সুপারভাইজার নিযুক্ত না করা

সুপারভাইজারের উপর সমিতির উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সে জন্য ভাল লোক দেখিয়া সুপারভাই-জার নিযুক্ত করা দরকার। লেখা পড়া ভাল জানিলেই সব সময় ভাল সুপারভাইজার হয় না। যাহারা সমিতির মেম্বরদের সঙ্গে ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারিবে এরূপ লোক দেখিয়া সুপারভাইজার নিযুক্ত করা উচিত। সুপারভাইজার নিযুক্ত করিতে ইঁহাই প্রধান গুণ বলিয়া ধরিতে হইবে। কাহাকেও ভালরূপ শিক্ষা না দিয়া এলাকার ভার দেওয়া সঙ্গত নয়।

(৬) মফঃস্বলে সুপারভাইজারদের বাসস্থানের ব্যবস্থা না থাকা

সুপারভাইজারদের মফঃস্বলে যাইয়া মেম্বরদের বাড়ীতে থাকা ভিন্ন উপায় নাই। এমন কি অনেকে তাহাদের বাড়ীতে খাইয়াও থাকেন। যেখানে মেম্বরদের বাড়ীতেও আসিবার সুবিধা নাই, সেখানে সুপারভাইজারদের কোন প্রকারে পরিদর্শন কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। এরূপ ভাবে পরিদর্শন কার্য্য হওয়া সম্ভব কি না প্রত্যেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রত্যেক গ্রুপ্-এ একটী থাকিবার ঘর এবং সঙ্গে রান্না করিবার উপযুক্ত একখানি চালাঘর রাখা দরকার।

অনেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থপারভাইজারদের পরিদর্শন ভাল হয় না বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। যে পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এদিকে দৃষ্টি না পড়িবে, ততদিন পরিদর্শন আশানুরূপ হইবে না। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এজন্য কিছু খরচ হইলেও ইহার ব্যবস্থা করা উচিত। একসঙ্গে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এলাকার প্রতি গ্রুপ্-এ ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও ক্রমশঃ করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা করার পর কোন স্থপারভাইজার মেম্বরদের বাড়ীতে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অনেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক আবার স্থপারভাইজারদের একটী পীয়ন পর্য্যন্ত দেওয়া সঙ্গত বোধ করেন না। মফঃস্বলে যাইয়া স্থপার-ভাইজাররা খাওয়ার ব্যবস্থাই করিবে, না সমিতি পরিদর্শন করিবে, ইহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ভাবিয়া দেখা উচিত। একটী লোক থাকিলে কাজে নানা প্রকার স্থবিধাও হইয়া থাকে।

(৭) ভাল স্থপারভাইজারের উন্নতির ব্যবস্থা না থাকা

অনেক ভাল স্থপারভাইজার বহুদিন কার্য্য করার পর অডিটার হইতে না পারায় কিম্বা বেতন আশানুরূপ বৃদ্ধি না হওয়ায় ক্রমশঃ কাজে শৈথিল্য প্রকাশ করেন। চাকুরী বজায় রাখার মত

কাজ করিয়া যান। কোন কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সুপারভাইজার-দের উপযুক্ত বেতন ত দেনই না এমন কি ভাল কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়াও সঙ্গত বোধ করেন না। আবার কোন কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক তাহাদের সমস্ত কর্ম্মচারীকেই বাৎসরিক লাভ হইতে এক মাসের বেতন কি কিছু বেশী টাকা পুরস্কার দিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপভাবে পুরস্কার দিলেই শুধু ভাল কর্ম্মচারীর আদর করা হয় না।

(৮) গ্রাম্য সমিতির সেক্রেটারীদিগকে পুরস্কার না দেওয়া

অনেক ভাল সমিতি উপযুক্ত সেক্রেটারী থাকা সত্ত্বেও ক্রমশঃ অবনতির দিকে যায়। ইহার কারণ লাভের টাকা হইতে প্রতি বৎসর তাহাদিগকে যে পুরস্কার দেওয়ার কথা, তাহা না পাওয়ায় কাজে তাহাদের তেমন আগ্রহ থাকে না। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এবং সুপারভাইজারদের এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(৯) কর্জ্জের কিস্তি ঠিকভাবে ধার্য্য না করা

প্রায় প্রত্যেক সমিতিতেই দেখা যায়, মেম্বরদিগকে যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় তাহার কিস্তি ঠিকভাবে নির্দ্ধারিত করা হয় না। ফলে মেম্বরেরা কিস্তি খেলাপ করিতে থাকে এবং অবশেষে

এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে, সুদের টাকাই অনেকে দিয়া উঠিতে পারে না। যখন কোন মেম্বর নিজের আয় হইতে সুদের টাকাও দিতে পারে না, তখন নিরাশ হইয়া পড়ে এবং যে পরিমাণ টাকা দিবার শক্তি থাকে তাহাও আর দিতে চায় না। কাজেই কর্জ্জ দিবার সময়েই বিশেষ বিবেচনা করিয়া কিস্তি ধার্য্য করিয়া দেওয়া উচিত। কোন্ মেম্বর কি উদ্দেশ্যে কর্জ্জ লয় এবং তাহার আয়ের পরিমাণই বা কি এ সমস্ত বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া কিস্তি ঠিক করা দরকার। এক মেম্বর হয়ত ৫০৲ টাকা কর্জ্জ নিলে এক কিস্তিতেই টাকা শোধ দিতে পারে কিন্তু অন্য এক মেম্বরের দুই কিস্তি না হইলে কর্জ্জ শোধ করা অসম্ভব হইয়া পরে। যে মেম্বর বৎসরে মাত্র এক ফসল পায় তাহাকে এক কিস্তি করিয়া দেওয়া উচিত, যে বৎসরে ২।৩ বার ফসল পায় তাহাকে ২।৩ কিস্তি করিয়া দেওয়া উচিত, আর যে মাসিক বেতনে চাকুরী করে তাহাকে মাসিক কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করিতে বলা যাইতে পারে। কিস্তি ধার্য্য করার উপর সমিতির উন্নতি অবনতি অনেক নির্ভর করে। সুপারভাইজারদের এজন্য এ সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান থাকা দরকার।

কোন কোন মেম্বর এত অধিক কর্জ্জ লইয়া বসে যে, তাহার আয় হইতে কিস্তিমত টাকা দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এদিকেও সুপারভাইজারদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(১০) সুপারভাইজারদের বদলীর ব্যবস্থা না থাকা

কোন কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে দেখা যায় যে, যদি সুপার-ভাইজার দুই এক জন ডিরেক্টারের মন যোগাইয়া চলিতে পারে তবে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি হইলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। আবার ভাল সুপারভাইজার মন যোগাইতে না পারিলে ডিরেক্টারদের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া থাকেন। ইহাও দেখা যায় যে কোন ডিরেক্টারের সম্পর্কিত লোক সুপারভাইজার নিযুক্ত হইলে অন্য ডিরেক্টারগণ তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে চান্ না। এই সব এবং অন্যান্য কারণেও সুপারভাইজারদের এক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে অন্য সেণ্ট্রাল বাঙ্কে বদলীর ব্যবস্থা থাকা দরকার। অনেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে নিজেদের ক্ষমতার হ্রাস হইবে বলিয়া ইহাতে রাজি না হইতেও পারেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় যাঁহারা সমবায় আন্দোলনের উন্নতি কামনা করেন তাঁহাদের বঙ্গীয় সংগঠন সমিতিকে এই ক্ষমতা দিতে আপত্তি করা উচিত নয়। সংগঠন সমিতি যখন তাহাদেরই প্রতিনিধি দ্বারা চালিত হয় তখন একটু ক্ষমতা হ্রাস হইলেও ফল শুভ হইবে বলিয়া সকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কেরই এই ব্যবস্থায় রাজি হওয়া সঙ্গত। এই ব্যবস্থা হইলে সুপারভাইজারের ভয় থাকিবে এবং তাহাদের দ্বারা ভাল কাজ পাওয়া হইবে।

রাজসাহী বিভাগের সুপারভাইজরগণ তাঁহাদের বাৎসরিক

এক কনফারেন্সে এই ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া এক মন্তব্য করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা হইলে সকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অধীন সুপারভাইজারদেরই বেতন এবং অন্যান্য বিষয়েও এক নিয়ম হইবে। যদি কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন দিতে অসমর্থ হন্ তবে সংগঠন সমিতিকে কিম্বা গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহা পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অধীন সুপারভাইজারগণ অন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সুপারভাইজারদের মত বেতন এবং অন্যান্য বিষয়ে সুবিধা পান্ না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা হইলে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না।

(১১) সমিতিতে দলাদলি থাকা

সমিতিতে দলাদলি থাকার দরুণ অনেক সমিতি নষ্ট হইতে দেখা যায়। এ-সব স্থলে সমিতি ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুদ কষার চার্ট

অনেক সমিতিতেই দেখা যায় যে সেক্রেটারী সুদ কষিতে পারেন না এবং যাঁহারা পারেন তাঁহারাও অনেক সময় ভুল করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এবং সুপারভাইজারদের সাহায্যের জন্য এখানে সুদ কষিবার একটী চার্ট তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইল। এক মাসে যত সুদ হইবে তাহাই দেখান হইল।

শুদ্ধিপত্র

১। ১৭ পৃষ্ঠার ২০ লাইনে ১০৲ টাকার স্থলে ০৲ টাকা হইয়াছে।

২। ৩০ পৃষ্ঠার ২ লাইনে "শেমার" স্থলে "অপর" হইবে।

৩। ৩২ পৃষ্ঠার ১০ দফায় "ডিরেকটার" স্থলে "ডিবেঞ্চার" হইবে।

৪। ৪০ পৃষ্ঠার ১ লাইনে "উদ্দেশ্য" স্থলে "উদ্দেশ্যে" হইবে।

৫। ৪০ পৃষ্ঠার ৩ লাইনের পূর্ব্বে "(১)" বসাইতে হইবে।

৬। ৪০ পৃষ্ঠার ৫ লাইনে "প্রয়োজনীর" স্থলে "প্রয়োজনীয়" হইবে।

৭। ৪০ পৃষ্ঠার ১৮ লাইনে "সীমাবদ্ধ দায়িত্ব-বিশিষ্ট" শব্দের পূর্ব্বে "(২)" বসাইতে হইবে।

৮। ৪০ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনে "প্রথম অধ্যায়" স্থলে "দ্বিতীয় অধ্যায়" হইবে।

৯। ৪২ পৃষ্ঠায় ৪ লাইনে "উন্নত" স্থলে "উন্নতি" হইবে।

১০। ৪৮ পৃষ্ঠার ২ লাইনে "দেনারও" স্থলে "দেনার" হইবে।

১১। ৬০ পৃষ্ঠার ১০ ও ১১ লাইনে "সুপারভাইজার প্রত্যেক মেম্বরের দেখা না পাইলে এ সমস্ত বুঝিতে পারিবেন না" হইবে।

১২। ৬০ পৃষ্ঠার ২য় para-র ৫ লাইনে 'রিপোর্টে' স্থলে "রিপোর্ট" হইবে।

১৩। ৬২ পৃষ্ঠার ৩য় para-র প্রথম লাইনে 'সুপারভাইজাদের' স্থলে 'সুপারভাইজারদের' হইবে।

১৪। ৬৪ পৃষ্ঠার ১০ দফায় ৪ লাইনে 'মন্তব্য' স্থলে 'মঞ্জুরী' হইবে।

১৫। ৭০ পৃষ্ঠার ১৪ লাইনে "সমিতি চালাইতেছে" স্থলে 'চলিতেছে' হইবে।

১৬। ৮৩ পৃষ্ঠার ২১ লাইনে "কিছু করিতে পারে" স্থলে "কিছু আয় করিতে পারে" হইবে।

১৭। ৮৩ পৃষ্ঠার ২২ লাইনে "অনেকেই" স্থলে 'অনেককেই' হইবে।

১৮। ১০১ পৃষ্ঠার ১৫ লাইনে 'লইলে' স্থলে 'হইলে' হইবে।

১৯। ১০৭ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে 'ডিসপিউটে' শব্দটী ব্র্যাকেটের মধ্যে হইবে।

২০। ১১৩ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে "প্রয়ে" স্থলে "প্রায়" হইবে।

২১। ১১৩ পৃষ্ঠায় ছাপা নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

"নিম্নলিখিত ভাবে স্বল্প ও দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জের সুদের হার নির্দ্ধারিত হইতে পারে :—

	প্রচলিত সুদের হার (শতকরা)	স্বল্প-মিয়াদী কর্জ্জের সুদের হার নির্দ্ধারিত হইবে (শতকরা)	দীর্ঘ-মিয়াদী কর্জ্জের সুদের হার নির্দ্ধারিত হইবে (শতকরা)
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে প্রাথমিক সমিতিকে কর্জ্জ	৯।৵০	৯৲	৯।৵০, ১০৲, ১০॥০ বা ১০৸৶০
ঐ	১০॥০ বা ১০৸৶০	৯।৵০	১০॥০, ১০৸৶০, ১২৲, ১২॥০
সমিতি হইতে মেম্বরগণকে কর্জ্জ	১২॥০	১০৸৶০	১২॥০ কিম্বা ১৪/০
ঐ	১৫৲, ১৫॥৵০, ১৮৸০	১২॥০	১৫৲, ১৫॥৵০ বা ১৮৸০

২২। ১১৭ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে "সমিতির" স্থলে "সমিতি" হইবে।

২৩। ১১৮ পৃষ্ঠার ১৫ লাইনে "ব্যাঙ্কে" স্থলে "ব্যাঙ্কের" এবং "হারে" স্থলে "হার" হইবে।

২৪। ১১৯ পৃষ্ঠার ১ লাইনে ও ৭ লাইনে "উভয়" স্থলে "দুই" হইবে।

২৫। ১২১ পৃষ্ঠার "সাতের ঘরে দেখাইতে হইলে" হইতে "ছাপাইতে হইবে" পর্য্যন্ত শব্দগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ ছয় লাইন হইতে ১২ লাইন থাকিবে না।

২৬। ১২১ পৃষ্ঠার—"স্বল্প মিয়াদী তমশুক" হেডিং-এর নিম্নে নিম্নলিখিত কয়েকটী লাইন বসাইতে হইবে :—

"উপরের লিখিত রেজেষ্টারী না খুলিয়া খত লইতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত ফরমে রঙিন কাগজে লওয়া যাইতে পারে।"

২৭। ১২২ পৃষ্ঠার ৮ এবং ১২ লাইনের শেষে "ইতি তারিখ" বসাইতে হইবে।

২৮। ১২৪ পৃষ্ঠার "Pro-note" শব্দ "প্রনোট"-এর পর বসাইতে হইবে অর্থাৎ হেডিং নিম্নলিখিতরূপ হইবে :— "প্রনোট (Pro-note) এবং খতিয়ান।"

২৯। ১২৪ পৃষ্ঠায় দুই লাইনে "উভয়" স্থলে "দুই" হইবে।

৩০। ১২৯ পৃষ্ঠার ৩ লাইনে "নাই"-এর পরের দাঁড়ি হইবে না।

৩১। ১৩২ পৃষ্ঠায় ১২ লাইনে "আশা" স্থলে "আশঙ্কা" হইবে।

৩২। ১৩৪ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে "আসিবার" "স্থলে "থাকিবার" হইবে।

৩৩। ১৩৮ পৃষ্ঠার ৩২ লাইনে "ব্যাঙ্কে" স্থলে "ব্যাঙ্ক" হইবে।

৩৪। ১৩৮ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনে "হইবে" স্থলে "যাইবে" হইবে।

৩৫। সুদ কষার চার্টে ১০॥ হারে ৯০০৲ টাকার সুদ ৭৮৶০ স্থলে "৭৮৵" হইবে।